রাক্ষসী মধ্যে ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন। এবং মরণে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছেন। রাবণের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। আমি কোনপ্রকারে সেই মৃগশাবলোচনা রামদয়িতার নিকট সত্বর উপস্থিত হইলাম। এবং তাঁহাকে দর্শন করত শিংশপা বৃক্ষমূলে অবস্থান করিলাম।

অনন্তর রাবণের নিবেশনে কাঞ্চিনূপুরমিশ্রিত অতিমাত্র গভীর হলহলা শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হইল। তখন আমি নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া, স্বীয় রূপ সংকুচিত করিয়া, পর্ণাচ্ছন্ন দেশমধ্যে পক্ষীর ন্যায় শিংশপামূলে অবস্থান করিলাম। অনন্তর মহাবল রাবণ ও তদীয় পত্নীগণ, সীতা যেখানে ছিলেন, তথায় আগমন করিল। বরারোহা জনকনন্দিনী রাক্ষসগণেশ্বর রাবণকে দর্শন করিয়া, নিরতিশয় ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন ও সংকুচিত হইয়া, বাহুদ্বয়ে পীনোরু স্তনযুগল আচ্ছাদিত করিলেন। এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্ব্বক কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে না পাইয়া, কম্পিত হইতে লাগিলেন।

দশগ্রীব নিরতিশয় দুঃখিতা রামদয়িতা সীতাকে বলিতে লাগিলেন, আমি অবনতমস্তকে তোমার পাদপ্রান্তে পতিত হইলাম, আমাকে বহুমান বিতরণ কর। অয়ি গর্ব্বিতে! যদি তুমি গর্ব্ব বশতঃ আমারে অভিনন্দন না কর, তাহা হইলে, জানকী দুই মাস পরে আমি তোমার রক্ত পান করিব।

দুরাত্মা রাবণের এই কথা শুনিয়া, সীতা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, উৎকৃষ্ট বাক্যে কহিলেন, রে রাক্ষসাধম! আমি অপরিসীম-তেজস্বী রামের পত্নী ও ইক্ষ্বাকুবংশের নাথ দশ-রথের পুত্রবধূ; আমাকে অবাচ্য কথা বলিয়া তোমার জিহ্বা কেন পতিত হইল না? রে অনার্য্য! রে পাপ! তোমার বীর্য্যে ধিক্! দেখ, তুমি আমার মহাত্মা ভর্ত্তার অসমক্ষে ও অসান্নিধ্যে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। তুমি রামের

সমকক্ষ নহ। অথবা, তাঁহার দাসত্বেও তোমার যোগ্যতা নাই। তিনি সত্যবাদী, শূর, রণশ্লাঘী ও অজেয়।

জানকী এবংবিধ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, দশানন তৎক্ষণাৎ রোষভরে চিতামণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পাবকের ন্যায়, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং ক্রূর নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত ও মুষ্টি উদ্যত করিয়া, জানকীকে বধ করিতে কৃতোদ্যম হইল। তদ্দর্শনে স্ত্রীগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। মন্দোদরী নামে তদীয় প্রধানা মহিষী স্ত্রীগণের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ উত্থানপূর্ব্বক সেই কামাতুর রাবণকে মধুর বাক্যে প্রতিষেধ করিয়া কহিল, তোমার বিক্রম মহেন্দ্রসদৃশ। আর জানকীও আমার অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। অতএব সীতাতে তোমার প্রয়োজন কি? অদ্য আমার সহিত বিহার কর। অথবা, হে প্রভো! তুমি দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ কন্যাদিগের সহিত বিহার কর, সীতাকে লইয়া কি করিবে? অনন্তর সেই সকল ললনা একত্র সমবেত হইয়া, মহাবল রাবণকে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠাইয়া স্বকীয় আবাসে লইয়া গেল।

দশগ্রীব প্রস্থান করিলে, বিকৃতাননা নিশাচরী সকল সীতাকে অতিদারুণ ক্রূর বাক্যে অতিমাত্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কিন্তু জানকী তাহাদের কথা তৃণবৎ জ্ঞান করিলেন। সুতরাং তাঁহার নিকট তাহাদের গর্জ্জন নিরর্থক হইয়া গেল। মাংসাশনা রাক্ষসীরা বৃথা গর্জ্জন ও বৃথা চেষ্টা করিয়া, পরে রাবণের নিকট সীতার সেই মহৎ সঙ্কল্প নিবেদন করিল। এইরূপে আশা ও উদ্যম বিফল হইলে, তাহারা নিরতিশয় শ্রান্তি বশতঃ সকলেই একত্রে নিদ্রার বশীভূত হইল।

তাহারা সুষুপ্তির আশ্রয় লইলে, স্বামিহিতপরায়ণা জনকদুহিতা সাতিশয় দুঃখিতা ও দীনভাবাপন্না হইয়া, করুণস্বরে বিলাপ ও শোক করিতে লাগিলেন। ত্রিজটা নামে রাক্ষসী সেই সকল নিশাচরীর মধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া কহিল, তোমরা

শীঘ্র আপনাকে ভক্ষণ কর. জনকের দুহিতা দশরথের পুত্রবধূ পতিব্রতা অসিতলোচনা সীতাকে খাইও না। অদ্য আমি যে রোমহর্ষণ দারুণ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহাতে রাক্ষসগণের বিনাশ ও রাজার পরাজয় হইবে, দেখিয়াছি। এই সীতাই তখন রামের হস্তে আমাদের পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং আমার একান্ত ইচ্ছা, এই সীতার নিকট আপনাদের রক্ষা প্রার্থনা করি। জানকী দুঃখিত হইয়াছেন। যদি এবংবিধ স্বপ্ন তাঁহার নিকট বর্ণন করি, তাহা হইলে, সকল দুঃখ দূর হইয়া, তাঁহার সাতিশয় সুখ জন্মিবে। আর প্রণিপাত করিলে, ইনি অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া, আমাদের সকলকেই মহা-বিপদে রক্ষা করিতে পারেন।

লজ্জাশীলা বালা জানকী এই কথায় স্বামির বিজয়াকাঙ্ক্ষায় হর্ষিতা হইয়া, তাহাকে কহিলেন, যাহা বলিলে, যদি সত্য হয়, তোমাদের রক্ষা করিব।

হে বানরগণ! আমি তাঁহার তাদৃশী দারুণ দশা দর্শনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মন কিছুতেই নিরস্তিলাভে সমর্থ হইল না। যাহা হউক, শ্রান্তি দূর করত, কিরূপে জানকীর সহিত সম্ভাষণ করিব, তদ্বিষয়ক উপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলাম। অনন্তর প্রশংসাপূর্ব্বক ইক্ষ্বাকুবংশের স্তব করিতে লাগিলাম। দেবী জানকী আমার সেই রাজর্ষিগুণভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে প্রতিবচন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, কপিরাজ! তুমি কে, কিরূপে এখানে আসিলে, রামের সহিত তোমার সৌহার্দ্দ্য কি, আমার নিকট বলিতে হইবে।

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া কহিলাম, দেবি! সুগ্রীবনামে ভীমবিক্রম মহাবলবিক্রান্ত বানরপতি আপনার স্বামী রামের সহায়। আমি সেই সুগ্রীবের ভৃত্য হনুমান্ এখানে আসিয়াছি, জানিবেন। ভবদীয় ভর্ত্তা অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। অয়ি যশস্বিনি! পুরুষসিংহ

শ্রীমান্ দাশরথি স্বয়ং অভিজ্ঞানস্বরূপ আপনাকে এই অঙ্গুরীয়ও প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমাকে আপনার কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করেন, ইহাই ইচ্ছা করি। আপনাকে কি রাম লক্ষ্মণের নিকট সমুদ্রের উত্তর কূলে লইয়া যাইব? সীতা এই কথা শুনিয়া সবিশেষ জানিয়া উত্তর করিলেন, রাম নিজে রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া, আমাকে লইয়া যান। তখন আমি অনিন্দিতা আর্য্যা দেবী সীতাকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া, যাহাতে রামের মনে আহ্লাদ জন্মিতে পারে এরূপ কোন অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম। তিনি কহিলেন, এই উৎকৃষ্ট মণি গ্রহণ কর। মহাবাহু রাম ইহা দেখিলে তোমাকে বহুমান করিবেন। বরারোহা জানকী এই বলিয়া আমাকে সেই উৎকৃষ্ট মণিরত্ন প্রদান ও নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, কাকের ইতিহাস প্রভৃতি বর্ণন করিলেন। অনন্তর আমি এখানে আসিবার জন্য কৃতচিত্ত ও সমাহিত হইয়া রাজপুত্রীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলাম। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিয়া পুনরায় আমাকে কহিলেন, হনুমান্! আমার বৃত্তান্ত রামকে তুমি অবশ্য বলিবে। বীর রাম লক্ষ্মণ শুনিয়া সুগ্রীবের সহিত যাহাতে শীঘ্র আইসেন, তাহা করিও। আর দুই মাস আমার প্রাণ আছে। তাঁহারা না আসিলে, আমাকে অনাথার ন্যায় মরিতে হইবে। তখন রাম আমায় দেখিতে পাইবেন না। তাঁহার এই করুণ বাক্যে আমার ক্রোধসঞ্চার হইল। এবং অতঃপর যাহা করিতে হইবে, সেই কার্য্যশেষ চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম। তৎক্ষণাৎ আমার শরীর পর্ব্বতপ্রমাণ বর্দ্ধিত হইলে, আমি যুদ্ধবাসনায় অশোক কানন বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বন ভগ্ন হইলে, তত্রত্য মৃগপক্ষী সকল ত্রস্ত ও ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। বিকৃতমুখী নিশাচরীরা জাগরিত হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল এবং আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ সমাগত ও রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া, নিবেদন করিল, রাজন্! দুরাত্মা বানর আপনার মহাবল বীর্য্য

না জানিয়া, ভবদীয় দুর্গম কানন ভগ্ন করিয়াছে। তাহার নিতান্ত মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে, সেই জন্য সে আপনার অনিষ্ট করিতেছে। অতএব সে যাহাতে ফিরিয়া যাইতে না পারে, আপনি তজ্জন্য তাহার প্রাণবধে আজ্ঞা করুন। রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথায় কিংকর নামে আপনার মনোমত অতিমাত্র দুর্জ্জয় রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিল। সেই আশি হাজার রাক্ষস শূল ও মুদ্গর হস্তে উল্লিখিত অশোক বনে সমাগত হইলে, আমি পরিঘ প্রহারে তাহাদের সংহার করিলাম। হতাবশিষ্টেরা সত্বরগমনে রাবণের সমীপে উপনীত হইয়া, এই সৈন্যবিনাশবৃত্তান্ত তাহার গোচর করিল। অনন্তর আমি উৎকৃষ্ট চৈত্যপ্রাসাদ বিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া, স্তম্ভের আঘাতে তত্রস্থ রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া, রোষভরে লঙ্কার ললামভূত উল্লিখিত প্রাসাদ বিনষ্ট করিলাম। তদ্দর্শনে রাবণ প্রহস্তনন্দন জম্বুমালীকে প্রেরণ করিলে, আমি অতিঘোর পরিঘপ্রহারে ঘোররূপ ভয়াবহ নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত রণকোবিদ মহাবল সেই রাক্ষসকে অনুচরসমেত নিপাতিত করিলাম। রাক্ষসরাজ এই বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে পদাতিবল-সমভিব্যাহারে মহাবল মন্ত্রিপুত্রদিগকে প্রেরণ করিল। আমি তাহাদিগকেও পরিঘপ্রহারে যমালয়ের অতিথি করিলাম। রাবণ সংগ্রামে লঘুবিক্রম মন্ত্রিপুত্রগণ নিহত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া পাঁচজন শৌর্য্যশালী সেনাপতিকে প্রেরণ করিল। আমি সৈন্য সহিত তাহাদের সকলকেই নিপাতিত করিলাম। অনন্তর দশগ্রীব পুনরায় আপনার পুত্র মহাবল অক্ষকে বহুসংখ্য রাক্ষসসমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রেরণ করিল। মন্দোদরীনন্দন রণপণ্ডিত সেই কুমার সহসা আকাশপথে সমুৎপতিত হইলে, আমি তাহার পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক শতগুণ ঘূর্ণিত করিয়া, তাহাকে নিষ্পেষিত করিলাম। দশানন এই বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া, আপনার দ্বিতীয় পুত্র মহাবল যুদ্ধদুর্ম্মদ ইন্দ্রজিৎকে প্রেরণ করিল। আমি সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকেও সসৈন্যে হততেজ করিয়া নিরতিশয় হর্ষা-

বিষ্ট হইলাম। রাবণ অতিমাত্র বিশ্বাস বশেই সেই মহাবল মহাবাহু ইন্দ্রজিতকে মদোদ্ধত বীরগণের সহিত প্রেরণ করিয়াছিল। সুতরাং, ইন্দ্রজিৎ আমাকে সহজে পরাজয় করা দুঃসাধ্য বুঝিয়া এবং স্বীয় সৈন্যদিগকেও অবমর্দ্দিত দেখিয়া, মহাবেগে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক আমাকে বন্ধন করিল। অনন্তর তত্রত্য রাক্ষসগণ আমাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, রাবণের নিকট লইয়া গেল। দুরাত্মা রাবণ আমাকে দেখিয়া, সম্ভাষণ পূর্ব্বক আমার লঙ্কায় আগমন ও রাক্ষসবধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

আমি কহিলাম, সীতার জন্য এই সকল করিয়াছি। হে বিভো! সীতার দর্শনাভিলাষে আমি ত্বদীয় ভবনে সমাগত হইয়াছি। আমি পবনের ঔরসপুত্র বানর হনুমান্। আমাকে রামের দূত ও সুগ্রীবের সচিব জানিবে। রামের দৌত্যভার বহন পূর্ব্বক ত্বদীয় সকাশে সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে, তাঁহারা যে আজ্ঞা করিয়াছেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাক্ষসরাজ! কপিরাজ মহাভাগ সুগ্রীব তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, ধর্ম্মার্থ কামসহিত পরম কল্যাণজনক হিত বাক্য কহিয়াছেন, আমি যখন বিপুলদ্রুমশোভিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করি, তৎকালে রণবিক্রান্ত রামের সহিত আমার সৌহার্দ্দ সংঘটিত হইয়াছে। রাজন্! তিনি আমায় কহিলেন, রাক্ষসকর্তৃক আমার ভার্য্যা হৃত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি লক্ষ্মণের সহিত অগ্নি সাক্ষী করিয়া, আমার সহিত সখ্য স্থাপন এবং একমাত্র শরে সংগ্রামে বালিকে সংহার করিয়া আমাকে বানরগণের মহারাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুতরাং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সাহায্য করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জন্য ধর্ম্মানুসারে এই হনুমানকে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম। কপিবীরগণ তোমার লঙ্কা বিনাশ করিতে না করিতেই তুমি শীঘ্র সীতাকে আনয়ন করিয়া রামের হস্তে সংপ্রদান করিবে। বানরগণের বলবীর্য্য কোন

ব্যক্তিরই অবিদিত নাই। ইহারা নিমন্ত্রিত হইয়া, দেবগণেরও নিকট যাতায়াত করে। বানররাজ সুগ্রীব তোমাকে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। এই কথায় রৌদ্রকর্ম্মা দুরাত্মা রাবণ যেন দগ্ধ করত রোষভরে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং আমাকে বধ করিতে হইবে, বলিয়া আজ্ঞা দিল।

অনন্তর বিভীষণ নামে তদীয় মহামতি ভ্রাতা আমার জন্য প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে রাক্ষসশার্দ্দূল! ইহাকে বধ করা উচিত নহে। এই সংকল্প ত্যাগ করুন। আপনি যে পথ লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা রাজশাস্ত্রের বহির্ভূত। হে রাক্ষস! রাজশাস্ত্রে দূতবধের ব্যবস্থা নাই। যথাভিহিতবাদী দূত প্রভুর আদেশ অবশ্যই নিবেদন করিবে। হে অতুলবিক্রম! গুরুতর অপরাধী হইলেও, শাস্ত্রতঃ দূতের বধব্যবস্থা নাই, বিরূপকরণই বিহিত হইয়া থাকে।

বিভীষণ এই প্রকার কহিলে, রাবণ রাক্ষসদিগকে আদেশ করিল, তোমরা ইহার লাঙ্গূল পুড়াইয়া দাও। তাহারা তাহার এই কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শণ, পট্ট ও কার্পাস দ্বারা আমার পুচ্ছ বেষ্টন করিল। পরে সেই প্রচণ্ডবিক্রম বদ্ধসন্নাহ রাক্ষসেরা কাষ্ঠবৎ কঠিন মুষ্টি দ্বারা আমারে আঘাত করিতে করিতে মদীয় লাঙ্গূলে অগ্নি প্রদান করিল। আমি রাশি রাশি পাশে বদ্ধ ও তাহাদের কর্ত্তৃক নিযন্ত্রিত হইয়াও, কিছুমাত্র পীড়া বোধ করিলাম না। প্রত্যুত, সেই অবস্থায় দিবাভাগে নগরী দর্শনার্থ উৎসুক হইলাম। অনন্তর সেই শৌর্য্যশালী নিশাচরগণ আমাকে বদ্ধ ও অগ্নিবেষ্টিত করিয়া, রাজমার্গে ঘোষণা করিতে করিতে নগরদ্বারে সমাগত হইল। তখন আমি আপনার সেই সুবিশাল শরীর পুনরায় সংকুচিত ও পাশমুক্ত করিয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়া, অবস্থিতি করিলাম। এবং লৌহময় পরিঘ গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সকলকেই সংহার করিলাম। পরে নগরদ্বারে সবেগে সমুৎপতিত হইয়া, সেই প্রজ্বলিত পুচ্ছ সহায়ে প্রাসাদদহনপ্রবৃত্ত

যুগান্তহুতাশনের ন্যায়, অট্টালিকা ও তোরণ সহিত লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম, আমার কিছুমাত্র সম্ভ্রম উপস্থিত হইল না। যাহা হউক, সমস্ত পুরী দগ্ধ হইলে, আমি ভাবিতে লাগিলাম, লঙ্কায় এমন স্থান নাই, যাহা দগ্ধ লক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ হওয়াতে, জানকী নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়াছেন। লঙ্কাদাহে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি সীতাকে দগ্ধ করিয়াছি, সন্দেহ নাই। আমি রামের এই মহৎ কার্য্যও বিফল করিলাম। এই-রূপ শোকে সমাবিষ্ট হইয়া আমি চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে চারণগণের এই শুভাক্ষর বাক্য আমার শ্রুতিগোচর হইল, যে, জানকী দগ্ধ হয়েন নাই। তাহাদের মুখে এই সংবাদ শ্রবণে আমার বিস্ময় উপস্থিত হইল। আমি সেই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলাম, জানকী যে দগ্ধ হয়েন নাই, তাহা শুভসূচক নিমিত্তপরম্পরা সূচনা করিয়া দিতেছে। দেখ, লাঙ্গূল প্রজ্বলিত হইলেও, হুতাশন আমাকে দগ্ধ করেন নাই। আমার হৃদয়ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। এবং সুগন্ধ সমীরণও প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রকার দৃষ্টার্থ নিমিত্ত সকল, মহাগুণ কারণসমূহ ও ঋষিগণের দৃষ্টার্থ বচনপরম্পরা পরিদর্শন পূর্ব্বক মদীয় হৃদয়ে হর্ষ সঞ্চারিত হইল। তখন আমি পুনরায় জানকীকে দর্শন ও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, অরিষ্ট পর্ব্বতে সমাগত হইয়া, তোমাদের দর্শনলালসায় প্রতিপ্লবনে প্রবৃত্ত হইলাম। এবং বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণসেবিত আকাশ মার্গ আশ্রয় করিয়া তোমাদিগকে দর্শন করিলাম। রামের প্রসাদে ও তোমাদের তেজে সুগ্রীবের কার্য্যার্থ আমি সকলই অনুষ্ঠান করিয়াছি। আমি লঙ্কায় যাহা করিয়াছি, তৎসমস্তই তোমাদিগকে কহিলাম। এক্ষণে যাহা করি নাই, অবশিষ্ট আছে, সে সকল তোমরা সম্পাদন কর।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

মারুতাত্মজ হনুমান সকল ঘটনা এইপ্রকার বর্ণনা করিয়া, পরে বলিতে লাগিলেন, জনকদুহিতা যে স্বভাবে আছেন, ইহাতে রামের উদ্যোগ ও সুগ্রীবের উৎসাহ সফল এবং তন্নিবন্ধন আমার মনও সন্তুষ্ট হইয়াছে। হে বানরসত্তমগণ! পতিব্রতা রমণীগণের যেরূপ চরিত্র হওয়া উচিত, সীতা সর্ব্বপ্রকারে তদনুরূপ সচ্চারিত্র রক্ষা করিতেছেন। তিনি তপঃপ্রভাবে লোক সকল রক্ষা ও ক্রোধভরে সমস্ত দগ্ধ করিতে পারেন। রাক্ষসরাজ রাবণও সর্ব্বথা নিরতিশয় তপঃসম্পন্ন। দেখ, সীতাকে স্পর্শ করিয়াও একমাত্র তপোবলেই তাহার গাত্র বিনষ্ট হয় নাই। হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে, অগ্নিশিখা যাহা না করিতে পারে, জনকাত্মজা ক্রোধে কলুষীকৃতা হইলে, তাহা সাধন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, কার্য্য যেরূপ হইয়াছে, তাহা তোমাদের নিকট জ্ঞাপন করিলাম। এক্ষণে জাম্ববানপ্রমুখ প্রধান প্রধান কপি সকলের অনুজ্ঞা লইয়া, রাজপুত্র রাম লক্ষ্মণকে সীতার সহিত দর্শন করা আমাদের উচিত হইতেছে। আমি একাকীই সমস্ত রাক্ষসের সহিত সমগ্র লঙ্কানগরী ও রাবণকে সংহার করিতে পারি, তোমাদের ন্যায় কৃতাত্মা, কৃতাস্ত্র, বলবান্, বিজয়ৈষী ও কার্য্যসাধনক্ষম বীরগণ সঙ্গে থাকিলে, আর কি বলিব? আমি রাবণকে ভ্রাতা, পুত্র, ভৃত্য ও সৈন্য সহিত যুদ্ধে বধ করিব। যদিও ইন্দ্রজিতের ব্রাহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য ও বারুণ ইত্যাদি অস্ত্র সকল সংগ্রামে দুর্নিরীক্ষ্য, কিন্তু আমি তৎসমস্ত ধ্বংস করিয়া, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিব। তোমাদের অনুজ্ঞা পাইলে, আমি বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ সকল অস্ত্র প্রতিহত করিব। দেখ, আমি নিরন্তর অতুল শৈলবৃষ্টি করিয়াছি। অতএব, নিশাচরগণের কথা কি, দেবগণকেও যুদ্ধে নিহত করিতে পারি। তোমাদের অনুমতি না পাওয়াতেই, আমার রাক্ষসবধ

প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়াছে। সাগরও যদি বেলা অতিক্রম করে এবং মন্দরও যদি বিচলিত হয়, তথাপি শত্রুবাহিনী সমরে জাম্ববানকে কম্পিত করিতে পারিবে না। বালির পুত্র বীর অঙ্গদ একাকীই সমুদায় রাক্ষসবল সংহার করিতে সমর্থ। মহাত্মা নীলের উরু-বেগে আহত হইয়া, মন্দর পর্ব্বতও বিশীর্ণ হইতে পারে, রাক্ষস-গণের কথা আর কি বলিব? সমুদায় সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও বিহঙ্গ ইহাদের মধ্যে মৈন্দ বা দ্বিবিদের প্রতিযোদ্ধা কে আছে, বল। অশ্বির পুত্র এই দুই মহাবেগ বানরসত্তম; ইহা-দের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারে, এমন কাহাকে দেখি না। আমিও একাকী লঙ্কা নিহত, দগ্ধ ও ভস্মীকৃত করিয়া, সমুদায় রাজমার্গে স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়াছি। অর্থাৎ অতিবল রামের জয়, মহাবল লক্ষ্মণের জয়, রামের পরিরক্ষিত রাজা সুগ্রীবের জয়। আমি কোশলরাজ রামের দাস, পবনের পুত্র হনুমান। এইরূপে সর্ব্বত্র আমার নাম শ্রবণ করাইয়াছি।

অনন্তর আমি দুরাত্মা রাবণের অশোকবনিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সাধ্বী জানকী শিংশপা বৃক্ষের মূলে দীনভাবে বসিয়া আছেন। শোকতাপে কর্ষিত ও নিশাচরীগণে পরিবৃত্ত হওয়াতে, তিনি মেঘরেখার মধ্যবর্ত্তী চন্দ্ররেখার ন্যায়, নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন। সেই সুশ্রোণী জানকী পতিব্রতা, সুতরাং রাবণকে তিনি গণনাই করেন না। রাবণ কেবল বলদর্পিত হইয়া, তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই সৎস্বভাবা বৈদেহী, পৌলমী পুরন্দরের ন্যায়, অন্যচিন্তা পরিহার পূর্ব্বক একমাত্র রামেই অনুরক্তা। তাঁহার পরিধান একমাত্র বস্ত্র, শরীর ধূলায় ধূসর। বিরূপা রাক্ষসীরা তাঁহাকে বারংবার তর্জ্জনা করিতেছে। তিনি দীনভাবে তাহাদের মধ্যে একমাত্র স্বামিচিন্তায় মগ্ন হইয়া, ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন; ভর্তৃবিরহে একবেণী ধারণ করিয়া-ছেন; হিমাগমে পদ্মিনীর ন্যায়, বিবর্ণ হইয়াছেন; একমাত্র মরণেই কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, রাবণে তাঁহার অণুমাত্র প্রবৃত্তি বা অভিলাষ

নাই। আমি কোনরূপে মৃগশাবলোচনা সেই রামাঙ্গনার বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়া, সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলাম। তিনি রাম সুগ্রীবের সখ্য শুনিয়া, প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্বামির প্রতি নিরতিশয় ভক্তিমতী এবং দৃঢ়তর পাতিব্রত্যগুণের আধার। তিনি যে রাবণকে সংহার করেন নাই, রাবণের মাহাত্ম্যই তাহার হেতু। তথাপি তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া, রাবণ মৃতপ্রায় হইয়াছে রাম তাহার বধে নিমিত্তমাত্র হইবেন। জনকনন্দিনী স্বামিবিরহে বাস্তবিকই ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছেন। প্রতিপৎতিথিতে অধ্যয়ন করিলে, লোকের বিদ্যার যেমন ক্ষয় হয়, তাঁহারও তেমনি ক্ষয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। মহাভাগা সীতা এইরূপ শোকপরায়ণা হইয়া, তথায় বাস করিতেছেন। এবিষয়ে যেরূপ প্রতিকার করা বিধেয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিধান কর।

ষষ্টিতম সর্গ।

বালিনন্দন অঙ্গদ তাঁহার এই কথা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, এই অশ্বির পুত্র দুই জনেই নিরতিশয় বেগ ও বলবিশিষ্ট এবং পিতামহের বরোৎসেকবশতঃ অতিমাত্র দর্পসম্পন্ন। সর্ব্বলোকপিতামহ অশ্বিনীকুমারের সম্মানার্থ পূর্ব্বে ইহাদিগকে সকলের অবধ্য হইবে বলিয়া, অতুল বর দান করেন। সেই বরোৎসেকে মত্ত হইয়া, এই মহাবল বীরদ্বয় দেবগণের বিপুলবাহিনী প্রমথিত করিয়া, অমৃত পান করিয়াছিল। ইহারা ক্রুদ্ধ হইলে, অশ্ব রথ ও হস্তী সহিত সমস্ত লঙ্কা বিনাশ করিতে সমর্থ। অতএব অন্যান্য বানর সকল ক্ষান্ত থাকুক। আমিও একাকী বলপূর্ব্বক রাক্ষসগণ সহিত সমুদায় লঙ্কা ও মহাবল রাবণকে সংহার করিতে পারি; তোমাদের ন্যায় বলবান ও কৃতাস্ত্র বানরবীরগণের সহিত মিলিত হইলে কথাই নাই। দেখ, তোমরা সকলেই কৃতাস্ত্র, বিজয়ৈষী

ও শক্তিসম্পন্ন। শুনিয়াছি, একমাত্র পবননন্দন হনুমানের বলেই লঙ্কা দগ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, তোমরা সকলেই খ্যাত-পৌরুষ। অতএব, সীতাকে দেখিয়াছি, কিন্তু আনয়ন করি নাই, এরূপ কথা রামের নিকট নিবেদন করা তোমাদের পক্ষে যুক্তি-যুক্ত বোধ করি না। হে হরিসত্তমগণ! কি প্রাণ, কি পরাক্রম, কোন বিষয়েই সুরাসুর সহিত সমস্ত লোকমধ্যে কোন ব্যক্তি তোমাদের সমকক্ষ নহে। অতএব সমস্ত রাক্ষস সহিত লঙ্কা জয়, রাবণকে সংহার ও সীতাকে গ্রহণ করিয়া, কৃতার্থ ও হৃষ্টচিত্তে গমন করি, চল। হনুমান কর্তৃক রাক্ষসগণ হতশেষ হইয়াছে। এক্ষণে জানকীকে লইয়া গমন করা ভিন্ন আমাদের অন্য কার্য্য আর কি আছে? হে কপিশ্রেষ্ঠগণ! জানকীকে লইয়া, রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে ন্যস্ত করি, চল। যে সকল বানর এই কার্য্যের জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়াছে, তাহাদিগকে আর দুঃখ দিয়া কি হইবে? অতএব আমরাই লঙ্কায় যাইয়া, রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া, পরে রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

কপিশ্রেষ্ঠ অর্থজ্ঞ জাম্ববান এইরূপ কৃতসংকল্প অঙ্গদকে পরম প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি মহাবুদ্ধে! এরূপ বুদ্ধি যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, ধীমান্ রাম ও রাজা সুগ্রীব আমাদিগকে দক্ষিণ দিক অন্বেষণ করিতেই আজ্ঞা করিয়াছেন; সীতাকে লইয়া যাইতে বলেন নাই। আমরা সীতাকে জয় করিলে, রামের তাহা কোনমতেই মনোগত হইবে না। সেই রাজশার্দ্দূল রাম স্বকীয় কুল নির্দ্দেশ করত, প্রধান প্রধান বানরগণের সমক্ষে, স্বয়ং সীতাকে জয় করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; কিরূপে তাহা মিথ্যা করিবেন? অতএব আমরা সীতাকে আনিলে, কার্য্য বিফল ও তাঁহার অসন্তোষ হইবে। হে বানরশ্রেষ্ঠসকল! তাহা হইলে, আমাদেরও বৃথা বীরত্ব দেখান হইবে। অতএব, পরমতেজস্বী রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকট কার্য্য নিবেদনার্থ গমন করি, চল। তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে।

হে রাজনন্দন! আপনি যে বিচার করিলেন, ইহা আমাদের সর্ব্বথা রুচিজনক। তথাপি, রাম যেরূপ বুদ্ধি করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

একষষ্টিতম সর্গ।

অঙ্গদপ্রমুখ বীর বানরগণ ও মহাকপি হনুমান্ সকলেই জাম্ববানের এই বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন। অনন্তর সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ হনুমানকে অগ্রে করিয়া, প্রীতচিত্তে মহেন্দ্রশিখর হইতে সমুৎপতিত হইয়া, গমন করিতে লাগিল। মেরুমন্দর-সঙ্কাশ সেই মহাকায় মহাবল বানরবল মত্ত মহাগজযূথের ন্যায়, যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। এবং সিদ্ধ প্রভৃতি ভূতগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান মহাবল আত্মবান্ মহাবেগ হনুমানকে দৃষ্টিপরম্পরা দ্বারা যেন বহন করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই রামের কার্য্যসিদ্ধি এবং তাঁহার ও আপনাদের পরম যশঃ সঞ্চয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, সীতাদর্শন ও লঙ্কাদহন-প্রযুক্ত সকলেরই মনোরথ পূর্ণ ও মন উন্নত হইয়াছিল; সকলেই প্রিয়সংবাদ প্রদানোন্মুখ, যুদ্ধের একান্ত পক্ষপাতী এবং রামের প্রতীকারে নিশ্চিতার্থ হইয়াছিল।

এইরূপে সেই মনস্বী বানরবল আকাশে উৎপতিত হইয়া, গমন করিতে করিতে ক্রমে সুগ্রীবের পরিরক্ষিত, শত শত পাদপ পূর্ণ, নন্দনোপম, মধুবন নামক বনে সমাগত হইল। ঐ বন ভূতমাত্রেরই মনোহর ও অধৃষ্য। মহাত্মা কপিমুখ্য সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখনামে মহাবীর বানর সর্ব্বদা ঐ বন রক্ষা করে। তাহারা তথায় সমাগত হইয়া, নিরতিশয় উৎকট হইয়া উঠিল। অনন্তর মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সেই কপিগণ কপীন্দ্রের মনঃকান্ত মহাবন মধুবন সন্দর্শনে হৃষ্ট হইয়া, কুমার অঙ্গদের নিকট মধুপান প্রার্থনা করিল। এবং বালিপুত্র ধীমান্ কুমার মধুভক্ষণে আজ্ঞা

দিলে, তাহারা তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, সকলে মধুকরসমাকুল বৃক্ষ সকলে আরোহণ করিয়া সুগন্ধি ফলমূল সকল ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে সকলেই সাতিশয় হর্ষিত ও মদোৎকট হইয়া উঠিল। এবং সেই অবস্থায় ইতস্ততঃ নৃত্য আরম্ভ করিল। অনন্তর কেহ গান, কেহ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কেহ নৃত্য, কেহ প্রণাম, কেহ পাঠ, কেহ প্রচরণ, কেহ প্লবন, কেহ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ, কেহ পরস্পরকে আশ্রয় ও কেহ বা পরস্পর বিবাদ, করিতে লাগিল। কেহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ধাবমান, কেহ পাদপ-শেখর হইতে ভূমিতে পতিত, ও কেহ ভূমি হইতে প্রবলবেগে প্রকাণ্ড পাদপ সকলের শিখরদেশে উৎপতিত, হইতে লাগিল। কেহ গান, কেহ বা হাস্য করিতে করিতে তাহার নিকট গমন; কেহ রোদন, কেহবা প্রতিরোদন করত তাহার নিকট ধাবন, এবং কেহ ব্যথা প্রদান, কেহ বা তাহাকে ব্যথিত করত তাহার নিকট গমন করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত কপিবল উৎকট হইয়া উঠিল। এমন বানরই ছিল না, যে মত্ত ও অতিমত্ত হয় নাই।

অনন্তর সমস্ত মধুবন ভক্ষিত ও পাদপসকলের পত্র পুষ্প নষ্ট হইতে দেখিয়া, দধিমুখ রুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল। কিন্তু কপিগণ মদমত্ত হওয়াতে, শান্ত না হইয়া, তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বনের রক্ষক, হরিবীরবৃদ্ধ উগ্রতেজা দধিমুখ পুনরায় বানরগণ হইতে বনের রক্ষা করিতে কৃতমতি হইয়া, কাহাকে নির্ভয়ে কটূক্তি, কাহাকে অনুরাগে তলপ্রহার, কাহারও সহিত কলহ, এবং কাহাকে বা মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। মদমত্ততাবশতঃ তাহাদের বেগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। দধিমুখ বলপূর্ব্বক প্রতিষেধ করিলে, তাহারা তাহার ধর্ষণায় কোনরূপ রাজদণ্ডের সম্ভাবনা নাই, দেখিয়া, সকলে মিলিত হইয়া, নির্ভয়ে দধিমুখকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এবং নখাঘাত, দন্তাঘাত, তলপ্রহার ও ভূমি-

তলে নিপাতিত করিয়া, মৃতপ্রায় করত মদভরে মহাবন মধু-বনকে একবারেই নির্ব্বিষয় করিয়া ফেলিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

তদ্দর্শনে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান তাহাদের সকলকে কহিলেন, কপিগণ! তোমরা অব্যগ্রচিত্তে মধুপান কর। যাহারা এ বিষয়ে তোমাদের প্রতিপক্ষতা করিবে, আমি স্বয়ং তাহাদিগকে প্রতিষেধ করিব। কপিপ্রবর অঙ্গদ হনুমানের কথা শুনিয়া, প্রসন্নচিত্তে প্রতিবচন প্রদান করিলেন, বানরগণ! তোমরা মধুপান কর। হনুমান কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছে। অতএব অকার্য্য হইলেও, ইহার বাক্য পালন করা যখন অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন এরূপ ন্যায়সঙ্গত বাক্য পালন করা যে উচিত, তাহা কি আর বলিতে হয়?

বানরশ্রেষ্ঠগণ কুমারের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, বারংবার সাধুবাদসহকারে তাঁহার প্রতিপূজা করিতে লাগিল। অনন্তর নদীবেগ যেমন বৃক্ষে, সেইরূপ মধুবনে প্রবেশ করিয়া, সকলে বলপূর্ব্বক বনরক্ষকদিগকে আক্রমণ করিল। জানকীকে দর্শন ও তাহার বিষয় শ্রবণ করিয়া এবং অঙ্গদের আজ্ঞা পাইয়া তাহারা ভয়শূন্য হইয়া মধুপান ও সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে মধুপানে আসক্ত হইয়া, সমাগত মধুরক্ষকদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাড়না করিতে আরম্ভ করিল। এবং হস্ত দ্বারা একবারে দ্রোণপরিমাণ মধু গ্রহণ করিয়া, পান করিতে লাগিল। কেহ কেহ হৃষ্টচিত্তে দলবদ্ধ হইয়া, রাশি রাশি মধু নষ্ট, কেহ ভক্ষণ, কেহ পান করিয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপ, কেহ মদবশে একান্ত উদ্ধত হইয়া মধূচ্ছিষ্ট দ্বারা পরস্পরকে আঘাত, কেহ শাখা গ্রহণ করিয়া বৃক্ষমূলে অবস্থান, কেহ মদবশে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পত্র সকল আস্তরণ পূর্ব্বক শয়ন, কেহ মধু

পানে মত্ত ও হৃষ্ট হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় বেগে পরস্পরকে ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ স্খলিত হইয়া পড়িল। কেহ ক্ষেড়ন, কেহ সহর্ষে গর্জ্জন, কেহ মত্ত হইয়া ভূমিতে শয়ন, কেহ ধৃষ্টভাবে অন্যকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য, কেহ রোদন, কেহ একরূপ করিয়া অন্যরূপে তাহার বর্ণন, এবং কেহ বা উক্ত বচনার্থ বিপরীতরূপে জ্ঞান করিতে লাগিল।

তথায় যে সকল মধুবক্ষক ও দধিমুখের ভৃত্য ছিল, ঐ সকল প্রচণ্ডপ্রকৃতি মদমত্ত বানরগণ জানুদেশ ধরিয়া আকর্ষণ ও দেব-মার্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাড়নাদি দ্বারা নিরস্ত করাতে তাহারা দশ দিকে পলায়ন করিল। এবং একান্ত উদ্বেগযুক্ত হইয়া, দধিমুখের নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিল, হনুমান সাহস দেওয়াতে বানরগণ মধুবন বিনষ্ট এবং আমাদিগকে জানুতে ধরিয়া আকর্ষণ ও দেবমার্গ প্রদর্শন করিয়াছে। দধিমুখ তাহাদের কথা শুনিয়া, মধুবন নষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, জাতক্রোধ হইয়া, তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, আইস, সকলে অগ্রসর হও, আমরাও যাইতেছি। যাইয়া, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিব। বানরশ্রেষ্ঠগণ দধিমুখের কথা শুনিয়া, পুনরায় একত্র হইয়া মধুবনোদ্দেশে যাত্রা করিল। দধিমুখ ইহাদের মধ্যে মহাতরু গ্রহণ পূর্ব্বক সবেগে ধাবমান হইল। অনন্তর সকলে শিলা, পাষাণ ও পাদপ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে হনুমান প্রভৃতি কপিকুঞ্জরগণ যেখানে অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় গমন করিল। এবং ক্রোধভরে ওষ্ঠপুট দংশন ও বারংবার ভর্ৎসনা করত বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল।

হনুমৎপ্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠগণ দধিমুখকে জাতক্রোধ দেখিয়া সবেগে তাহার অভিমুখে ধাবমান হইল। এবং মহাবাহু দধিমুখ বৃক্ষহস্তে বেগভরে যেমন আগমন করিবে, অঙ্গদ অমনি ক্রোধভরে তাহাকে বাহুদ্বয়ে ধারণ করিলেন। তিনি মদবশে হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। সুতরাং দধিমুখকে আর্য্যক ভাবিয়াও তাঁহার

রূপা হইল না। তিনি সবেগে তাহাকে বসুধাতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া, তাহার বাহু, উরু ও মুখ ভগ্ন করিয়া দিলেন। মহাবীর দধিমুখ রুধিরাক্ত কলেবরে ক্ষণকাল বিহ্বল ও মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। অনন্তর কপিকুঞ্জর দধিমুখ তাহাদের হস্ত হইতে কোনরূপে উদ্ধার পাইয়া, একান্তে আসিয়া, আপনার ভৃত্যদিগকে কহিল, যেখানে আমাদের প্রভু বিপুলগ্রীব সুগ্রীব রামের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, সকলে তথায় গমন করি চল। তথায় যাইয়া তাঁহাকে অঙ্গদের দোষ সমস্ত শুনাইব। তিনি শুনিলে, সহ্য করিতে না পারিয়া, ইহাদিগকে নিপাতিত করিবেন। এই দিব্য মধুবন মহাত্মা সুগ্রীবের অতিশয় প্রিয়, তাঁহার পিতৃপিতামহ ভোগ করিয়া গিয়াছেন এবং দেবগণও ইহার ত্রিসীমায় আসিতে সমর্থ হয়েন না। রাজা সুগ্রীব এই মধুলুব্ধ গতায়ু বানরদিগকে দণ্ড প্রয়োগ পূর্ব্বক সুহৃজ্জনের সহিত নিপাতিত করিবেন। ইহারা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে। অতএব এই দুরাত্মাদিগকে তিনি অবশ্যই বধ করিবেন। তাহা হইলেই আমার এই অমর্ষজনিত রোষ সার্থক হইবে।

মহাবল দধিমুখ বনপালদিগকে এই প্রকার কহিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত আকাশে উৎপতন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। এবং সূর্য্যসুত ধীমান্ সুগ্রীব যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, নিমেষান্তর মধ্যেই তথায় সমাগত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে দর্শন পূর্ব্বক সমতল ভূভাগ লক্ষ্য করিয়া আকাশ হইতে অবতরণ করিল। বনপালগণের পরমপ্রভু মহাবীর দধিমুখ এইরূপে তাহাদের সহিত অবতরণ করিয়া, মস্তকে অঞ্জলিবিধান পূর্ব্বক দীনবদনে তৎক্ষণাৎ সুগ্রীবের চরণযুগলে মস্তক অবনত করিল।

—

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

দধিমুখ চরণে অবনত মস্তকে পতিত হইয়াছে দর্শন করিয়া, বানররাজ সুগ্রীব উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, উত্থান কর, উত্থান কর, কি জন্য আমার চরণে পতিত হইয়াছ? সত্য বল, আমি তোমায় অভয় দান করিলাম। তুমি কাহার ভয়ে এখানে আসিয়াছ? যাহার অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব্বতোভাবে হিত হইবার সম্ভাবনা; তোমাকে তাহা বলিতে হইতেছে। মধুবনে ত কোন বিপদ ঘটে নাই? শুনিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে।

মহাত্মা সুগ্রীব এই রূপে আশ্বাস প্রদান করিলে, মহাপ্রাজ্ঞ দধিমুখ উত্থান করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি, বালী ও ঋক্ষরাজ, তোমরা কেহই যে মধুবন পূর্ব্বে কখনো কাহাকে যথেচ্ছ ভোগ করিতে দাও নাই, হনুমান প্রভৃতি বানরেরা তাহা নষ্ট করিয়াছে। আমি এই সকল বনচারীর সহিত তাহাদিগকে প্রতিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা আমাকে গণনা না করিয়াই যথেচ্ছ পান ভোজন করিয়াছে। হে দেব! তাহারা বনলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলে, এই সকল বনপাল তাহাদিগকে প্রতিষেধ করিয়াছিল। তথাপি তাহারা আমাকেও অবজ্ঞা করিয়া যথেচ্ছ ভক্ষণ ও ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিয়াছে। এই প্রকার অবমাননা বশতঃ ইহারা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে, তাহারাও ক্রুদ্ধ হইয়া, ইহাদিগকে নিবারণ এবং যথোচিত অবমাননা করিয়াছে। অধিক কি, তাহারা কাহাকেও পাণিপ্রহারে নিহত, কাহাকেও জানু দ্বারা আহত, কাহাকে যথেচ্ছ আকর্ষণ এবং কাহাকেও বা দেবমার্গ প্রদর্শন করিয়াছে। আপনি সকলের প্রভু, বর্ত্তমান থাকিতেও, এই সকল শূর এই রূপে হত হইল। এবং তাহারাও সমস্ত মধুবন যথেচ্ছ ভক্ষণ করিল।

দধিমুখ সুগ্রীবের নিকট এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিতেছে,

এমন সময়ে পরবীরনিহন্তা পরম প্রাজ্ঞ লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! এই বনপাল বানর কি জন্য তোমার নিকট আসিয়াছে এবং কোন্ বিষয় উল্লেখ করত দুঃখিত হইয়া, তোমারে নিবেদন করিল?

মহাত্মা লক্ষ্মণ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, বচনবিশারদ সুগ্রীব প্রত্যুত্তর করিলেন, আর্য্য! বীর দধিমুখ কপি আমারে কহিল, অঙ্গদপ্রমুখ মহাবল বানরগণ মধুভক্ষণ করিয়াছে। যাহা হউক, কার্য্যসিদ্ধি না করিলে, তাহারা ঈদৃশ ব্যতিক্রমে প্রবৃত্ত হইত না। যখন তাহারা বন আক্রমণ করিয়াছে, তখন নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইয়াছে। এই জন্য এই বলশালী দধিমুখকে গণনা না করিয়াই, ইহাদিগকেও প্রতিষেধ সময়ে জানুর গুরুতর আঘাত করিয়াছে। আমরাই আমার মধুবনের পতিস্বরূপ এই দধিমুখকে স্থাপন করিয়াছি। হনুমানই দেবী জানকীকে দর্শন করিয়াছে; আর কেহই নহে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফলতঃ, হনুমান ভিন্ন আর কেহই এই কার্য্য সাধনের হেতু হইতে পারে না। কেননা, কার্য্যসিদ্ধি, বুদ্ধি, ব্যবসায়, বীর্য্য ও শ্রুত এ সমুদায় একমাত্র হনুমানেই প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মহাবল অঙ্গদ ও জাম্ববান নেতা এবং হনুমান অধিষ্ঠাতা, সেখানে কোন বিষয়ের কখন অন্যথা প্রতিপত্তির সম্ভাবনা নাই। সেই অঙ্গদ-প্রমুখ বীরগণ দক্ষিণ দিক অন্বেষণ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া, মধু-বন নষ্ট করিয়াছে। তাহারা যে এইরূপে বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উহার ধ্বংস ও ভোগ করিয়াছে এবং বনপালদিগকে জানুর আঘাত ও বধ করিয়াছে, দধিমুখনামে প্রখ্যাতপরাক্রম মধুরভাষী এই বানর উহাই বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছে। হে মহাবাহু সুমিত্রানন্দন! তাহারা আসিয়াই যখন মধুপানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সীতার সন্ধান পাইয়াছে। তাহারা সবিশেষ খ্যাতিপ্রতিপত্তিবিশিষ্ট। অতএব সীতাকে না দেখিয়া, কখনই আমাদের দেবদত্ত দিব্য মধুবনে প্রবেশ করিবে না।

পরম যশস্বী ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ ও রাম সুগ্রীবের বদনবিগলিত শ্রুতি-সুখাবহ উল্লিখিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিরতিশয় হর্ষিত ও আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর সুগ্রীব প্রফুল্ল হৃদয়ে পুনরায় বনপাল দধিমুখকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তাহারা কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছে। অতএব তাহারা যে মধু ভোগ করিয়াছে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। পুনশ্চ, সেই কৃতকর্ম্মা বানরগণের কৃত অবমাননাও মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। অতএব তুমি শীঘ্র গমন করিয়া, মধুবন রক্ষা কর এবং হনুমান প্রভৃতি বানরগণের সকলকেই আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। আমি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদের নিকট এবিষয় স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিব এবং তাহারা সীতার প্রাপ্তিজন্য যে যত্ন করিয়াছে, তাহা শুনিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি। রাম লক্ষ্মণ এই কথা শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও প্রীতিভরে স্ফীতনেত্র হইলেন। ঐ সময়ে বানররাজ সুগ্রীবেরও সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই সকল দর্শন করিয়া, কার্য্য-সিদ্ধি হস্তগত হইয়াছে ভাবিয়া, সুগ্রীব নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন।

—:०:—

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

সুগ্রীব এইপ্রকার কহিলে, বানর দধিমুখ আহ্লাদিত হইয়া, রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া, সেই সকল বীর বানরগণের সহিত আকাশে উৎপতিত হইল। যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই সত্বর গমন করিয়া, আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ পূর্ব্বক মধুবনে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখিল, হনুমান প্রভৃতি বানরযূথপগণ মূত্ররূপে মধূদক বিসর্জ্জন করিয়া, মত্ততা ও উদ্ধতা ত্যাগ করিয়াছেন। বীর দধিমুখ তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সহর্ষে মধুর বাক্যে অঙ্-

দকে কহিল, সৌম্য! এই বনপাল বানরগণ না জানিয়া রোষভরে তোমাদিগকে প্রতিষেধ করিয়াছে; অতএব তোমরা রাগ করিও না। তুমি বহুদূর হইতে সমাগত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছ; বিশেষতঃ তুমি আমাদের যুবরাজও এই বনের স্বামী, অতএব নিজের মধু পান কর। হে মহাবল! আমাদের এই অজ্ঞানকৃত রোষ তোমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। তোমার পিতা বালী পূর্ব্বে যেমন বানরগণের ঈশ্বর ছিলেন, বর্ত্তমানে সুগ্রীব ও তুমিও তেমনি তাহাদের প্রভু হইয়াছ। হে কপিসত্তম! আর কেহই বানরগণের ঈশ্বর নহে। আমি তোমার পিতৃব্য সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া, তোমাদের সকলের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, তিনি মধুবন নষ্ট হইয়াছে, শুনিয়া, রুষ্ট না হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, শীঘ্র তাহাদের সকলকে এখানে পাঠাইয়া দাও।

বাক্যবিশারদ অঙ্গদ দধিমুখের এই মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সেই সকল হরিশ্রেষ্ঠগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে হরিযূথপগণ! আমার শঙ্কা হইতেছে, এই বৃত্তান্ত রামের কর্ণগোচর হইয়াছে। দধিমুখও যখন হৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, তখনই আমি জানিয়াছি, রাম ইহা শুনিয়াছেন। অতএব, আর আমাদের এখানে থাকা ভাল হয় না। দেখ, তোমরা সকলেই যথেষ্ট মধু পান করিয়াছ, কিছুই শেষ রাখ নাই। অতএব এক্ষণে সুগ্রীবের নিকট গমন করাই কর্ত্তব্য। তোমরা সকলে সমবেত হইয়া, আমাকে যাহা বলিবে, আমি সেই মত করিব। কার্য্যবিষয়ে আমি তোমাদের অধীন। আমি যুবরাজ বটি; কিন্তু আজ্ঞা প্রদানে আমার ক্ষমতা নাই। কেননা, তোমরা কৃতকর্ম্মা, তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

বানরগণ যুবরাজ অঙ্গদের এই কথা শুনিয়া, হৃষ্টচিত্তে প্রত্যুত্তর করিল, রাজন্! প্রভু হইয়া কোন্ ব্যক্তি এরূপ কথা

বলিতে পারে। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইলে, আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা বোধ হয়। আপনারই মুখে এই কথা শোভা পায়; আর কাহারই নহে। আপনি যেরূপ অতিমাত্র নম্রভাবাপন্ন, তাহাতে, ভবিষ্যতে সৌভাগ্যোন্নতি সন্দর্শন করিবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে, বানরবীরগণের অধিপতি অব্যয়াত্মা সুগ্রীব যেখানে অধিষ্ঠান করিতেছেন, আমরা সকলেই তথায় যাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছি। কিন্তু আপনার নিকট আমরা সত্য বলিতেছি, আপনি আজ্ঞা না করিলে, বানরগণের কুত্রাপি একপাদও গমন করিবার ক্ষমতা নাই।

তাহারা এইরূপ কহিলে, অঙ্গদ প্রত্যুত্তর করিলেন, ভাল, সকলেই গমন করি, চল। এই বলিয়া তিনি আকাশে উৎপতিত হইলে, অন্যান্য বানরগণও সকলে যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত উপলরাশির ন্যায়, আকাশ নিরাকাশ করিয়া, তাঁহার অনুসরণ করিল। এইরূপে তাহারা অঙ্গদ ও হনুমানকে অগ্রে করিয়া বেগভরে সহসা অম্বরে উত্থিত হইয়া, পবনপরিচালিত পয়োদসমূহের ন্যায় গভীর গর্জ্জন পুরঃসর প্রস্থান করিল।

অঙ্গদ সমুপস্থিত হইলে, বানররাজ সুগ্রীব শোকসন্তপ্ত কমললোচন রামকে কহিলেন, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি সম্যক্রূপে আশ্বস্ত হউন, জানকীর সন্ধান হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অয়ি শুভদর্শন! সময় অতীত হইয়াছে। সুতরাং জানকীকে না দেখিলে, ইহারা কখনই এখানে আসিতে পারিত না। অঙ্গদের হর্ষাতিশয্য দর্শন করিয়াও এবিষয় আমার বিদিত হইয়াছে। কার্য্য পণ্ড হইলে, বানরশ্রেষ্ঠ যুবরাজ মহাবাহু অঙ্গদ আমার নিকট কখনই আসিত না। বানরগণ অকৃতকার্য্য হইয়া, এইপ্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অঙ্গদের মুখ মলিন এবং মন ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত হইত সন্দেহ নাই। জানকীকে না দেখিলে, আমার এই পূর্ব্ব পুরুষরক্ষিত পিতৃপিতামহপ্রাপ্ত মধুবনও নষ্ট করিতে পারিত না। রাম! কৌশল্যা আপনাকে প্রসব করিয়া, সৎ-

পুত্রবতী হইয়াছেন। আপনি আশ্বস্ত হউন। হনুমান জানকীকে দেখিয়াছে, সন্দেহ নাই। আর কেহই তাঁহাকে দেখে নাই। হনুমানের ন্যায়, আর কেহই ঈদৃশ কার্য্য সাধনে হেতু হইতে পারে না। কেননা, কার্য্যসিদ্ধি, বুদ্ধি, ব্যবসায়, শৌর্য্য ও শ্রুত সমুদায়ই হনুমানে প্রতিষ্ঠিত আছে। কপীশ্বর অঙ্গদ ও জাম্ববান যে বিষয়ের নেতা এবং হনুমান অধিষ্ঠাতা, সে বিষয়ের অন্যথা প্রতিপত্তি সম্ভাবনা নাই। হে অমিতবিক্রম! আপনি সংপ্রতি চিন্তাযুক্ত হইবেন না। দেখুন, বানরগণ দর্পিত ও উদ্দাম হইয়া, সমাগত হইয়াছে। অকৃতকার্য্য হইলে, কখনই এরূপ হইত না। বনভঙ্গ ও মধুভক্ষণেও জানিয়াছি, তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে।

অনন্তর রাজা সুগ্রীব আকাশে বানরগণের কিলকিলাশব্দ শুনিতে পাইলেন। তাহারা হনুমানের কার্য্যসিদ্ধিপ্রযুক্ত দর্পিত হইয়া, গর্জ্জন করিতেছিল। বোধ হইল, যেন তাহারা কার্য্যসিদ্ধি সংবাদ প্রদান করিতেছে। তাহাদের এই শব্দ শ্রবণ করিয়া, কপিসত্তম সুগ্রীবের মন আহ্লাদিত ও লাঙ্গুল আয়তাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এদিকে, তাহারা অঙ্গদ ও হনুমানকে অগ্রে করিয়া রামদর্শনলালসায় আগমন করিতে লাগিল। অনন্তর অঙ্গদপ্রমুখ বানরবীরগণ নিতান্ত হৃষ্ট ও মদাবিষ্ট হইয়া, সুগ্রীব ও রামের সমীপে অবতরণ করিলেন। তন্মধ্যে মহাবাহু হনুমান অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া, রামকে নিবেদন করিলেন, জানকী স্বীয় চরিত্র রক্ষা করত কুশলে আছেন। হনুমান জানকীকে দেখিয়াছেন, তাহারই মুখে এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই হর্ষাবিষ্ট হইলেন। ঐ সময়ে লক্ষ্মণ যেমন বিপুল প্রীতিভরে বহুমানপ্রযুক্ত সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, রামও তেমনি পরম প্রীতি সহকারে বহুমানপ্রযুক্ত হনুমানকে দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর হনুমান প্রভৃতি বানরগণ সকলে বিচিত্রকাননরাজিত প্রস্রবণপর্ব্বতে গমন, মহাবল রাম লক্ষ্মণকে মস্তক দ্বারা প্রণাম, এবং সুগ্রীবকে অভিবাদন পূর্ব্বক যুবরাজ অঙ্গদকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, সীতার সংবাদ বলিতে আরম্ভ করিল। এবং যথাক্রমে রাবণান্তঃপুরে সীতার অবরোধ, রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক তাঁহার তর্জ্জন ও রামের প্রতি তাঁহার অবিচলিত অনুরাগ এবং রাবণ সীতাকে বধ করিবার জন্য যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছে, তৎসমস্ত বর্ণনা করিয়া, রামের নিকট দণ্ডায়মান হইল।

জানকী কুশলে আছেন শুনিয়া, রাম উত্তর করিলেন, হে বানরগণ! দেবী জানকী কোথায় আছেন, এবং আমার উদ্দেশে কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তোমরা সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন কর। বানরগণ রামের কথা শুনিয়া সীতাবৃত্তান্তবিশেষজ্ঞ হনুমানকে এবিষয় যথাযথ বর্ণন করিতে কহিলে, বাক্যবিশারদ পবনকুমার অবনত মস্তকে দেবী সীতা ও তাঁহার অধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক্ উভয়কে প্রণাম করিয়া, যেরূপে জানকীকে দর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে তিনি সেই স্বতেজঃপ্রদীপ্ত দিব্য মণি নিদর্শন স্বরূপ রামের হস্তে প্রদান করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আমি দেবীদর্শনসমুৎসুক হইয়া, শত যোজন বিস্তৃত মহাসাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক তদীয় অন্বেষণক্রমে গমন করিতে লাগিলাম। দক্ষিণ সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কা নামে যে পুরী আছে, আমি তথায় গমন করিয়া, সেই রাবণের অন্তঃপুরে সীতাকে দর্শন করিলাম। তিনি আপনাতেই মনোরথ বিন্যস্ত করিয়া, জীবন ধারণ করিতেছেন। রাক্ষসীগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া, তাঁহাকে বারংবার তর্জ্জন করিতেছে। রাম! সেই বিরূপা রাক্ষসীরাই তাঁহাকে কাননমধ্যে রক্ষা করিয়া আছে। তিনি সর্ব্বথা সুখভোগের

উপযুক্তা। আপনার বিরহে এক্ষণে দারুণ দুঃখে পতিতা হইয়াছেন। এবং রাবণের অন্তঃপুরে রুদ্ধা ও রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইয়া, একবেণী ধারণ ও অধঃশয্যায় শয়ন করিয়া, ব্যাকুল ভাবে সতত আপনারই চিন্তা করিয়া থাকেন। হিমাগমে পদ্মিনীর ন্যায়, তিনি নিতান্ত মলিন হইয়া গিয়াছেন। রাবণের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি বা মন নাই। আপনাতেই চিত্তবৃত্তি অর্পিত করিয়া তিনি মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। হে অনঘ! এইরূপ অবস্থায় জানকীকে আমি কথঞ্চিৎ অন্বেষণ পূর্ব্বক দর্শন করিয়া, ইক্ষ্বাকুবংশের খ্যাতিপ্রতিপত্তি বর্ণনপ্রসঙ্গে তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিলে, তিনি আমায় সম্ভাষণ করিলেন। ঐ সময়ে আমার মুখে আপনার ও সুগ্রীবের পরস্পর মিত্রভাব শ্রবণ করিয়া তিনি হর্ষিত হইলেন। আপনাতে তাঁহার সর্ব্বদা ঐকান্তিক ভক্তি এবং তাঁহার পাতিব্রত্যও অবিচলিত। মহাভাগ! আমি এইরূপ অবস্থায় দেবী জানকীকে দর্শন করিয়াছি। তিনি যেমন কঠোর তপঃশালিনী, সেইরূপ আপনার প্রতি সাতিশয় ভক্তিমতী। তিনি আমায় অভিজ্ঞান স্বরূপ এই মণি প্রদান করিয়া কহিলেন, হে পবনপুত্র! তুমি চিত্রকূটে সেই কাকসম্বন্ধী ঘটনা বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক, যাহা যাহা এখানে দেখিয়া গেলে, সমস্তই রামকে জানাইবে। এবং সুগ্রীবের সাক্ষাতে আমার কথা বলিতে বলিতে তাঁহাকে এই মণি প্রদান করিয়া কহিবে, আমি অতি যত্নে এই চূড়ামণি রক্ষা করিয়াছি। তিনি যে আমায় মনঃশিলার তিলক পরাইয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করিতে বলিবে। তিনি যে তোমার হস্তে এই মণি আমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমি এক্ষণে ইহাকেই তাঁহার স্বরূপে দর্শন করিয়া, আনন্দ অনুভব করিব। হে অনঘ! দেবী জানকী পুনরায় আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, হে দশরথাত্মজ! আমি রাক্ষসগণের বশীভূতা হইয়াছি; আর একমাস মাত্র প্রাণ ধারণ করিব; এক মাসের ঊর্দ্ধ হইলে কোনমতেই বাঁচিব

না। মৃগীর ন্যায়, উৎফুল্ললোচনা রাবণান্তঃপুরে অবরুদ্ধা ধর্ম্ম-চারিণী কৃশাঙ্গী জানকী আমায় এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন। হে রঘুনন্দন! যে রূপে যাহা ঘটিয়াছে, এই আমি সমস্ত বলিলাম; এক্ষণে যে উপায়ে সাগরজলে সন্তরণ করিতে পারেন, সর্ব্বথা তাহার বিচার করুন। রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আশ্বস্ত হইয়াছেন, জানিয়া, হনুমান এইরূপে রামের হস্তে অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া, জানকীর কথা সকল আদ্যোপান্ত সংপূর্ণরূপে বর্ণন করিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

পবননন্দন এই প্রকার কহিলে পর, দশরথনন্দন রামচন্দ্র সেই মণি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঐ শ্রেষ্ঠ মণি দর্শন করিয়া রাঘব শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন; তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রু জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সুগ্রীবকে কহিলেন, বৎস দর্শনে স্নেহ হেতু সংসলা গাভীর যেমন স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হয়, এই শ্রেষ্ঠ মণি দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ দ্রবীভূত হইতেছে। আমার শ্বশুর বিবাহ কালে সীতাকে এই মণিরত্ন দান করিয়াছিলেন; এবং যেরূপে শোভা হয়, তৎকালে সেইরূপে ইহা সীতার মস্তকে বন্ধন করাও হইয়াছিল। ধীমান্ ইন্দ্র যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া সমুদ্রসম্ভূত দেবপূজিত এই মণি জনককে পুরস্কার করিয়াছিলেন। সৌম্য! আজ এই মণি দর্শন করিয়া, আমার পিতার এবং জনকের সেই রূপ মনে উদয় হইতেছে। এই মণি আমার সেই প্রিয়ার মস্তকেই শোভা পায়; আজ ইহা দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন আমি প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

সৌম্য! সীতা, কি বলিয়া দিয়াছেন, তুমি বার বার বল। তিনি মূর্চ্ছিতের ন্যায় আমাকে বাক্য বারি দ্বারা সিঞ্চন

করিয়াছেন। সৌমিত্রে! সমুদ্রসম্ভব এই মণি আসিল, কিন্তু সীতা আসিলেন না ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে। জানকী যদি আর একমাস জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, অতি দীর্ঘকাল জীবিত রহিলেন; বীর! আমি কিন্তু সেই অসিতলোচনার বিরহে ক্ষণ কালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না।

হনুমন্! আমার প্রিয়াকে যেস্থানে দেখিয়া আসিয়াছ আমা-কেও সেই স্থানে লইয়া চল, যখন সংবাদ পাইয়াছি, তখন আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিব না। আমার সেই সাধ্বী অতি ভীরু চারুনিতম্বিনী নিয়ত ভীষণ নিষ্ঠুর রাক্ষসগণের মধ্যে কিপ্রকারে অবস্থিতি করিতেছেন। তিমিরোন্মুক্ত শরৎকালীন চন্দ্রমা মেঘ-জালে আচ্ছন্ন হইয়া যেমন প্রকাশ পায় না, নিশ্চয়ই সীতার বদন এক্ষণে তেমনি শোভা পাইতেছে না। হনুমন্! সীতা কি বলিয়াছেন, অবিকল উল্লেখ কর, পীড়িত ব্যক্তি যেমন ঔষধ দ্বারা, আমি তেমনি ইহা দ্বারাই জীবন লাভ করিব। হনু-মন্! সৌম্যমূর্ত্তি মধুরভাষিণী আমার সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভামিনী কি বলিয়াছেন, বল। জানকী অপার দুঃখে পতিত হইয়া কি প্রকারে জীবিত রহিয়াছেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

মহাত্মা রাঘব এই কথা কহিলে পর, হনুমান তাঁহাকে সীতার সমস্ত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে চিত্রকূট পর্ব্বতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, জানকী দেবী অভিজ্ঞান-স্বরূপে তাহা আদ্যোপান্ত এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন। আপনার সহিত তিনি এক দিন প্রথমতঃ আপনার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, এই সময় এক বায়স সহসা উড্ডীন

হইয়া তাঁহার উভয় স্তনের মধ্যভাগে নখাঘাত করিল। হে ভরতাগ্রজ! পরে আপনি তাঁহার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলেন। আবার সেই পক্ষী দেবীকে ব্যথিত করিতে লাগিল। আবার আসিয়া গুরুতর নখাঘাত করিল। তাহার পর আপনি শোণিতে সিক্ত হইয়া জাগরিত হইলেন। হে পরন্তপ! আপনি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, কাক বার বার বিরক্ত করাতেই দেবী আপনাকে জাগরিত করিলেন। হে মহাবাহো! বরবর্ণিনীর স্তনমধ্যস্থানে নখাঘাত দর্শন করিয়া, আপনি আশীবিষের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ভীরু! নখাগ্র দ্বারা কে তোমার স্তনান্তর বিদারণ করিয়াছে, ক্রোধাপন্ন পঞ্চমুখ ভুজঙ্গের সহিত কে ক্রীড়া করিতেছে?

ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আপনি হঠাৎ বায়সকে দেখিতে পাইলেন। তাহার তীক্ষ্ণ নখ রুধিরলিপ্ত, সে দেবীর দিকেই অভিমুখী হইয়া আছে। সেই বায়সপক্ষী ইন্দ্রের তনয়, গতিতে পবনের সমান হইয়া নিমেষমধ্যে পাতালতলে প্রস্থান করিল। হে বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ! হে মহাবাহো! আপনার চক্ষু ক্রোধে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, বায়সের প্রতি আপনার হিংসাবুদ্ধি উপস্থিত হইল। কুশাসন হইতে কুশ লইয়া, আপনি ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন, ঐ কুশ বায়সের অভিমুখীন হইয়া জ্বলিতে লাগিল। পরে আপনি ঐ প্রদীপ্ত কুশ বায়সের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দীপ্ত কুশ বায়সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। দেবতারা ভীত হইয়া কেহই তাহাকে আশ্রয় দান করিলেন না। সে ত্রিলোক ভ্রমণ করিল, কোন স্থানেই ত্রাণকর্ত্তা দেখিতে পাইল না, হে অরিন্দম! আবার আপনার নিকটেই উপস্থিত হইল। কাকুৎস্থ! সে শরণাগত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল দর্শন করিয়া, বধের যোগ্য হইলেও, আপনি তাহাকে কৃপাবশতঃ রক্ষা করিলেন। কিন্তু অস্ত্র ব্যর্থ করা উচিত নহে, এই জন্য, রাঘব! আপনি সেই কাকের দক্ষিণ চক্ষু নাশ করিলেন।

বায়স রাজা দশরথকে ও আপনাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া নিজ আলয়ে গমন করিল।

আপনি এই প্রকার যাবদীয় অস্ত্রধারীদিগেরই শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাণ ও মর্য্যাদানিষ্ঠ, তথাপি রাঘব! আপনি রাক্ষসদিগের প্রতি অস্ত্রযোজনা করিতেছেন না কেন? কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি মরুদ্গণ, রাম! রণে কেহই আপনার প্রতিকক্ষ হইতে পারেন না। আপনি বীর্য্যবান্, যদি আমার প্রতি আপনার আদর থাকে, তাহা হইলে সত্বর অব্যর্থ বাণগণ দ্বারা যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করুন।

ভ্রাতার আদেশ লইয়া, শত্রুতাপন নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণই বা আমাকে উদ্ধার করিতেছেন না কেন? সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ সমর্থ, অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় তাঁহাদিগের তেজ, দেবতারাও তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারেন না, তবে আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? আমারই কোন মহাপাপ আছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই জন্যই সমর্থ ও শত্রুদমন এবং দুই জনে একত্রিত হইয়াও রাম লক্ষ্মণ আমাকে উদ্ধার করিতেছেন না।

আর্য্যা জানকীর যুক্তিসঙ্গত এই বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলাম, দেবি! আপনার নিকট সত্যের দিব্য করিতেছি, আপনার শোকে কোন কার্য্যেই আর রামের প্রবৃত্তি নাই; রাম দুঃখে কাতর হওয়ায় লক্ষ্মণও দুঃখিত হইয়াছেন। এক্ষণে অনেক কষ্টে আপনার দর্শন পাইয়াছি, অতএব আর শোকের অবসর নাই। ভামিনি! আপনি এই মুহূর্ত্তেই শোকের পার দর্শন করিবেন। সেই দুই নরসিংহ শত্রুদমন রাজপুত্র আপনার দর্শন লাভ জন্য উদ্‌যোগী হইয়া লঙ্কা ভস্মসাৎ করিবেন। হে বরবর্ণিনি! ভীমকর্ম্মা রাবণকে সবান্ধবে সমরে সংহার করিয়া রাঘব আপনাকে নিজনগরী লইয়া যাইবেন। হে অনিন্দিতে! রাম যাহা চিনিতে পারেন, এবং

যাহাতে তাঁহার তুষ্টি জন্মে, আপনি আমাকে এরূপ কোন অভিজ্ঞান দান করুন।

হে মহাবল! তখন তিনি চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া অনুত্তম বেণীবন্ধন উন্মোচন এবং বস্ত্রখণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমাকে এই মণি দান করিলেন। হে রঘুকুলপ্রিয়! আমি আপনার জন্য দুই হস্ত পাতিয়া মণি গ্রহণ করিলাম; এবং মস্তক অবনমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিবার জন্য সত্বর হইলাম। আমাকে গমনার্থ উদ্‌যোগী এবং বর্দ্ধিত হইতে দর্শন করিয়া বরবর্ণিনী জনকতনয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে বাষ্পগদ্গদ স্বরে কাতরবচনে কহিতে আরম্ভ করিলেন। আমি লম্ফ প্রদান করিবার উপক্রম করাতে সীতা ব্যাকুল এবং শোকবেগে আহত হইয়া আমাকে কহিলেন, হে মহাকপে! তুমিই ভাগ্যবান্; তুমি সেই কমললোচন মহাবাহু রাম ও আমার সেই দেবর যশস্বী মহাবাহু লক্ষ্মণকে দর্শন করিবে। মিথিলতনয়া সীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমি উত্তর করিলাম, দেবি জনকনন্দিনি! আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন; হে অসিতলোচনে মহাভাগে! আমি এখনই আপনাকে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও আপনার ভর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করাইব। দেবী কহিলেন, মহাকপে! ধর্ম্ম এরূপ নহে, যে আমি নিজের ইচ্ছায় তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিব। বীর! তবে ইতিপূর্ব্বে যে রাক্ষসে আমার গাত্র স্পর্শ করিয়াছে, কি করি, কাল আমায় যে বিষয়ে পীড়ন করিয়াছে। হে কপিশার্দ্দূল! সেই দুই রাজপুত্র যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি একাকী তথায় গমন কর।

এই প্রকার উপদেশ করিয়া, তিনি পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন, হনুমন্! সিংহ সদৃশ রাম ও লক্ষ্মণকে এবং অমাত্যসহিত সুগ্রীবকে কুশল বার্ত্তা দান করিবে। তুমি ঐরূপ করিয়া বলিবে, যেন মহাবাহু রাঘব আমায় এই দুঃখ সাগর হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তুমি আমার এই প্রখর

শোকবেগ এবং এই রাক্ষসীদিগের তাড়নের কথা নিবেদন করিবে। হে বানরপ্রবীর! পথে তোমার মঙ্গল হউক।

রাজন্! আর্য্যা সীতা আগ্রহ পূর্ব্বক বিষাদসহকারে আপনাকে এই কথা কহিয়াছেন। আপনাকে যে ভাবে যে কথা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাই বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করুন যে সীতা সর্ব্বথা কুশলে আছেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

হে নরব্যাঘ্র! অনন্তর আমি যখন আপনার জন্য ব্যস্ত হইলাম, তখন আপনার প্রতি প্রণয় জন্য আমার প্রতি স্নেহবতী হইয়া আমার আদর করিয়া দেবী শেষকর্ত্তব্যবিষয়ে বার বার উপদেশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কহিলেন, তুমি এই এই প্রকার বিবিধ কথা দশরথনন্দনকে বলিবে; যাহা শ্রবণ করিয়া তিনি শীঘ্র যুদ্ধে রাবণকে সংহার করিয়া আমায় উদ্ধার করিবেন। হে শত্রুদমন বীর! যদি অভিরুচি হয়, কোন আবৃত স্থানে বাস করিয়া অদ্য শ্রান্তি দূর কর, কল্য গমন করিবে। বানর! তুমি আমার নিকটে থাকিলে, মন্দভাগিনী আমার এই শোকবিপাকেরও মুহূর্ত্তের জন্য অবসান হইবে। হে বিক্রমশালিন্! তুমি গমন করিলে পর, তোমার পুনরাগমনের জন্য আমি অপেক্ষা করিয়া থাকিব; তৎকালে আমার জীবনের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। আমি দূরবস্থাপন্ন ও দুর্ভাগিনী; এক্ষণে তোমার পুনর্দর্শন পাইব কি না ভাবিয়া মহাভয় আমাকে পরিতাপিত করিবে। সুতরাং এতদপেক্ষাও অধিকতর দুঃখে আমায় পরাভূত হইতে হইবে। আর বীর! তোমার সহায় ঋক্ষ ও বানরগণের বিষয়ে আমার ত এই মহা সন্দেহ আমার সম্মুখে উপস্থিতই রহিয়াছে যে, সেই সকল ঋক্ষ ও বানর সৈন্য কি করিয়া দুষ্পার মহাসাগর পার

হইবে। সেই দুই রাজনন্দনই বা কি করিয়া উত্তীর্ণ হইবেন। হে অনঘ! সাগর লঙ্ঘনে কেবল তিন ব্যক্তিরই শক্তি হইতে পারে, গরুড়ের, বায়ুর, আর তোমার। অতএব হে বাক্যবিশারদ! হে বীর! এই দুরতিক্রমণীয় কার্য্যসঙ্কটে কি সমাধান স্থির করিয়াছ, বল। হে শক্রবীরঘাতিন্! তুমি একাকীই অনায়াসে এই কার্য্য সাধন করিতে পার সত্য, কিন্তু তাহা হইলে তোমারই বলের যশ হইবে। রাম যদি রাবণকে সমুদায় সেনার সহিত সংহার করিয়া, বিজয়ী হইয়া নিজনগরী গমন করিতে পারেন, তাহা হইলেই রামের যশ হয়। রাক্ষস তাঁহার ভার্য্যা আমাকে যেমন ছল করিয়া অপহরণ করিয়াছে, রাঘবের সেরূপ করা উচিত হয় না। শক্রসৈন্য বিমর্দ্দক ককুৎস্থনন্দন সৈন্য দ্বারা লঙ্কা সমাচ্ছন্ন করিয়া যদি আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলেই তাঁহার উচিত কার্য্য হয়। অতএব যে কার্য্য সেই যুদ্ধশূর মহাত্মার উচিত হয়, এবং যাহাতে তাঁহার বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমিই সেই কার্য্য উপস্থাপিত কর।

আমি তাঁহার সেই যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনসম্পন্ন বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া শেষ উত্তর করিলাম, দেবি! ঋক্ষ ও বানরগণের অধিপতি সত্যনিষ্ঠ সুগ্রীব নিশ্চয় করিয়াছেন, আপনার কার্য্য সাধন করিবেন। তাঁহার আজ্ঞাধীনে বিক্রমশালী, সাহসী, বলবান্ এবং বাসনার শীঘ্রগামী বহুতর বানর আছে। কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি তির্য্যক্ কোনদিকেই তাহাদিগের গতির ব্যাঘাত হয় না, এবং কোন কার্য্যেই তাহারা অবসন্ন হয় না; তাহাদিগের বলের ইয়ত্তা নাই। সুগ্রীবের নিকট আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বানরই নাই। আমিই যখন আসিতে পারিয়াছি, তখন সেই সকল মহাবলের কথা আর কি বলিব। গণ্য মান্য ব্যক্তিকে কেহই কখন কোথায় প্রেরণ করে না; ইতর ব্যক্তিই প্রেরিত হইয়া থাকে। অতএব আর বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই। দেবি! আপনার বিষাদ দূর হউক, সেই সকল

বানরযূথপতি এক লম্ফেই লঙ্কায় আগমন করিবেন। আর মহাভাগে! ঐ নরসিংহ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া, আপনার নিকট উপস্থিত হইবেন। সত্বর দেখিবেন, সিংহতুল্য শত্রুঘাতী রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ধনুর্হস্তে লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। অবিলম্বেই শ্রবণ করিবেন, শৈল ও মেঘসঙ্কাশ বানরবীরগণ লঙ্কার মলয় সানুতে গর্জ্জন করিতেছে। শীঘ্রই দর্শন করিবেন নখদংষ্ট্রায়ুধ, সিংহশার্দ্দূল সদৃশ বিক্রমশালী বারণেন্দ্রসঙ্কাশ বানরগণ একত্র মিলিত হইয়াছে। সত্বর দেখিবেন, বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়া, রাঘব অযোধ্যায় আপনার সহিত অভিষিক্ত হইয়াছেন।

আপনার শোকে সীতা তাদৃশ পীড়িত হইলেও, আমার মুখে আপনার শোকের কথা শ্রবণ করায় তাঁহার বাক্যে কোন বৈক্লব্য লক্ষিত হয় নাই। আমি সুখকর প্রিয়বাক্য পরম্পরা দ্বারা সান্ত্বনা করাতে মিথিলতনয়ার শোকের কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল।

সুন্দরাকাণ্ড সমাপ্ত।

বাল্মীকিরামায়ণ।

যুদ্ধকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

হনুমান যথাবৎ বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাম তাহা শ্রবণ করিয়া, প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন, পবননন্দন যে অলৌকিক ও অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, মনে মনেও কেহ সেরূপ করিতে পারে না। গরুড়, বায়ু ও হনুমান এই তিনজন ব্যতিরেকে, এরূপ কাহাকেও দেখি না, যে ব্যক্তি মহাসাগর পার হইতে পারে। লঙ্কা যেরূপ দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণের অপ্রধৃষ্য এবং রাবণ কর্তৃক সুরক্ষিত, তাহাতে বল পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া, জীবিত শরীরে নিষ্ক্রান্ত হওয়াও কাহার সাধ্য নহে। হনুমানের সমান বলবীর্য্যসম্পন্ন না হইলেও, কোন্ ব্যক্তি রাক্ষসগণে সুরক্ষিত দুরাধর্ষ লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিতে পারে? পবননন্দন এইরূপে স্বীয় বিক্রমের অনুরূপে বল প্রদর্শন করিয়া, সুগ্রীবের মহৎ ভৃত্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। যে ভৃত্য স্বামিকর্ত্তৃক দুষ্কর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহার প্রতি অনুরাগবশতঃ ঐ কার্য্য সমাধা করে, তাহাকে পুরুষোত্তম বলে। যে ভৃত্য নিযুক্ত হইয়া, শক্তিসত্ত্বেও অনুরাগ পূর্ব্বক প্রভুর প্রিয় কার্য্য না করে, তাহাকে মধ্যম পুরুষ বলে। আর, যে ভৃত্য

নিযুক্ত হইয়া, শক্তিসত্ত্বেও সমাহিতচিত্তে একবারেই প্রভুর কার্য্য না করে, তাহাকে পুরুষাধম বলে। হনুমানকে সীতার অন্বেষণ-মাত্রে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অন্যান্য কার্য্য সকলও সম্পাদন করিয়াছেন। অথচ রাক্ষসগণের নিকট কোনরূপে পরাস্ত হইয়া, আত্মার অগৌরব সাধন করেন নাই এবং সুগ্রীব-কেও সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অধিক কি, ইনি জান-কীকে দর্শন করিয়া আমাকে, রঘুবংশকে, মহাবল লক্ষ্মণকে ও ধর্ম্মকেও অদ্য রক্ষা করিলেন। কিন্তু ইহাই আমার এক্ষণে মনোদুঃখের কারণ হইতেছে যে, আমি দৈন্যদশায় পতিত হই-য়াছি। সুতরাং হনুমান্ প্রিয় বার্ত্তা প্রদান করিলেও, তাহার সমুচিত প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারিলাম না। সর্ব্বস্ব দানই ঐরূপ সমুচিত প্রিয়ানুষ্ঠান। এক্ষণে আলিঙ্গনই আমার সর্ব্বস্ব। এই উপযুক্ত সময়ে মহাত্মা হনুমানকে উহাই প্রদান করা যাউক; এই বলিয়া রাম প্রীতিভরে পুলকিতাঙ্গ হইয়া, সেই কৃতকার্য্য ও কৃতাত্মা হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং পুনরায় সবিশেষ চিন্তা করত কপিরাজ সুগ্রীবের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, যে রূপে সীতার সন্ধান করিতে হয়, তাহা করা হইয়াছে। কিন্তু সাগর পার হইতে হইবে ভাবিয়া, আমার মন বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বানরগণ সমাগত হইয়া, কিরূপে সুবিপুলসলিলশালী দুষ্পার মহাসাগরের দক্ষিণ পারে গমন করিবে? অতএব আমার নিকট জানকীর বৃত্তান্ত যেমন বর্ণন করিলে, সেইরূপ, কি উপায়ে সাগরের পারপ্রাপ্তি হইতে পারে, অতঃপর তাহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। শত্রুনিসূদন রাম মহাত্মা হনুমানকে এই প্রকার কহিয়া, শোকে বিহ্বলচিত্ত ও ধ্যানপরায়ণ হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

শ্রীমান্ সুগ্রীব দশরথনন্দন রামকে শোকে একান্ত ব্যাকুল দেখিয়া, শোকনাশন বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীর! আপনি ইতর জনের ন্যায়, কি জন্য সন্তপ্ত হইতেছেন? আপনার এরূপ করা উচিত হয় না। অতএব কৃতঘ্ন যেমন সৌহার্দ্দ ত্যাগ করে, আপনি তেমনি শোক ত্যাগ করুন। হে রঘুনন্দন! সীতার সংবাদ প্রাপ্ত ও শত্রুর গৃহও পরিজ্ঞাত হইয়াছে। সুতরাং আপনার শোক করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আপনি মতিমান্, শাস্ত্রবিৎ, প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত। অতএব কৃতাত্মা যোগী যেরূপ অপবর্গদূষণী বুদ্ধি ত্যাগ করেন, আপনি তেমনি এই প্রয়োজনহানিকর পাপবুদ্ধি পরিহার করুন। আমরা মহাসাগর পার হইয়া, লঙ্কায় আরোহণ ও আপনার শত্রু সংহার করিব। উৎসাহহীন, দীন ও শোকে পর্য্যাকুলচিত্ত পুরুষের সকল বিষয়ই অবসন্ন ও পরম বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বানরযূথপতিগণ সকলেই যুদ্ধবীর এবং সকলেই আপনার জন্য অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে কৃতোৎসাহ। আমি ইহাদের হর্ষ দেখিয়া, এবিষয় জানিতে পারিয়াছি। এবং যাহা জানিয়াছি, কোনরূপেই তাহার ব্যভিচার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাপকর্ম্মা শত্রু রাবণকে হত্যা করিয়া, যাহাতে সীতাকে আনয়ন করিতে পারি, আপনার সেইরূপ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। হে রঘুনন্দন! যে উপায়ে সাগরে সেতুবন্ধন ও রাক্ষসরাজ রাবণের রাজধানী দর্শন হইতে পারে, আপনি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, ত্রিকূট পর্ব্বতের শিখরস্থ লঙ্কানগরীর দর্শনমাত্রই রাজা রাবণ নিহত হইয়াছে। এই বরুণালয় দুষ্পার সাগরে সেতু বন্ধন না করিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ সুরাসুরগণেরও সাধ্য নাই যে লঙ্কাকে অধিকার করে। লঙ্কার সমীপে সাগরোপরি সেতুবন্ধন হইলেই, সৈন্য

গণের জয় হইয়াছে নিশ্চয় জানিবেন। এই বানরগণ সকলেই কামরূপী ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। অতএব আপনি এই সর্ব্ববিনাশিনী বিরুদ্ধবুদ্ধি পরিহার করুন। শোকাকুল হইলে লোকমাত্রেরই শৌর্য্যহানি হইয়া থাকে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! মানুষ শৌর্য্য আশ্রয় করিয়া যে কার্য্য করিতে পারে, আপনি তেজঃসহায়ে এ সময়ে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন। হে রঘুনন্দন! যাঁহারা আপনার ন্যায় মহাত্মা ও শৌর্য্যসম্পন্ন, বিনষ্ট বা প্রনষ্ট কোন বিষয়ে শোক-পরায়ণ হইলে, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। আপনি বুদ্ধি-মানগণের অগ্রগণ্য এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-বিশেষজ্ঞ। আমার ন্যায় সচিবগণের সাহায্যে শত্রু জয় করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রঘুনন্দন! ত্রিভুবনে এমন কাহাকেও দেখি না, যে ব্যক্তি ধনুর্দ্ধর আপনার সম্মুখে সংগ্রামে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। আপনি বানরগণে যে কার্য্যভার ন্যস্ত করিবেন, তাহা কখনই পণ্ড হইবে না। আমি অক্ষয় মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া,সীতাকে আন-য়ন করিব। অতএব আপনি শোক ত্যাগ করিয়া, ক্রোধ আশ্রয় করুন। উদ্যমহীন মন্দভাগ্য ক্ষত্রিয় পুরুষমাত্রেই অতীব কোপনস্বভাব ব্যক্তি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে যে উপায়ে সরিৎপতি সুভীষণ সাগর আমাদের সহিত লঙ্ঘন করিতে পারেন, সূক্ষ্মবুদ্ধি নিয়োগ পূর্ব্বক তাহার যথাযথ পর্য্যালোচনা করুন। আমার সৈন্য সমুদায় সাগর পার হইলেই, জয় করি-য়াছে, জানিবেন। বানরগণ সকলেই শূর ও কামরূপী, শিলা ও পাদপ বর্ষণ করিয়া, অরাতিকুল নির্ম্মূল করিবে, সন্দেহ নাই। হে যুদ্ধনন্দন! আমরা যে কোন উপায়ে সাগর পার হইলেই, রাবণ নিহত হইয়াছে, মনে করিব। অথবা, অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। আপনি সর্ব্বতোভাবে বিজয়ী হইবেন। শুভ-নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, আমার অন্তরে আহ্লাদ সঞ্চারিত হইতেছে।

তৃতীয় সর্গ।

পরমার্থবিৎ রাম সুগ্রীবের এই হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা পরিগ্রহ করত হনুমানকে কহিতে লাগিলেন, তপস্যা, সেতুবন্ধ ও সলিলশোষণ ইত্যাদি উপায়ে আমি সর্ব্বথা সাগর-লঙ্ঘনে সমর্থ হইব। এক্ষণে, দুর্গম লঙ্কানগরে কতপ্রকার দুর্গ আছে, আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এইরূপে তুমি সে সকল বর্ণন কর। শুনিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে। পুনশ্চ, তোমরা সৈন্যের পরিমাণ, দ্বার দুর্গক্রিয়া, গুপ্তিকর্ম্ম ও রাক্ষস-গণের ভবনসমূহ ইত্যাদি যাহা দর্শন করিয়াছ, তৎসমস্তও যথা-যথ বর্ণন কর। ঐ সকল বর্ণন করিতে তোমার সবিশেষ পার-দর্শিতা আছে।

বাক্যবিদ্বরিষ্ঠ বায়ুসুত হনুমান রামের এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শ্রবণ করুন, লঙ্কা-নগরী দুর্গকর্ম্ম বিধানানুসারে যেরূপে গুপ্ত ও সৈন্যগণে রক্ষিত, সমস্তই আমি বর্ণন করিব। রাবণের প্রতি রাক্ষসগণের অনু-রাগ, দশানন কর্তৃক স্বকীয় তেজে সম্পাদিত নাগরিক সমৃদ্ধি, সাগরের ভয়ঙ্করতা, চতুরঙ্গবলবিভাগ ও বাহনগণের সংখ্যা এই সকলও বর্ণন করিব।

হনুমান কহিলেন, লঙ্কা স্বভাবতঃ সাতিশয় হৃষ্ট ও আমোদিত, অতিশয় বিশাল, ভূরি ভূরি মত্ত মাতঙ্গ, রথ, অশ্ব ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ এবং নিতান্ত দুর্গম। উহার চারি দ্বারই বিপুল ও বৃহৎ এবং দৃঢ়বদ্ধ কপাট ও সুবিশাল অর্গল সম্পন্ন। তত্তৎ দ্বারে যে সকল বাণ ও শিলামোচন যন্ত্র আছে, সে সমস্তই বলসম্পন্ন ও বৃহৎ। শত্রুসৈন্য সমাগত হইবামাত্র, তত্তৎ যন্ত্রযোগে প্রতিবারিত হইয়া থাকে। রাক্ষসবীরগণ লৌহসারময় অতীব ভীষণ ও সুশা-ণিত শত শত শতঘ্নী রচনা পূর্ব্বক ঐ সকল দ্বারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। লঙ্কার প্রাকার অতি বৃহৎ, স্বর্ণময়, দুর্লঙ্ঘ্য এবং

উহার অন্তরদেশ মণি, বিদ্রুম, বৈদূর্য্য ও মুক্তাময়। তত্রত্য পরিখা সকল স্বভাবতঃ সাতিশয় ভয়ংকর, সুশীতলসলিলসম্পন্ন, দেখিতে পরম সুন্দর ও অগাধ, এবং মকরাদি হিংস্র জলজন্তু ও নানাজাতীয় মৎস্যগণে পরিপূর্ণ। ঐ সকল পরিখা পার হইয়া, উল্লিখিত দ্বারে যাইবার জন্য যে সকল সংক্রম প্রস্তুত আছে, তৎসমস্ত অত্যন্ত বিস্তৃত এবং বহুতর সুবিশাল গৃহ ও যন্ত্রপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত। দ্বারদেশে শত্রুসৈন্য সমাগত হইলে, তত্তৎ যন্ত্র দ্বারা তাহাদের গতি রোধ করা হইয়া থাকে। এবং পরিখার চতুর্দ্দিকেও শিলা প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ সকল সংক্রমের মধ্যে একটি অত্যন্ত বৃহৎ, দৃঢ় ও বলসম্পন্ন। এবং কাঞ্চনময় বিবিধ স্তম্ভ ও বেদিকায় সুশোভিত। স্বয়ং রাবণ যুদ্ধোৎসুক হইলে, জাগরূক ও প্রমাদরহিত হইয়া, উল্লিখিত সংক্রমে অবস্থান পূর্ব্বক সেনা পরিদর্শন করিয়া থাকে।

হে রঘুনন্দন! লঙ্কানগরী দুষ্পার সাগরের পারে প্রতিষ্ঠিত, আলম্বনশূন্য এবং দেবগণেরও দুর্গম ও ভয়াবহ। তথায় নাদেয়, পার্ব্বত্য, বন্য ও কৃত্রিম চারিপ্রকার দুর্গ আছে। এবং তথায় নৌকা সঞ্চারের পথ নাই। সুতরাং কোন্ দিকে কি আছে, তাহার সংবাদ পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। লঙ্কানগরী দেখিতে অমরাবতীর ন্যায়, অতিশয় দুর্গম ও শৈলশেখরে নির্ম্মিত এবং অশ্ব, গজ, পরিখা, শতঘ্নী ও যন্ত্র সকলে পূর্ণ ও শোভমান এবং নিরতিশয় দুর্জ্জয়। দশ সহস্র রাক্ষস পূর্ব্ব দ্বার আশ্রয় করিয়া আছে। তাহারা সকলেই শূলপাণি, দুরাধর্ষ ও খড়্গাগ্রযোধী। দশ লক্ষ রাক্ষস দক্ষিণ দ্বার রক্ষা করিতেছে। ইহারা সকলেই অনুত্তম যোদ্ধা। দশ কোটি রাক্ষস পশ্চিম দ্বার আশ্রয় করিয়া আছে। তাহারা সকলেই অস্ত্রকোবিদ এবং সকলেই খড়্গচর্ম্মধর। এক অর্ব্বুদ রাক্ষস উত্তর দ্বার রক্ষা করিয়া আছে। ইহারা সকলেই রথী, অশ্বারোহী, সৎকুলপ্রসূত ও সবিশেষ সম্মানিত। এতদ্ভিন্ন শত সহস্র দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস মধ্যম

গুল্ম আশ্রয় করিয়া আছে। আমি মহাত্মা রাক্ষসগণের বলের একদেশ ক্ষয়, সংক্রম সমস্ত ভগ্ন, পরিখা সকল পরিপূরিত, সমুদায় লঙ্কা দগ্ধ ও প্রাকার সকল অবসাদিত করিয়াছি। এক্ষণে যে কোন উপায়ে বরুণালয় সাগর পার হইতে হইবে। সাগর পার হইলেই, বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কা বিনষ্ট হইয়াছে, স্থির জানিবেন। অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান, পনস, নল ও নীল এই কয় জন সাগর পার হইয়া, গমন করত পর্ব্বত, বন, পরিখা, প্রতোরণ, প্রাকার ও ভবন সমেত মহানগরী লঙ্কাকে উৎপাটন করিয়া আনয়ন করিবে। সমুদায় বানর সৈন্যের তথায় যাইবার প্রয়োজন কি? আপনি এইরূপে সৈন্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান দিগকে সত্বর আজ্ঞা করুন এবং যাহাতে শুভ মুহূর্ত্তে প্রস্থান করা হয়, তদ্বিষয়ে সুগ্রীবকে প্ররোচনা প্রদান করুন।

— ঃ০ঃ —

চতুর্থ সর্গ।

পরম-তেজস্বী সত্যপরাক্রম রাম হনুমানের এই যথাবৎ আনুপূর্ব্বিক কথা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। তুমি বলিতেছ, আমি রাক্ষসরাজ রাবণের রাজধানী লঙ্কা বিনষ্ট করিব, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি, আমার নিজের মত ব্যক্ত করিতেছি। হে সুগ্রীব! যাহাতে এই মুহূর্ত্তেই প্রস্থান করা হয়, তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান কর। দেখ, অধুনা বিজয়নামক মুহূর্ত্ত উপস্থিত। দিবাকর মধ্যদেশ আশ্রয় করিয়াছেন, এই শুভ সময়ে প্রস্থান করাই প্রশস্ত। এই মুহূর্ত্তে আমার প্রণয়িনী সীতাকে হরণ করিয়া, রাক্ষস কোথায় গমন করিবে? বিষপান করিয়া আতুর ব্যক্তি জীবনান্ত সময়ে অমৃত স্পর্শ করিলে, যেরূপ আশ্বাসিত হয়, আমি যাত্রা করিয়াছি, শ্রবণ করিলে সীতা তেমনি জীবিতাশা অবলম্বন করিবেন। অদ্য উত্তরফাল্গুনী, আগামী কল্য হস্তাযোগ উপস্থিত হইবে। হে সুগ্রীব! অদ্যই আমরা

সমস্ত সৈন্যের সহিত প্রস্থান করিব। এতদ্ব্যতীত, শুভনিমিত্ত সকলও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অতএব আমি রাবণকে সংহার করিয়া জানকীকে আনয়ন করিব, সন্দেহ নাই। আমার নয়নের উপরিভাগও স্পন্দিত হইয়া, যেন ইহাই সূচনা করিতেছে যে, আমার অভীষ্ট বিজয় উপস্থিত হইয়াছে।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ উভয়ে সবিশেষ পূজা করিলে, অর্থকোবিদ, ধর্ম্মাত্মা রাম পুনরায় কহিতে লাগিলেন, শত সহস্র বলবান বানরে পরিবৃত হইয়া নীল পথপরিদর্শনার্থ সৈন্যগণের অগ্রেই প্রস্থান করুক। হে সেনাপতে! যাহাতে ফল, মূল, সুশীতল কাননবারি, এবং প্রচুর মধু আছে, তাদৃশ পথে তুমি আশু সৈন্যদিগকে লইয়া যাও। দুরাত্মা রাক্ষসগণ পথমধ্যে ফল মূল ও জল দূষিত করিতে পারে। তুমি নিত্য উদ্যত হইয়া, সেই সকল হইতে রক্ষা করিও। নিম্ন বনদুর্গ ও বন এই সকলে বানরগণ অবতরণ করিয়া, শত্রুর গুপ্ত স্থাপিত সৈন্য সকল যেন পরিদর্শন করে। সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা বালক ও বৃদ্ধ, এবং তজ্জন্য যুদ্ধের অনুপযুক্ত, তাহাদিগকে এই কিষ্কিন্ধ্যায় রাখিয়া যাও। কেননা ভয়ংকর কৃত্য উপস্থিত হইয়াছে, বিক্রমসহায়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। শত সহস্র মহাবল কপিসিংহ সাগরৌঘসন্নিভ ভয়ংকর মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করুক। পর্ব্বতাকৃতি গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ ইহারা, গোগণের মধ্যে দর্পিত বৃষভের ন্যায়, সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে গমন করুক। বানরর্ষভ ঋষভ বানরবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে এবং গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ তরস্বী গন্ধমাদন উহার বাম পার্শ্বে অধিষ্ঠিত হউক। আমি ঐরাবতে ইন্দ্রের ন্যায়, হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্যদিগকে হর্ষিত করত তাহাদের মধ্যে গমন করিব। ভূতগণেশ ধনপতি কুবের যেমন আপনার বাহন সার্ব্বভৌমনামক দিগ্‌গজে আরোহণ করেন, অন্তকোপম লক্ষ্মণ তেমনি অঙ্গদের স্কন্ধে অধিষ্ঠান

পূর্ব্বক প্রস্থান করুন। জাম্ববান, সুষেণ ও মহাবাহু ঋক্ষরাজ ইহারা তিন জনে সেনার পুচ্ছভাগরক্ষায় প্রবৃত্ত হউক। আর, তেজঃপুঞ্জপরিবৃত প্রচেতা যেমন লোকের পশ্চার্দ্ধ, কপিরাজ সুগ্রীব তেমনি বানরবাহিনীর জঘনদেশ রক্ষা করুন।

বাহিনীপতি মহাবীর্য্য বানরর্ষভ সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া, বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন। পরমতেজস্বী বানরগণ সকলে সুগ্রীবের আজ্ঞামাত্র গুহা ও শিখরসমূহ হইতে সমুৎপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা রাম সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ তাঁহার পূজা করিলেন। হস্তীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট শত শত, শতসহস্র, কোটি কোটি, অযুত অযুত বানর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল, এই রূপে সুবিপুল বানরবাহিনী রামের অনুগামী হইল। তাহারা সকলে সুগ্রীব কর্ত্তৃক পরিপালিত এবং হৃষ্ট ও প্রমুদিত হইয়া, আপ্লবন, প্লবন, গর্জ্জন, ক্ষ্বেড়ন ও শব্দ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গমন করিল এবং কখন সুস্বাদ সুগন্ধি ফল ভক্ষণ, কখন মঞ্জরীপুঞ্জলাঞ্ছিত প্রকাণ্ড পাদপ সকল উদ্বহন, কখন সহসা দর্পিত হইয়া পরস্পরকে বহন ও ক্ষেপণ, কখন পতন, ও উৎপতন, কখন পরস্পরকে নিপাতন এবং কখন বা রাবণকে সমুদায় রাক্ষসের সহিত বধ করিব বলিয়া রামের নিকট গর্জ্জন করিতে লাগিল। বীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ ইহারা বহুসংখ্য বানরের সহিত পথ শোধন করিতে করিতে অগ্রগামী হইল। মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব, ইঁহারা ভয়ঙ্কর বলশালী বানরগণে পরিবৃত হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন। শতবলি বানর দশকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া একাকী সমস্তাৎ অগ্র গমন করত সমুদায় কপি-বাহিনী রক্ষা করিতে লাগিল। অর্ক, কেশরী, পনস ও গজ ইহারা শতকোটি বানরে বেষ্টিত হইয়া, এক পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল। সুষেণ ও জাম্ববান ইহারা বহুসংখ্য ঋক্ষে পরিবৃত হইয়া সুগ্রীবকে অগ্রসর করত পশ্চাদভাগ রক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের

সেনাপতি বীর বানরশ্রেষ্ঠ নীল যাহাতে নগরাদির পীড়া না হয়, এরূপে তাঁহাদিগকে পরিবারিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। দরীমুখ, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ ও সরভ ইহারা সকল বানরকে ত্বরান্বিত করিয়া, বেগাতিশয় সহকারে গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে ঐ বানরশ্রেষ্ঠগণ বলদর্পিত হইয়া, গমন করিতে করিতে পাদপশতসমাকুল গিরিশ্রেষ্ঠ সহ্য পর্ব্বত এবং প্রফুল্ল সরোবর ও অত্যুৎকৃষ্ট তড়াগ সকল সন্দর্শন করিল। সাগরৌঘ-সন্নিভ ভয়ংকর সুবিপুল বানরবল ভীমকোপ রামের শাসন জানিয়া, নগরসান্নিধ্য ও জনপদ সকল পরিহার করত অতীব প্রচণ্ড গর্জ্জনবিশিষ্ট মহাঘোর অর্ণবের ন্যায়, সহ্য পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃত হইল। উল্লিখিত শূর কপিশ্রেষ্ঠসকল, কশাহত সদশ্বের ন্যায়, ত্বরিত গমনে দশরথনন্দন রামের পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে দুই জন বানর বহন করাতে, নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে, সুবিশাল গ্রহদ্বয়ের সংসর্গে চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। অনন্তর রাম বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সম্যক্ রূপে সভাজিত হইয়া, সসৈন্যে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন। তিনি যেমন সকল কার্য্যেই সুসিদ্ধ, অঙ্গদের স্কন্ধারূঢ় লক্ষ্মণ তেমনি তাৎকালিক শুভসূচক লক্ষণপরম্পরা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি অবগত হইয়া, শুভ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, আপনি শীঘ্রই রাবণকে বধ ও অপহৃতা জানকীর উদ্ধার পূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়া, সিদ্ধকাম অযোধ্যায় প্রতিপ্রস্থান করিবেন, সন্দেহ নাই। হে রঘুনন্দন! আপনার কার্য্যসিদ্ধি সূচনা করিয়া, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে শুভসূচক সুপ্রশস্ত নিমিত্ত সকল দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। এই দেখুন, সুশীতল সুখসেব্য শুভসমীরণ বানরবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে মৃদুমন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। মৃগ ও পক্ষিগণ শ্রুতিসুখ সমুদ্ভাবন পূর্ব্বক পূর্ণ স্বরে শব্দ করিতেছে। দিক্ সকল প্রসন্ন ও দিবাকর বিমল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ভৃগুনন্দন শুক্র পসন্নার্চ্চি হইয়া, আপনার আনু-

প্রস্তুত করিতেছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল অভ্রাদিমালিন্যবিরহিত ও সবিশেষ প্রভাশালী হইয়া, ধ্রুব প্রদক্ষিণ করত প্রকাশমান হইতেছেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশংকু আপনার পুরোহিতের সহিত সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমাদের পুরোভাগে বিরাজমান হইতেছেন। আমাদের বংশীয়গণের প্রধান নক্ষত্র বিশাখাদ্বয়ও অঙ্গারক প্রভৃতি দুষ্ট গ্রহগণের আক্রমণ ও উপদ্রব বিরহিত হইয়া, প্রকাশ পাইতেছে। নৈঋতগণের মূল নক্ষত্র নৈঋত অগ্রে সমুত্থিত ধূমকেতু কর্ত্তৃক নিপীড়িত এবং তদীয় সংস্পর্শে সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। রাক্ষসগণের বিনাশার্থই এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। যেহেতু, কাল পূর্ণ হইলে, মৃত্যুকবলে নিপতিত ব্যক্তিগণের নক্ষত্র সকল গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে। হে বিভো! ঐ দেখুন, পুষ্করিণী সকল প্রসন্ন ও সুরস-সলিলসম্পন্ন, অরণ্য সকল ফলপূর্ণ ও বৃক্ষ সকল স্ব স্ব ঋতু-সুলভ কুসুমভূষিত হইয়াছে, এবং বিবিধ মনোহর গন্ধ বায়ুসহকারে প্রবাহিত হইতেছে। কপিসৈন্য সকল ব্যূহবদ্ধ হইয়া, তারকাময় সংগ্রামে সুসন্নিবিষ্ট দেবসৈন্যের ন্যায়, শোভা পাইতেছে। আর্য্য! এইপ্রকার অভিমত দর্শন করিয়া, প্রীত হওয়া আপনার উচিত হইতেছে। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ স্বয়ং শুভনিমিত্ত সকল সন্দর্শন পূর্ব্বক আশ্বস্ত ও হৃষ্ট হইয়া, ভ্রাতা রামকে ঐপ্রকার বলিতে লাগিলেন।

এ দিকে বানরবাহিনী সমুদায় পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়া, গমন করিতে আরম্ভ করিল। নখদংষ্ট্রায়ুধ ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গুলগণের করাগ্র ও চরণাগ্র দ্বারা ভয়ংকর ধূলি উত্থিত হইয়া, সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত করাতে, লোক সকল অদৃশ্য হইয়া উঠিল। জলদপটল যেমন আকাশ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ সুভীষণ বানরসৈন্য পর্ব্বত, কানন ও আকাশ সহিত সমুদায় দক্ষিণ দিক্ আবরণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই বানরসৈন্য অবিচ্ছেদে সপ্ত যোজন পার হওয়াতে, নদী

সকলের প্রবাহ প্রতিকূলবেগে ধাবমান হইল। নির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবর, বৃক্ষসমাকীর্ণ পর্ব্বত, সমতল ভূভাগ এবং ফলসম্পন্ন অরণ্য সকলের অধ, ঊর্দ্ধ, সমন্তাৎ, তির্য্যক্ ও মধ্যস্থল সর্ব্বত্র অবস্থিতি এবং সমস্ত পৃথিবী আবৃত করিয়া, তাহারা সকলেই রামের জন্য বিক্রমপ্রকাশপুরঃসর হৃষ্টবদনে পবনগমনে প্রস্থান করিল এবং পথিমধ্যে পরস্পর হর্ষ, বীর্য্য ও বলোদ্রেক প্রদর্শন সহকারে যৌবনোৎসেকজনিত বিবিধ দর্প প্রকাশে প্রবৃত্ত হইল। কেহ দ্রুতগমন, কেহ উৎপতন, কেহ কিলকিলা শব্দ, কেহ লাঙ্গুলাস্ফোটন, কেহ পদসন্তাড়ন, কেহ ভুজবিক্ষেপ পূর্ব্বক পর্ব্বত ও পাদপ সকল ভগ্ন, কেহ গিরিশৃঙ্গসমূহে আরোহণ, কেহ মহানাদ মোচন, কেহ ক্ষ্বেড়ন, কেহ উরুবেগে রাশি রাশি লতাজাল মর্দ্দন, এবং কেহবা প্রফুল্ল হইয়া, বিক্রমসহকারে শিলা ও বৃক্ষ লইয়া নানা প্রকারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। অনন্তর তৃতীয় দিবস অবস্থান সময়ে কোটিকোটি সহস্র সহস্র ভয়ংকর বানরযূথে সমস্ত মেদিনী পরিবৃত হইল। তাহারা যামমাত্র বিশ্রাম করিয়া, পুনরায় গমন করিতে লাগিল। বানরগণ সকলেই আমোদিত ও হর্ষিত এবং সকলেই যুদ্ধের পক্ষপাতী ও সীতার উদ্ধার বিষয়ে নিরতিশয় উৎসুক হইয়া, ত্বরাপূর্ব্বক প্রয়াণ করিল। মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিল না। অনন্তর তাহারা নিরবচ্ছিন্ন পাদপপূর্ণ বিবিধকাননসম্পন্ন সহ্য পর্ব্বতে সমারূঢ় হইল।

দশরথনন্দন রাম সহ্য ও মলয় পর্ব্বতের অন্তর্ব্বর্ত্তী বিচিত্র কানন ও নদীপ্রস্রবণ সকল দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। বানরগণ চম্পক, তিলক, চূত, অশোক, সিন্দুবার, তিনিশ, করবীর, অঙ্কোল, করঞ্জ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, তিন্দুক, জম্বু, আমলক ও পুন্নাগ ইত্যাদি বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। তত্রত্য রমণীয় প্রস্তরসমূহে প্রতিষ্ঠিত বিবিধ কাননদ্রুম বায়ুবেগে প্রচলিত হইয়া, রাশি রাশি কুসুমে পৃথিবী প্রকীর্ণ করিয়া আছে। চন্দনের ন্যায় শীতল সুখস্পর্শ সমীরণ তথায় সর্ব্বদাই প্রবা-

ষিক্ত হইয়া থাকে। মধুগন্ধি অরণ্য সকলে ষট্‌পদসমূহ মধুর স্বরে শব্দ করিয়া থাকে। শৈলরাজ সহ্য ধাতুপরম্পরার সান্নিধ্যযোগে সাতিশয় ভূষিত। ঐ সকল ধাতু হইতে বায়ুবেগে রেণুরাশি সমুত্থিত ও ইতস্ততঃ সঞ্চরিত হইয়া থাকে। সুবিপুল বানরসৈন্য ঐ পর্ব্বতের সর্ব্বস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তথায় রমণীয় প্রস্থসমূহে কেতুকী সিন্ধুবার, বাসন্তী, মাধবী, কুন্দ, চিরবিল্ব, মধূক, বঞ্জুল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগ, চূত, পাটলী, কোবিদার, মুচুলিন্দ, অর্জ্জুন, শিংশপ, কুটজ, হিন্তাল, তিমিশ, চূর্ণক, নীপ, নীলাশোক, সরল, অঙ্কোল, পদ্মক ইত্যাদি যে সমস্ত বৃক্ষ সর্ব্বতোভাবে কুসুমিত হইয়াছে, বানরগণ তৎসমস্ত দর্শন করিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে পর্য্যাকুল করিয়া তুলিল। ঐ পর্ব্বতে বিবিধ বিচিত্র বাপী ও পল্বল সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ সকল বাপী চক্রবাক, কারণ্ডব, প্লব ও ক্রৌঞ্চসমূহে বিচরিত ও পরিব্যাপ্ত এবং বরাহ, মৃগ ঋক্ষ, তরক্ষু, সিংহ, শার্দ্দূল ও বহুসংখ্য ভয়াবহ ব্যালে সমন্তাৎ নিষেবিত। তত্রস্থ জলাশয় সকল পদ্ম, সৌগন্ধিক, কুমুদ ও উৎপল প্রভৃতি বিবিধ প্রফুল্ল জলকুসুমে সাতিশয় মনোহর। ঐ পর্ব্বতের সানু সকলে নানাজাতীয় বিহঙ্গম মনোরম শব্দ করিয়া থাকে। বানরগণ তথায় স্নান ও পান করিয়া জলক্রীড়া, পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পরস্পরকে প্লাবিত, এবং মদোদ্ধত হইয়া পাদপগণের অমৃতোপম ফল, মূল ও কুসুম সকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল।

অনন্তর তাহারা দ্রোণমাত্রপ্রমাণ লম্বমান মধু পান করত হৃষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় পাদপ সকল ভগ্ন, লতা সকল আকর্ষণ ও গিরি সকল বিধমন করিতে লাগিল। কেহ মধুপানে তৃপ্ত হইয়া, বৃক্ষ হইতে গর্জ্জন, কেহ বৃক্ষে আরোহণ ও কেহ বা বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিতে লাগিল। পক্বফলবিশিষ্ট ব্রীহিক্ষেত্রসমূহে পৃথিবী যেমন আচ্ছন্ন ও শোভমান হয়, বানরপুঙ্গবগণেও তদ্রূপ ব্যাপ্ত ও বিরাজমান হইল। রাজীবলোচন

মহাবাহু রাম সহ্য ও মহাগিরি মলয় অতিক্রম করিয়া, মহেন্দ্র পর্ব্বতে উপনীত ও তদীয় পাদপরাজিত শেখরদেশে অধিরূঢ় হইলেন। দশরথাত্মজ রাম তথায় আরোহণ করিয়া, কূর্ম্মমীনসমাকীর্ণ সলিলাশয় সাগর সন্দর্শন করিলেন। বানরগণ আনুপূর্ব্বক্রমে সেই ভীমনিস্বন সাগরের আসন্ন হইল। অনন্তর সমুদায় মনোরম পদার্থের অগ্রগণ্য রাম সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অত্যুৎকৃষ্ট বেলাপ্রদেশে গমন করিলেন। এই বেলাভূমি অতিশয় বিস্তৃত এবং উহার উপলময় তলভাগ সহসা-সমাগত সলিলপ্রবাহে প্রক্ষালিত।

রাম তথায় সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! আমরা এখন বরুণালয় সাগরে সমুপস্থিত হইয়াছি। কি রূপে এই সাগর পার হওয়া যাইবে, পূর্ব্বে সে বিষয়ে আমাদের যে চিন্তা জন্মিয়াছিল, অধুনা এখানে আসিয়া সেই চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। অনুপায় ব্যক্তির ঈদৃশ অকূল সাগর পার হওয়া দুঃসাধ্য। অতএব যে উপায়ে বানরসৈন্য পর পার প্রাপ্ত হইতে পারে, এইস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, সে বিষয় বিচার করা যাউক। সীতাহরণকর্ষিত মহাবাহু রাম এইরূপে সাগরতীরে সমাগত হইয়া, শিবিরসন্নিবেশে আদেশ করিলেন, হে বানররাজ সুগ্রীব! সমুদায় সেনা সন্নিবিষ্ট কর। সংপ্রতি যে উপায়ে সাগরলঙ্ঘন করা যাইবে, তাহার বিচারকাল উপস্থিত হইয়াছে। আপন আপন সৈন্য ত্যাগ করিয়া, কেহ যেন কোন কারণে কোথাও না যায়। রাক্ষসগণ মায়াবী। অতএব, তাহারা গোপনে আমাদের ভয় সমুদ্ভাবন করিতে পারে, এই প্রকার জ্ঞাত থাকা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কারণে শূর বানরগণ চতুর্দ্দিকে সাবধানে সেনা রক্ষা করুক।

রামের কথা শুনিয়া, কপিরাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত পাদপশরীত পয়োধিকূলে সেনা সন্নিবিষ্ট করিলেন। তৎকালে সাগর-

সমীপস্থ সেই বানরবল, বানররূপ-জলময় দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় শোভমান হইল। বানরশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে বেলাবনে উপনীত হইয়া, মহোদধির পরপার-প্রাপ্তি-কামনায় তথায় সন্নিবিষ্ট হইল। তাহারা সন্নিবেশে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের সঞ্চারশব্দ সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন তিরোহিত করিয়া, কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। রামকার্য্যে অতিশয় তৎপর সুগ্রীবের পরি-পালিত সেই সুবিপুল বানরবাহিনী ঋক্ষ, বানর ও গোপুচ্ছ এই তিনভাগে সন্নিবিষ্ট হইল। তৎকালে ঐ কপিসৈন্য বায়ুবেগ-সমাধূত মহার্ণব প্রাপ্ত হইয়া, তাহা দর্শন করত অতিশয় প্রীতি-লাভ করিল। বানরযূথপতিগণ তথায় অবস্থান করত অব-লোকন করিল, সরিৎপতির পরপার অতিশয় দূরবর্ত্তী। উহা অবি-শ্রান্ত ও অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইতেছে। রাক্ষসগণ ও বরুণদেব উহাতে বাস করিতেছেন। প্রচণ্ডপ্রকৃতি কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তুগণের সান্নিধ্যবশতঃ উহা অতিমাত্র ভয়ানক। প্রদোষ সময়ে চন্দ্রোদয়ে ফেনরাশি বর্দ্ধিত ও উর্ম্মিমালা সমুত্থিত হওয়াতে, সমুদ্র যেন হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিয়া থাকে। চন্দ্রের উদয় হইলেই উহার বৃদ্ধি হয়। তৎকালে ভূরি ভূরি প্রতিচন্দ্রে উহা পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠে। প্রচণ্ড পবনতুল্য বেগ-বান্ জলচর মহাগ্রাহ তিমি ও তিমিঙ্গিলসমূহে উহা আচ্ছন্ন। এই মহার্ণব তরঙ্গাগ্র দ্বারা যেন ফেনরূপ চন্দন পেষণ ও চন্দ্র যেন উহা কর দ্বারা গ্রহণ করিয়া দিগঙ্গনাগণের দেহে লেপন করেন। অচলদেহ ভুজঙ্গগণ যেমন পাতালকে, সেইরূপ বিবিধ শৈল ও প্রকাণ্ডাকৃতি প্রাণিগণ উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। লঙ্কা-প্রভৃতি সুন্দর দুর্গ সকল উহার অন্তর্ব্বর্ত্তী। উহার পরপার প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। অসুরগণ উহাতে বসতি করিতেছে। মকর ও নাগগণে পরিব্যাপ্ত বায়ুপ্রচলিত প্রবৃদ্ধ জলরাশি এই অগাধ সমুদ্রে উৎপতিত ও নিপতিত হইতেছে। ফণস্থমণিপরম্পরায় সমুদ্ভাসিত জলসর্পগণের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত উহা যেন বিস্ফুলিঙ্গের

ন্যায়, নিক্ষিপ্ত হইতেছে। সর্ব্বদা পাতালগোচর এই সাগর আকাশের ন্যায়, এবং আকাশও সাগরের ন্যায়। ফলতঃ, সাগর ও আকাশ উভয়ে কোনরূপ বিশেষ লক্ষিত হয় না। সাগরের জল যেমন আকাশে, আকাশ তেমনি সাগরসলিলে সংপৃক্ত। সাগর যেমন মুক্তাশ্রেষ্ঠে, অম্বর তেমনি নক্ষত্রশ্রেষ্ঠে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং, সাগর ও আকাশ উভয়ে একরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। আকাশ যেমন মেঘমালায় পরিব্যাপ্ত, সাগর তেমনি বীচিমালায় সমাকুল। সুতরাং উভয়ের কোনরূপ প্রভেদ নাই। এই সিন্ধুরাজ সমুদ্রের ঊর্ম্মিপরম্পরা পরস্পর আহত ও সংসক্ত হইয়া, যুদ্ধে মহাভেরীর ন্যায়, ভীমনাদে শব্দ করিয়া থাকে। পবনবশে প্রচলিত এবং তজ্জন্য রত্নরাশি বিক্ষিপ্ত করিয়া জলরাশি শব্দিত হওয়াতে, বোধ হয়, যেন যাদোগণসমাকুল সরিৎপতি ক্রুদ্ধ হইয়া উৎপতিত হইতেছে। রাম প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় দর্শন করিলেন, সরিৎপতি আকাশে ঊর্ম্মিপরম্পরা বিস্তার করিয়া, যেন প্রলাপ প্রয়োগ করিতেছে। বানরগণ সবিস্ময়ে অবস্থান পূর্ব্বক অবলোকন করিল, ঘূর্ণমান ঊর্ম্মিজলের সম্পাদবশতঃ মহোদধি নিরতিশয় চঞ্চলবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

পঞ্চম সর্গ।

সেনাপতি নীল কর্ত্তৃক যথাবিধানে সুরক্ষিত ও সম্যক্‌রূপে সুসজ্জিত উল্লিখিত বানরবাহিনী সাগরের উত্তরতীরে সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইলে, মৈন্দ ও দ্বিবিদ এই দুই বানরশ্রেষ্ঠ তাহার রক্ষার্থ সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। নদনদীপতি সাগরের তটদেশে এইরূপে সেনা সন্নিবিষ্ট হইলে, রাম পার্শ্ববর্ত্তী লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাই! লোকে বলিয়া থাকে, কালসহকারে শোক লয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জানকীকে না দেখিয়া, আমার শোক দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রিয়া

জানকী দূরে আছেন, কিংবা অপহৃতা হইয়াছেন, বলিয়া আমার দুঃখ হইতেছে না। আমার কেবল ইহাই ভাবিয়া শোক হইতেছে, যে, তাঁহার প্রাণস্থিতি-কাল অতিবর্ত্তিত হইতেছে। অয়ি পবন! প্রিয়া জানকী যে দিকে আছেন, তুমি সেই দিকে প্রবাহিত হও এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আসিয়া, আমাকেও স্পর্শ কর। চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিলে, চক্ষু যেমন শীতল হয়, সেইরূপ, প্রিয়ার গাত্রস্পর্শী তোমাকে স্পর্শ করিলে, আমার সমস্ত তাপ উপশমিত হইবে। রাবণ হরণ করিয়া লইলে, প্রিয়া হা নাথ, বলিয়া আমার উদ্দেশে যাহা কহিয়াছিলেন, সে সকল আমার মনোমধ্যে জাগরূক রহিয়াছে। বিষপান করিলে, শরীর যেমন দগ্ধ হয়, সেইরূপ, ঐ সমস্ত কথাও আমার দেহ দাহ করিতেছে। তাঁহার বিয়োগরূপ ইন্ধন ও চিন্তারূপ সমুজ্জ্বল শিখাশালী মদনরূপ অনলে দিবানিশি আমার শরীর দহ্যমান হইতেছে। ভাই! তুমি এই খানে থাক। আমি তোমাকে ছাড়িয়া, একাকী অর্ণব মধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক শয়ন করিব। জলে শয়ন করিলে, প্রজ্বলিত কামানল কথঞ্চিৎ আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। ভাই! বামোরু সীতা ও আমি উভয়ে এখনো এক পৃথিবীতে আছি। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, বহুকাল আমার জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা। জলশালী ক্ষেত্রের সংসর্গে নির্জ্জল ক্ষেত্র যেমন শুষ্ক হয় না, তদ্বৎ, জানকী বাঁচিয়া আছেন, শুনিলেও, আমি প্রাণ ধারণ করি। না জানি, কত দিনে বিপক্ষ জয় করিয়া, সেই শতপত্রায়তেক্ষণা সুশ্রোণী সীতাকে, সুসমৃদ্ধ রাজলক্ষ্মীর ন্যায়, দর্শন করিব। না জানি কতদিনে পদ্মবৎ সুকুমার চারুবিম্বোষ্ঠ তদীয় বদন সমুন্নমিত করিয়া, আতুর যেমন রসায়ন, তেমনি পান করিব। না জানি, কতদিনে হাস্য করিতে করিতে প্রিয়া আমায় তালফল সদৃশ পীন, সংহত, কম্পমান পয়োধরে আলিঙ্গন করিবেন। আমিই তাঁহার নাথ। কিন্তু সেই অসিতাপাঙ্গী রাক্ষসগণের মধ্যগামিনী হইয়া,

নিশ্চয়ই অনাথার ন্যায়, রক্ষাকর্ত্তা প্রাপ্ত হইতেছেন না। তিনি রাজা জনকের দুহিতা, আমার প্রিয়া ও সাক্ষাৎ দশরথের পুত্রবধূ হইয়া, কিরূপে রাক্ষসীগণের মধ্যে শয়ন করিতেছেন? শরৎ-কালীন শশিলেখা যেমন নীলবর্ণ জলদপটল বিধূত করিয়া, সমুদিত হয়, তিনিও আমার সাহায্যে দুরাধর্ষ রাক্ষসদিগকে নিরাকৃত করিয়া উৎপতিতা হইবেন। তিনি স্বভাবতঃ কৃশাঙ্গী; বিপরীত দেশকালে পতিতা হইয়া, শোকে ও অনশনে আরও কৃশা হইতেছেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমি রাক্ষসরাজ রাবণের বক্ষস্থলে সায়ক সকল নিহিত করিয়া, তাঁহাকে প্রত্যাহরণ ও আন্তরিক শোকভার নির্হরণ করিব। কবে সেই সুরসুতাসদৃশী পতিব্রতা সীতা ঔৎসুক্য সহকারে আমার কণ্ঠদেশবিলম্বিনী হইয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। কতদিনে আমি জানকী-বিরহজনিত এই ঘোর শোকরাশি, মলিন বস্ত্রের ন্যায়, সহসা পরিত্যাগ করিব। ধীমান্ রাম এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে, দিবাবসান হওয়াতে, ভাস্কর দেব অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। রাম কমলপত্রাক্ষী জানকীকে স্মরণ করত শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া, সন্ধ্যার উপাসনা করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

হনুমান্ মহাত্মা ইন্দ্রের ন্যায়, লঙ্কামধ্যে যে ভয়াবহ ঘোর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ তাহা দর্শন করিয়া, লজ্জায় কিঞ্চিৎ অবাঙ্মুখ হইয়া, রাক্ষসদিগের সকলকে কহিলেন, সেই বানর একাকী বিনা অস্ত্রেই লঙ্কাপুরে প্রবেশ ও নানাপ্রকারে ইহার অবমাননা, জানকীকে দর্শন, চৈত্যপ্রাসাদ ধ্বংস, প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে সংহার এবং সমস্ত নগর আকুল করিয়া গেল। তোমাদের মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি

কি করিব। তোমাদের মতে অতঃপর কি করা যুক্তিসঙ্গত। এবং কি করিলেই বা আমাদের ইষ্টাপত্তি ও কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, বল। মনস্বী পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, মন্ত্রণাই বিজয়ের মূল। হে মহাবলবর্গ! উল্লিখিত কারণে রামের প্রতিকূলে মন্ত্র প্রয়োগ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। সংসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে পুরুষ তিন প্রকার। আমি তাহাদের গুণদোষ যথাক্রমে বলিতেছি। যে ব্যক্তি মন্ত্রনির্ণয়-সমর্থ ও হিতসংযুক্ত মন্ত্রিগণ, মিত্রবর্গ, সমানার্থসম্পন্ন ব্যক্তিসমূহ এবং এই তিন অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট বান্ধবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং দৈব সহায়ে যত্ন করে, তাহাকে পুরুষোত্তম বলে। যে ব্যক্তি একাকী অর্থ বিমর্শন, একাকী ধর্ম্মে মন এবং একাকীই কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে মধ্যমপুরুষ বলে। আর, যে ব্যক্তি গুণদোষ নিশ্চয় না করিয়া ও দৈব সহায়ে উপেক্ষাপর হইয়া, কার্য্য করিব বলিয়া, কার্য্য না করে, সে নরাধম বা অধমপুরুষ। এইরূপে উল্লিখিত পুরুষের ন্যায়, মন্ত্রণাও উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে তিনপ্রকার, জানিবে। তন্মধ্যে মন্ত্রিগণ শাস্ত্রদৃষ্ট চক্ষু দ্বারা ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক যাহাতে নিরত হয়, তাহার নাম উত্তম মন্ত্রণা। তাহারা যে মন্ত্রনির্ণয় সময়ে প্রথমে ভিন্নমত হইয়া, পরে ঐকমত্য অবলম্বন করে, তাহাকে মধ্যম মন্ত্র বলে। আর, মন্ত্রিগণ পরস্পরবিরুদ্ধ-মতিক হইয়া, স্পর্দ্ধা সহকারে যাহার উদ্দেশে বাগ্‌বিন্যাস করে, এবং অতিকষ্টে কথঞ্চিৎ একমত হইলেও শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাকে অধম মন্ত্রণা বলে। তোমরা সকলেই মন্ত্রিসত্তম। অতএব সবিশেষ মন্ত্রণা করিয়া, সমীচীন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ঐরূপ কার্য্যই আমার অভিমত। রাম সহস্র সহস্র বীর বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া, অচিরাৎ লঙ্কায় আগমন ও ইহা রোধ করিবেন। এবং স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, তিনি অনুজ, অনুগামীবর্গ ও বানরবল সমভিব্যাহারে যুক্তরূপ তেজঃসহায়ে অনা-

য়াসে মহাসাগর পার হইবেন। হয়, তিনি সাগরশোষণ, না হয়, সেতু বন্ধন করিয়া, ঐ কার্য্য সাধন করিবেন। এইপ্রকার ব্যাপার সম্পাদন পূর্ব্বক তিনি বানরগণের সহিত আমাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে, যেরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা লঙ্কা ও সৈন্য-গণের উপকার হইতে পারে, অধুনা তোমরা সে সকল বিষয়ে সবিশেষ মন্ত্রণা কর।

সপ্তম সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ এইপ্রকার কহিলে, ঐ সকল নীতিবহির্ম্মুখ নির্ব্বুদ্ধি মহাবল রাক্ষস অজ্ঞানপ্রযুক্ত শত্রুপক্ষের বলবীর্য্য গণনা না করিয়াই, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, রাজন্! আমা-দের সৈন্য যেমন সুবিপুল, তেমনি পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল, পট্টিশ ইত্যাদি বিবিধ আয়ুধে পরিপূর্ণ। তবে আপনি কিজন্য বিষণ্ণ হইতেছেন। দেখুন, আপনি ভোগবতীতে গমন করিয়া, যুদ্ধে পন্নগদিগকে জয় এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কৈলাসশেখর-বাসী বহুযক্ষপরিবৃত কুবেরকে বশ করিয়াছেন। হে বিভো! কুবের স্বয়ং মহাবল লোকপাল এবং মহাদেবের সহিত সখ্যবশতঃ সর্ব্বথা শ্লাঘাপরায়ণ। কিন্তু আপনি রোষবশে তাঁহাকেও জয় করিয়াছেন। অধিক কি, আপনি যক্ষদিগকে বিনিপাতিত, বিক্ষোভিত ও বিনিগৃহীত করিয়া, কৈলাসশিখর হইতে এই বিমান আহরণ করিয়াছেন। হে রাক্ষসপুঙ্গব! দানবরাজ ময় আপনার ভয়ে ভীত হইয়া, সখ্য কামনায় আপনাকে ভার্য্যার্থ কন্যা দান করিয়াছে। আপনি কুম্ভীনসীর স্বামী বীর্য্যোৎসিক্ত দুরাসদ দানবেন্দ্র মধুকে বলপূর্ব্বক বশে আনিয়াছেন। হে মহা-বাহু! আপনি রসাতলে গমন করিয়া, নাগদিগকে জয় এবং বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ ও জটীকে বশ করিয়াছেন। হে অরিন্দম! অক্ষয়, বলশালী, শূর ও পিতামহের নিকট বর প্রাপ্ত কালকেয়-

গণ সংবৎসর যুদ্ধ করিয়া, পরিশেষে আপনার প্রভাবে বশ্যতা স্বীকার করে। হে রাক্ষসাধিপ! আপনি তাহাদিগের নিকট হইতে বিস্তর মায়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হে মহাভাগ! আপনি বরুণের পুত্র, বলবান্ ও চতুর্ব্বিধ বলানুগ পুত্রদিগকে জয় করিয়াছেন। রাজন্! আপনি মৃত্যুদণ্ডরূপ মহাগ্রাহ, কালপাশ-রূপ মহাতরঙ্গ ও যমকিংকররূপ মহাভুজঙ্গ এই সকলে পরিব্যাপ্ত, যাতনা-বৃক্ষে অলঙ্কৃত ও মহাজ্বরে দুর্দ্ধর্ষ যমলোক রূপ মহার্ণবে অবগাহন করিয়া, তুমুল যুদ্ধ করত বিপুল জয় লাভ, মৃত্যুকে পরা-ঙ্মুখ এবং রাক্ষসদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। বসুমতী প্রকাণ্ড পাদপপরম্পরার ন্যায়, ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম বহুসংখ্য ক্ষত্রিয় বীরে পূর্ণ ছিল। রাম যুদ্ধে বীর্য্য, গুণ ও উৎসাহে তাহাদের সমকক্ষ নহেন। কিন্তু আপনি সেই সকল সমরদুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়কেও বল পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছেন। মহারাজ! আপনি বসিয়া থাকুন, বৃথাশ্রমে আপনার প্রয়োজন নাই। এই ইন্দ্রজিৎ একাকীই সমুদায় বানরবল ধ্বংস করিবেন। ইনি অনুত্তম মাহেশ্বর যজ্ঞ করিয়া, পরম দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন। এবং দেবগণের বল-রূপ সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া, লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। শক্তি ও তোমর পরম্পরা ঐ বলরূপ সাগরের মৎস্য, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ উহার শৈবাল, গজ সকল কচ্ছপ, অশ্ব সকল মণ্ডূক, রুদ্র ও আদিত্যগণ মহাগ্রাহ, মরুৎ ও বসুগণ মহোরগ, রথ অশ্ব ও গজসমূহ জলপ্রবাহ। এবং পদাতি সমস্ত সুবিশাল পুলিন। রাজন্! এই ইন্দ্রজিৎ পিতামহের আদেশে সর্ব্বদেবনমস্কৃত ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলে, তিনি স্বর্গে গমন করেন। মহারাজ! আপনার এই পুত্র ইন্দ্রজিৎ-কেই যুদ্ধে প্রেরণ করুন। ইনি রামের সহিত সমস্ত বানরসেনাই বধ করিবেন। রাজন্! সামান্য নরবানর হইতে এই আপদ উপস্থিত হইয়াছে; মনোমধ্যে কোন চিন্তাই করিবেন না, আপনি রামকে বধ করিবেন, সন্দেহ নাই।

অষ্টম সর্গ

অনন্তর শ্যামলজলদসন্নিভ শৌর্য্যশালী সেনাপতি নিশাচর প্রহস্ত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, যুদ্ধে বানরগণের কথা কি, সমুদায় দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পতগ ও উরগদিগকেও জয় করিতে পারি। রাক্ষসগণ সকলে ভোগাদিপরবশ ও নিঃশঙ্ক হইয়াছিল। সেইজন্য হনুমান কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছে। নতুবা, আমি জীবিত থাকিতে, সেই বানর কখনো প্রাণ লইয়া যাইতে পারিত না। এক্ষণে আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সশৈলবন-কাননা সাগরমেখলা সমগ্র পৃথিবী বানরশূন্য এবং তাহাদের হস্তে রাক্ষসগণের রক্ষা বিধান করিব। আপনার সীতাহরণাপরাধ জন্য দুঃখের লেশমাত্রও ঘটিবে না।

অনন্তর দুর্মুখ নামে রাক্ষস নিরতিশয় রোষভরে কহিতে লাগিল, হনুমান আমাদের সকলের যে পরাভব করিয়াছে, তাহা কোনমতেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। আমি সমস্ত পুর ও অন্তঃপুরের ঐরূপ পরিভবের কথা বলিতেছি না; ইহাতে শ্রীমান্ রাক্ষসরাজের যে অবমাননা হইয়াছে, আমি এই মুহূর্ত্তে একাকীই গমন করিয়া, বানরগণ সাগরে বা পাতালে বা আকাশে যেখানেই প্রবেশ করুক, সেইখানেই তাহাদের সকলকে বিনাশ করিয়া, রাক্ষসপতির এই পরপরিভবদুঃখের নিরাকরণ করিব।

অনন্তর মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নিতান্ত রোষপরবশ হইয়া, মাংস-শোণিতদূষিত ভয়ংকর পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, দুর্দ্ধর্ষ রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বাঁচিয়া থাকিতে, ক্ষীণপ্রাণ দীন-ভাবাপন্ন হনুমানকে বধ করিয়া আমাদের কি হইবে। অতএব অদ্য আমি একাকীই এই পরিঘসহায়ে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে সংহার ও সমুদায় বানরবাহিনী বিক্ষোভিত করিয়া, প্রত্যাগমন করিব। রাজন্! যদি ইচ্ছা করেন, পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ

করুন। উপায়কুশল অতন্দ্রিত ব্যক্তিই শত্রুজয়ে সমর্থ হয়। রাক্ষসনাথ! নিশ্চয় জানিবেন, আপনার অধীনে শূর, সুভীম, ভীমদর্শন ও কামরূপধর সহস্র সহস্র রাক্ষস আছে। তাহারা সকলে মানুষের রূপ ধারণ করিয়া, রঘুসত্তম রামের নিকট গমন পূর্ব্বক নির্ভয়ে বলুক, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই কথায় রাম অবশ্যই সৈন্যদিগকে ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট আসিবে। এই অবসরে আমরা এখান হইতে শূল, শক্তি, গদা, ধনু, বাণ ও অসি-হস্তে সত্বর তথায় গমন এবং দলে দলে আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক রাশি রাশি পাষাণ ও শস্ত্রবৃষ্টি করিয়া, সমুদায় বানরবাহিনী সংহার ও যমালয়ে প্রেরণ করিব। এই রূপে রাম লক্ষ্মণ আমাদের ছলনায় পতিত হইলে, পুনরায় অবশ্য ছলনা পূর্ব্বক প্রহার করিয়া, তাহাদের উভয়েরই প্রাণনাশ করিব।

অনন্তর কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভনামে বীর্য্যবান্ বীর পরম ক্রুদ্ধ হইয়া, লোকরাবণ রাবণকে কহিতে লাগিল, মহারাজের সহিত মিলিত হইয়া, সকলে তোমরা এইখানেই থাক। আমি একাকী রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব ও অন্যান্য সমস্ত বানরকেই সংহার করিব।

অনন্তর বজ্রহনু নামে পর্ব্বতাকৃতি রাক্ষস রোষভরে জিহ্বা দ্বারা সৃক্ক লেহন করিয়া কহিল, তোমরা সকলে সন্তাপ ত্যাগ পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। আমি একাকী সমুদায় বানরী সেনা ভক্ষণ করিব। তোমরা স্বস্থ ও নিশ্চিন্ত হইয়া, বারুণ মধু পান ও ক্রীড়া কর; আমি একাকীই সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, হনুমান ও অন্যান্য বানরদিগকে সংহার করিব।

—•:•—

নবম সর্গ।

অনন্তর নিকুম্ভ, রভস, মহাবল সূর্য্যশত্রু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, দুৰ্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, রাবণের আত্মজ পরমতেজস্বী ইন্দ্রশত্রু, বলবান্ প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, মহাবল ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ ও দুর্ম্মুখ এই সকল রাক্ষস একত্রে মিলিত হইয়া, নিরতিশয় ক্রদ্ধ ও তেজে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশ্বধ, ধনু, সুশাণিত বাণ, এবং সুবিপুল সুন্দর খড়্গসমূহ ধারণ ও সবেগে উৎপতন পূর্ব্বক রাবণকে কহিতে লাগিল, অদ্য আমরা রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং লঙ্কার পরিভবকারী ক্ষুদ্রপ্রাণ সেই হনুমানকে সংহার করিব।

বিভীষণ সেই উদ্যতায়ুধ রাক্ষসদিগের সকলকে প্রতিষেধ ও প্রত্যুপবিষ্ট করিয়া, পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া, রাবণকে কহিতে লাগিলেন, তাত! সাম, দান, ভেদ এই তিন প্রকার উপায়ে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ সে বিষয়ের শাস্ত্রোক্ত যুক্তিযুক্ত বিক্রমকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাত! তদনুসারে যথাবিধি পরীক্ষা পূর্ব্বক অসাবধান, অভিযুক্ত ও দৈবোপহত এই তিন স্থলে বিক্রম প্রকাশ করিলে, সিদ্ধিলাভ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু রাম সর্ব্বথা সাবধান, জিগীষাপরায়ণ, দৈববলে অনুপ্রাণিত, জিতরোষ ও দুরাধর্ষ। তোমরা কিরূপে তাঁহাকে প্রধর্ষিত করিতে উৎসুক হইয়াছ। কোন্ ব্যক্তি মনে মনেও এরূপ জানিতে বা তর্ক করিতে পারে যে, হনুমান নদনদীপতি ভয়ংকর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আগমন করিবে। রাক্ষসগণ! হনুমানের বলবীর্য্যের ইয়ত্তা বা সীমা নাই। অতএব তোমরা কোনরূপে তাদৃশ শত্রুপক্ষের কিছুমাত্র অবজ্ঞা করিও না। দেখ, পূর্ব্বে রাম রাক্ষসরাজের কি অপকার করিয়াছিলেন, যে, তিনি জনস্থান হইতে সেই যশস্বী রামের ভার্য্যা হরণ করিয়া আনিলেন। আর, সাধ্যানুসারে প্রাণিগণের প্রাণ

রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব রাম যদি দুর্বৃত্ত খরকে বধ করিয়া থাকেন, তাহাতেই বা তাঁহার কি অপরাধ হইয়াছে। যাহা হউক, খরাদির বধ প্রযুক্ত জানকীকে হরণ করা হইয়াছে। ইহাতে পরিণামে নিরতিশয় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব এই বেলা জানকীকে পরিহার করা কর্ত্তব্য। যাহাতে কলহ ঘটিয়া থাকে, তাদৃশ অনুষ্ঠানে ফল কি? রাম বীর্য্যশালী ও ধর্ম্মানুবর্ত্তী। তাঁহার সহিত অনর্থক শত্রুতা করাও আমাদের উচিত হয় না। অতএব তাঁহারে মৈথিলী প্রদান করুন। রাম যাবৎ শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, গজ, অশ্ব ও রত্নসমাকুল লঙ্কা বিদারিত না করেন, তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকে দেওয়া হউক। নিরতিশয় ভয়ংকর দুর্দ্ধর্ষ সুবিপুল বানরসৈন্যও যাবৎ এই পুরী অবস্কন্দিত না করে, তাবৎ জানকীকে প্রত্যর্পণ করুন। রামের দয়িতা পত্নী জানকীকে স্বয়ং যদি না দেন, তাহা হইলে, লঙ্কাপুরী বিনষ্ট এবং সমুদায় শূর নিশাচরও নিহত হইবে। আমি ভ্রাতা বলিয়াই আপনারে প্রসন্ন করিতেছি। এবং হিত ও তথ্য কথাই বলিতেছি। অতএব আমার কথা রাখুন, রামকে জানকী প্রদান করুন। নৃপাত্মজ রাম আপনার নিধন জন্য সূর্য্যকিরণসন্নিভ, নবাগ্রপুঙ্খবিশিষ্ট, সুদৃঢ়, অমোঘ শরসমূহ বিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বেই আপনি জানকীকে প্রদান করুন। আশু প্রসন্ন হইয়া, সুখধর্ম্মবিনাশন ক্রোধ ত্যাগ ও রতিকীর্ত্তিবর্দ্ধন ধর্ম্ম অবলম্বন করুন; আমরা সপুত্র ও সবান্ধবে জীবন ধারণ করি। সীতাকে অবিলম্বেই রামের হস্তে সংপ্রদান করুন।

রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের কথা শুনিয়া, সকলকে বিদায় দিয়া, স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন।

—০*০—

দশম সর্গ।

অনন্তর প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মহাদ্যুতি ভীমকর্ম্মা বিভীষণ রাক্ষসাধিপতি অগ্রজের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; যেন দিবাকর রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া মহামেঘমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অন্তঃপুর গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, দর্শন করাতে বোধ হয় যেন কতকগুলি গিরিশৃঙ্গ একত্রে অবস্থাপিত রহিয়াছে। উহার কক্ষা সকল পরস্পর সুন্দররূপে বিভক্ত। উৎকৃষ্ট জাতি ও ব্যক্তিদিগের কামিনী সকল তন্মধ্যে বাস করিতেছে। অনুরক্ত বুদ্ধিমান্ অমাত্য সকল অবস্থিতি করিতেছেন। হিতকারী কার্য্যসাধনসমর্থ রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে। মত্ত মাতঙ্গদলের নিশ্বাসে উহার বায়ু আকুলিত হইতেছে। শঙ্খধ্বনির মহাশব্দ উত্থিত হইয়াছে। তূর্য্যশব্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে। প্রমদা জন সংঘট্টিত ভাবে বসতি করিতেছে। এবং মহাপথ সকলে কোলাহল হইতেছে। অন্তঃপুরের দ্বার সকল তপ্তকাঞ্চনে নির্ম্মিত। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভূষণ সকল অন্তঃপুরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। অন্তঃপুর যেন গন্ধর্ব্বগণের বসতিস্থান; যেন মরুদ্গণের আলয়; যেন রত্নরাশিপুরিত নাগভবন।

মহাবল মহাতেজা বিভীষণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রবণ করিলেন, অগ্রজের বিজয়সম্বলিত পুণ্যাহধ্বনি বেদবিদ্গণের মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছে; এবং দর্শন করিলেন, দধিপাত্র, ঘৃত, পুষ্প ও আতপতণ্ডুল দ্বারা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের পূজা করা হইতেছে। রাক্ষসগণ সকলেই তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল; তিনি তাহাদিগের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতে করিতে যাইয়া আসনোপবিষ্ট নিজতেজে দেদীপ্যমান মহাবাহু কুবেরানুজকে প্রণাম করিলেন। রাজা দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণ ভূষিত আসন দেখাইয়া দিলেন। তখন আচারপণ্ডিত বিভীষণ ধর্ম্মা-

চার প্রদর্শন পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া মহাত্মা রাবণকে মন্ত্রিভিন্ন অপর ব্যক্তি বিরহিত স্থানে যুক্তিসিদ্ধ হিতবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লোকের প্রাধান্য অপ্রাধান্য অবগত ছিলেন; সান্ত্বনাবাক্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তুষ্ট করিয়া, বন্দনাদি পূর্ব্বক, বলিতে লাগিলেন, পরন্তপ! যে অবধি সীতা এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই অবধি বিবিধ অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। উৎপত্তি কালে অগ্নি ধূমে কলুষিত হইয়া থাকে; তদনন্তর স্থাপন সময়ে উহার শিখা ধূমে আবৃত হয় এবং উহা হইতে স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে থাকে. উপর্য্যুপরি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিলেও অগ্নি সম্যক্ প্রজ্বলিত হয় না। মহাবল! অগ্নিহোত্রগৃহ ও বেদাধ্যয়ন স্থান সকলে সর্প এবং হবনীয় দ্রব্যে পিপীলিকা দৃষ্ট হয়। গাভী সকলের দুগ্ধ শুষ্ক হইয়াছে, গজবরের আর মদজল নাই, অশ্ব সকল নূতন তৃণ ভক্ষণ করিয়াও ক্ষুধার্ত্তস্বরে চীৎকার করে। রাজন্! গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণ রোমাঞ্চিত কলেবরে রোদন করিয়া থাকে। এবং বিশেষ চিকিৎসিত হইয়াও স্ব স্ব ভাব রক্ষা করে না। চতুর্দ্দিকে অশুভশংসী বায়সগণ দলে দলে শব্দ করে এবং প্রাসাদ সকলের অগ্রভাগে দলে দলে একত্রিত হয়। গৃধ্র সকল পীড়িত হইয়া ভবনের উপরিভাগে লুক্কায়িত হয়, এবং উভয় সন্ধ্যায় সমীপবর্ত্তী হইয়া শিবা সকল অমঙ্গল শব্দ করে। শুনা যায়, মাংসাশী পশু সকল দলে দলে পুরীদ্বারে উপস্থিত হইয়া বিস্ফূর্জ্জিতসদৃশস্বরে বিপুল শব্দ করিতে থাকে।

অতএব বীর! যখন এতাদৃশ দুর্নিমিত্ত শান্তিবিধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন ইহার উচিত প্রায়শ্চিত্ত এই যে, রাঘবকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন। অজ্ঞান হেতুই হউক, আর জীবন রক্ষার লোভেই হউক, আমি এই কথা কহিলাম। মহারাজ! এ কথায় আমার অপরাধ লইবেন না। দুর্নিমিত্ত দোষ কি রাক্ষস, কি রাক্ষসী, কি পুর, কি অন্তঃপুর সকলেই লক্ষ্য করিতেছে।

আপনার ভয়ে সকল মন্ত্রীই এবিষয় আপনার কর্ণগোচর করা-ইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু আমি যাহা দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছি; আমাকে সমস্ত অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব বিবেচনা করিয়া যাহা ন্যায্য স্থির হয়, আপনার তাহাই করা কর্ত্তব্য।

ভ্রাতা বিভীষণ রাক্ষসরাজ ভ্রাতা রাবণকে তাঁহার মন্ত্রিগণের মধ্যে এই উৎকৃষ্টার্থযুক্ত, যুক্তিসঙ্গত, অতীত ভাবি ও বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত, হিত বাক্য কহিলেন। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণের জ্বর আসিল। তিনি সীতাপ্রতিপ্রণয়ী হইয়া উত্তর করিলেন, আমি কিছুতেই ভয় দেখিতেছি না। রাঘব জানকীকে কখনই প্রাপ্ত হইবে না। লক্ষ্মণাগ্রজ ইন্দ্রসহিত দেবগণের সমভিব্যাহারেও যুদ্ধস্থলে আমার সম্মুখে কি করিয়া অবস্থিতি করিবে।

তখন সুরসৈন্যনাশক যুদ্ধে প্রচণ্ডবিক্রমশালী মহাবল দশানন এই কথা বলিয়া হিতবাদী ভ্রাতা বিভীষণকে বিদায় করিলেন।

একাদশ সর্গ।

পাপাত্মা রাজা রাবণ সীতাজন্য কাম মোহ, এবং আত্মীয়জনের ঘৃণা ও পাপকর্ম্মনিবন্ধন ক্রমশঃ কৃশ হইতে লাগিলেন। জানকীকে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কাম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে অমাত্য ও বন্ধুজনের অহিত পরামর্শ করিয়া, তাদৃশ অশুভ সময়েও, যুদ্ধ করাই তৎকালোচিত স্থির করিলেন।

তদনন্তর তিনি সুবর্ণজালব্যাপ্ত, মণি ও বিদ্রুমে বিভূষিত, শিক্ষিতঅশ্বযুক্ত মহারথের নিকট গমন করিয়া উহাতে আরোহণ

করিলেন। মহামেঘের ন্যায় শব্দকারী সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া,রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন সভয়ে যাত্রা করিলেন। অসিচর্ম্মধারী ও সর্ব্বশস্ত্রবিদ্ রাক্ষসযোধগণ রাক্ষসরাজের অগ্রে গমন করিতে লাগিল। তাহাদিগের বেশ নানারূপ ও বিকৃত; এবং তাহারা নানা ভূষণে ভূষিত। পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ বেষ্টন করিয়াও অনেক অতিরথ, কেহ মত্ত গজবরে, কেহ বা ক্রীড়াশীল অশ্বে, আরোহণ করিয়া দশগ্রীবের অনুগমন করিতে লাগিল। তাহাদিগের কাহারও হস্তে গদা, কাহারও পরিঘ, কাহারও শক্তি কাহারও তোমর, কাহারও বা হস্তে পরশু। এবং অপরের হস্তে শূল।

এইরূপে রাবণ সভয়ে যাত্রা করিলে,সহস্র সহস্র তূর্য্যের মহাশব্দ এবং তুমুল শঙ্খস্বন হইতে লাগিল। রাবণ নেমি শব্দে সহসা চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সুশ্রীক রাজপথে বহির্গত হইলেন। শুভ্র বিমল আতপত্র রাক্ষসরাজের মস্তকে ধৃত হইয়া পূর্ণমণ্ডল তারাধিপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মধ্যস্থলে সুবর্ণমঞ্জরিমণ্ডিত বিশুদ্ধ স্ফটিকময় দুই চামর ব্যজন তাঁহার দুই পার্শ্বে বিরাজিত হইল। রাক্ষসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিতে পতিত হইয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক রথস্থিত রাক্ষসরাজকে প্রণাম করিতে লাগিল। শত্রুদমন মহাতেজা রাবণ এইরূপে রাক্ষসগণের জয়াশীর্ব্বাদে স্তূয়মান হইয়া সুসজ্জিত সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভামধ্যে সুবর্ণ ও রজতময় কুট্টিম সকল বিনির্ম্মিত এবং বিশুদ্ধ স্ফটিক স্থানে স্থানে স্থাপিত। সুবর্ণমণ্ডিত চন্দ্রাতপ সভামণ্ডপ আচ্ছাদন করিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা ঐ সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ছয় শত পিশাচ সভা রক্ষা করিতেছে। মহাতেজা রাবণ দেহকান্তিতে বিরাজিত হইয়া, সভায় প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া প্রিয়ক মৃগের চর্ম্মে আচ্ছাদিত উপধানসম্পন্ন বৈদূর্য্যময় শুভ পরমাসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ক্ষিপ্রপরাক্রমশালী দূতদিগকে রাজবৎ আজ্ঞা করিলেন, তোমরা আমার অধীনস্থ

রাক্ষসদিগকে সত্বর এইস্থানে আনয়ন কর। শত্রুসম্বন্ধে গুরুতর কর্ত্তব্যকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।

তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ লঙ্কামধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রত্যেক গৃহ, বিহারস্থান, শয়নস্থান, এবং উদ্যানে গমন করিয়া নির্ভীক রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ কেহ মনোহর রথে, কেহ গর্ব্বিত অশ্বে, কেহ বা হস্তীতে আরোহণ করিল। কেহ কেহ বা পাদচারে যাত্রা করিল। মহানগরী লঙ্কা ধাবমান রথ, কুঞ্জর ও বাজিগণে সমাকীর্ণ হইয়া সহস্র সহস্র গরুড়ে পরিব্যাপ্ত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল। অনন্তর রাক্ষসগণ, বিবিধ বাহন ও যান সকল বহির্দ্দেশে রক্ষা করিয়া, গুহামধ্যে সিংহগণের ন্যায়, পাদচারে সভামধ্যে প্রবেশ করিল। এবং রাজার পাদযুগল বন্দনা করিয়া, তদীয় প্রতিসমাদর প্রাপ্ত হইয়া, কেহ পীঠে, কেহ বৃষাসনে কেহ বা ভূমিতেই উপবিষ্ট হইল।

এই প্রকারে রাক্ষসগণ রাজা রাবণের আজ্ঞাক্রমে সভায় উপস্থিত হইয়া, যথাযোগ্যভাবে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিল। অনন্তর কার্য্যনিশ্চয়ে নিপুণ প্রধান অপ্রধান মন্ত্রি এবং জ্ঞানচক্ষু সর্ব্বজ্ঞ গুণবান্ উপমন্ত্রিগণ সর্ব্বকার্য্য স্থির করিবার জন্য মুখাপেক্ষায় রাক্ষসরাজের সেই সুবর্ণকান্তি মনোরম সভাস্থলে যথাক্রমে আগমন করিল। শত শত বীরগণও দলে দলে তথায় সমবেত হইল।

অনন্তর মহাত্মা যশস্বী বিভীষণ সু অশ্বযুক্ত, সুবর্ণচিত্রিত সুন্দর রথবরে আরোহণ করিয়া অগ্রজের সভায় উপনীত হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কনিষ্ঠ বিভীষণ, নিজনাম উল্লেখ করিয়া, জ্যেষ্ঠের চরণযুগল বন্দনা করিলেন। শুক্র ও প্রহস্ত সভ্যদিগকে পৃথক্ পৃথক্ আসন দান করিলেন। সভাস্থলে সুবর্ণ ও বিবিধ মণিনির্ম্মিত ভূষণে ভূষিত, সুবসনধারী রাক্ষসগণের উৎকৃষ্ট অগরুচন্দন ও মাল্যের গন্ধ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইল। কোন সভাসদ

চীৎকার, কি বৃথা কথা, কি পরস্পর আলাপ কিছুই করিল না। উগ্রবীর্য্য রাক্ষসগণ পূর্ণকাম হইয়া সকলেই স্বামীর বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যশস্বী রাবণ সভাস্থলে শস্ত্রধারী মনস্বী রাক্ষসগণের মধ্যে, বসুগণের মধ্যে বাসবের ন্যায়, দেহপ্রভায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

যুদ্ধজেতা দশানন সভার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎকালে সেনাপতি প্রহস্তকে আজ্ঞা করিলেন, সেনাপতে! যে নিশিতাস্ত্র চতুর্ব্বিধ সেনা নগররক্ষায় নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে আজ্ঞা কর, যেন তাহারা সাবধানে থাকে।

তখন প্রহস্ত রাজাজ্ঞা-প্রতিপালনজন্য সাবধান হইয়া নগরীর মধ্যে ও বহির্ভাগে সর্ব্বপ্রকার সৈন্য স্থাপন করিলেন। নগররক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সৈন্য যথাস্থানে স্থাপন করিয়া প্রহস্ত রাজার সম্মুখে উপবেশন করিল এবং কহিল, রাজন্! বলবান্ আপনার সৈন্য মধ্যে ও বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে, এক্ষণে আপনার যাহা অভিপ্রায়, নিশ্চিন্ত হইয়া সম্পাদন করুন।

রাজ্যহিতৈষী প্রহস্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুখলিপ্সু রাবণ বন্ধুজনসমক্ষে কহিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, হিত, অহিত এবং ধর্ম্মার্থ কামের সংকট, তোমাদিগের সমস্ত বুঝিবার ক্ষমতা আছে। তোমাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার কোনটী কখনই নিষ্ফল হয় নাই। চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্র প্রভৃতি দেবগণের সাহায্যে যেমন বাসব, তোমাদিগের সহায়তায় তেমনি আমি বিমল লক্ষ্মী লাভ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বেই আমি উপস্থিত বিষয় তোমাদিগের গোচর করাইবার জন্য উদ্যুক্ত

হইয়াছিলাম; কেবল কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত ছিলেন বলিয়া তাহা করিতে পারি নাই। সর্ব্বশস্ত্রধারীপ্রধান মহাবল এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত ছিলেন, এক্ষণে তিনি এই জাগরিত হইয়াছেন। তোমরা জ্ঞাত আছ, আমি রাক্ষসনিষেবিত দণ্ডকারণ্য প্রদেশ হইতে রামের প্রিয়া মহিষী জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া আনয়ন করিয়াছি। সেই মন্দগামিনী আমার শয্যায় আরোহণ করিতে সম্মত হয় না। আমার জ্ঞানে সীতার ন্যায় কামিনী ত্রিভুবনে আর নাই। সীতার কটি ক্ষীণ, নিতম্ব স্থূল, মুখমণ্ডল চন্দ্র সদৃশ; ওষ্ঠ স্বর্ণকান্তি। সুন্দরী যেন সাক্ষাৎ ময়নির্ম্মিতা মায়া। তাহার চরণযুগল সুন্দর রক্তবর্ণ, চিক্কণ এবং সুগঠিত। রক্তনখশোভিত সেই চরণযুগল দর্শন করিয়া আমার কাম প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠে। হুতপাবকের শিখা ও মার্ত্তণ্ডের প্রভার ন্যায় সীতার রূপ এবং উন্নত নাসিকা ও সুন্দর নয়নে শোভিত তাহার সেই মনোরম মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া আমি কামের বশীভূত হইয়াছি। কাম ক্রোধ এবং হর্ষকেও নিবারণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ পূর্ব্বক নিয়ত শোক সন্তাপ উত্তেজন ও বিবর্ণতা সাধন করিয়া আমারে শ্রীহীন করিয়াছে। দীর্ঘনয়না সেই ভামিনী কিন্তু স্বামী রামের অপেক্ষা করিয়া আমার নিকট এক বৎসর সময় প্রার্থনা করিয়াছে। আমিও সেই চারুলোচনার যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইয়াছি। পথ অতিক্রম করিয়া ঘোটকের ন্যায়, আমি নিয়ত কামে শ্রান্ত হইতেছি।

বনবাসী বানরগণ কি করিয়া বহুপ্রাণিসমাকুল দুর্দ্ধর্ষ সাগর পার হইবে, সেই দুই দশরথনন্দনই বা কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে। অথবা তাহার সম্ভাবনাও আছে; একমাত্র বানরেই আমাদিগকে বিলক্ষণ লণ্ড ভণ্ড করিয়া গিয়াছে। কার্য্যের গতি নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য; অতএব যাহার যেরূপ বুদ্ধিতে হয় ব্যক্ত কর। মানুষ হইতে আমাদিগের ভয় নাই সত্য, তথাপি চিন্তা কর। পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামে আমি তোমাদিগের সহায়তাতেই জয়

লাভ করিয়াছিলাম; তোমরাও সেই রহিয়াছ সত্য; তথাপি চিন্তা কর।

চর সাগর পার হইয়া সীতার অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছে; তাহার নিকট সন্ধান পাইয়া দুই বীর রাজপুত্র সুগ্রীবাদি বানরদিগকে সহায় করিয়া সাগরের পর পারে উপস্থিত হইয়াছে। সীতাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে না, দশরথের পুত্র দুই জনকেও বিনাশ করিতে হইবে, এই বিষয়ে তোমরা মন্ত্রণা করিয়া যাহা সুনীতি হয়, ব্যক্ত কর। আমাকে জয় করে, জগতে ইন্দ্রাদিরও এরূপ শক্তি দেখি না, তখন যে এক জন মানুষ বানরগণের সহিত সাগর পার হইয়া আমাকে জয় করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই, অতএব আমার জয় নিশ্চিত।

কামাভিভূত রাবণের সেই বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইল, এবং কহিল, আপনি যখন আমাদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া, দর্শনমাত্রেই রাম লক্ষ্মণের নিকট হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছেন, তখন আপনার মন আপনার মতেই অবস্থিতি করিবে, যেমন যমুনার জল যমুনার গহ্বরই পূরণ করে। মহারাজ! আপনি এ সমস্তই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, আদৌ আমাদিগের সহিত কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করা উচিত ছিল। হে দশানন! যে রাজা প্রথমতঃ মন্ত্রিগণের সহিত কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্য করেন, তাঁহাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হয় না। আর সামাদি উপায় পর্য্যালোচনা না করিয়া অন্যায় পূর্ব্বক যে সকল কার্য্য করা যায়, অভিচারাদি অপযাগে হুত সামগ্রীর ন্যায়, সে সমস্ত উত্তর কালে বিপদ উপস্থাপন করে। যে পূর্ব্বের কার্য্য পরে, এবং পরের কার্য্য পূর্ব্বে পর্য্যালোচনা করে, সে নীতি অনীতি জ্ঞাত নহে। হংসগণ ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিবার নিমিত্ত যেমন উহার ছিদ্র পথ অবলম্বন করে, শত্রুগণ তেমনি কার্য্যে চঞ্চলমতি বলবান্ শত্রুর ছিদ্র আশ্রয় করে। আপনি বিবেচনা না করিয়া অতি ভয়ানক

কার্য্য করিয়াছেন, ভাগ্যে, বিষমিশ্রিত আমিষের ন্যায় রাম আপনাকে বিনাশ করে নাই। আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহা প্রবল শত্রুর অকর্ত্তব্য। যাহাই হউক, হে অনঘ! আমি আপনার শত্রু নাশ করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিব। হে নিশাচর! আমি আপনার শত্রু নির্ম্মূল করিব। তাহারা ইন্দ্র আর সূর্য্য; অগ্নি আর বায়ু, কি কুবের আর বরুণই হউক, আমি তাহাদিগকে যুদ্ধ দান করিব। পর্ব্বতাকার শরীরে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা প্রদর্শন করিয়া পরিঘহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন আমি হুঙ্কার করিতে থাকিব, তখন ইন্দ্রও ভীত হইবে। রাম আমায় এক বাণ মারিয়া, দ্বিতীয় বাণ না মারিতে মারিতেই আমি তাহার রুধির পান করিব; আপনি স্বচ্ছন্দে আশ্বস্ত হউন। দাশরথিকে বিনাশ করিয়া আমি আপনার সুখকর বিজয় আহরণ করিতে যত্নবান্ হইব। লক্ষ্মণের সহিত রামকে সংহার করিয়া পরে সমস্ত বানরবীর ভক্ষণ করিব। আপনি যথেষ্ট বিহার এবং অগ্রবারুণী পান করুন। নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ কার্য্য করুন। আমি রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিলে পর সীতা চিরকালের জন্য আপনার বশবর্ত্তিনী হইবে।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া মহাবল মহাপার্শ্ব ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল। যে ব্যক্তি হিংস্র জন্তু-সেবিত বনে গমন করিয়া মধু প্রাপ্ত হইয়াও ভক্ষণ না করে, তাহাকে মূর্খ বলা যায়। হে শত্রুনিবারণ! আপনিই ঈশ্বর, আপনার আবার ঈশ্বর কে আছে? অতএব আপনি শত্রুদিগের মস্তকে পদার্পণ করিয়া জানকীর সহিত বিহার করুন। হে মহাবল! কুক্কুটস্বভাব অবলম্বন করুন; বলে বার বার আক্রমণ করিয়া সীতাকে ভোগ ও বিহার করুন।

আপনার বাসনা চরিতার্থ হইলে পর আর কি ভয়ই বা উপস্থিত হইবে? অথবা সাবধানতার সহিতই হউক, আর অসাবধানতার সহিতই হউক, যে কোন অকার্য্য করিয়া ফেলিবেন, তাহারই প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। আমাদিগকে সহায় করিয়া কুম্ভকর্ণ ও মহাবল ইন্দ্রজিৎ বজ্রহস্ত বাসবকেও নিবারণ করিতে পারেন। দান, সাম, আর ভেদ, অবিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এই কয় উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমার মত, এই কয় উপায় ত্যাগ করিয়া কেবল এক দণ্ড দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ করি। হে মহাবল! আপনার শত্রুগণ এস্থানে উপস্থিত হইলে আমরা অস্ত্রপ্রতাপে সকলকেই বশে আনয়ন করিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মহাপার্শ্ব এই কথা বলিলে পর, রাজা রাবণ তাহার বাক্যের যথেষ্ট সমাদর করিয়া কহিলেন, মহাপার্শ্ব। আমি নিজের বিষয়ে কোন এক গোপনীয় কথা বলিতেছি, বহুকাল পূর্ব্বে আমার এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, এক্ষণে তাহা ব্যক্ত করিব। পুঞ্জিকস্থলী পিতামহের ভবনে গমন করিতে ছিল, ঐ সময় আমি দেখিতে পাইলাম, সে আমার ভয়ে লুকাইয়া লুকাইয়া সাক্ষাৎ অগ্নিশিখার ন্যায় গমন করিতেছে। দর্শনমাত্র আমি তাহাকে বিবসনা ও সম্ভোগ করিলাম। সে লোলিতা নলিনীর ন্যায়, স্বয়ম্ভুর ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইল। বোধ করি ঐ বৃত্তান্ত সেই মহাত্মা জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহাই হউক, দেব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে কহিলেন, আজি হইতে তুমি যদি আর কখনও কোন পরস্ত্রীকে বলাৎকার কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক শতধা হইয়া বিশীর্ণ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সেই শাপের ভয়েই ভীত হইয়া বিদেহনন্দিনী সীতাকে বলপূর্ব্বক রমণীয় শয্যায় আরোহণ করাই না। সাগরের ন্যায় আমার বেগ, বায়ুর ন্যায় আমার গতি, দাশরথি ইহা জ্ঞাত নহে। এই জন্যই আমায় আক্রমণ করিতেছে। আমি গুহামধ্যে সুপ্ত সিংহের ন্যায়, ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি,

আমায় জাগরিত করিতে কাহার সাহস হইবে। রাম যুদ্ধস্থলে আমার বাহুনির্ম্মুক্ত দ্বিজিহ্ব সর্পগণ সদৃশ বাণ সকল দর্শন করে নাই; সেই জন্যই আমায় আক্রমণ করিতেছে। উল্কা সকলের দ্বারা হস্তীর ন্যায়, আমি শত দিক্ হইয়া ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বজ্রসম বাণগণ দ্বারা রামকে প্রদীপিত করিব। সূর্য্য যথাকালে উদিত হইয়া যেমন নক্ষত্রগণের প্রভা অপহরণ করেন, আমিও তেমনি মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার সৈন্য লোপ করিব। সহস্রচক্ষু বাসব কি বরুণও যুদ্ধে আমার সমান হইতে পারে না। পূর্ব্বে কুবের এই নগরী পালন করিতেন, আমি বলে তাঁহার নিকট কাড়িয়া লইয়াছি।

—ঃ০ঃ—

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রাক্ষসরাজের বাক্য এবং কুম্ভকর্ণের গর্জ্জন তর্জ্জন শ্রবণ করিয়া বিভীষণ প্রভাবশালী রাক্ষসরাজকে প্রয়োজনসিদ্ধ হিত বাক্যে কহিলেন,রাজন্! সীতারূপ প্রকাণ্ডকায় মহাসর্প; হৃদয়ভাগ তাহার দেহ; চিন্তা উহার বিষ; সুন্দর হাস্য উহার তীক্ষ্ণ দন্ত, এবং পঞ্চ অঙ্গুলি উহার পঞ্চ মস্তক, আপনি উহাকে বরণ করিলেন কেন? পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রমাণ দংষ্ট্রায়ুধ ও নখায়ুধ বানরগণ লঙ্কা আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে আপনি দাশরথিকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন। রামনিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য বায়ুসমান-বেগসম্পন্ন বাণ সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠদিগের মস্তক হরণ না করিতে করিতে আপনি দাশরথিকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন। রাজন্! কি ইন্দ্রজিৎ, কি কুম্ভকর্ণ, কি মহাপার্শ্ব, কি মহোদর, কি নিকুম্ভ, কি কুম্ভ, কেহই যুদ্ধস্থলে রাঘবের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে না। সূর্য্য বা মরুদ্গণ আপনাকে রক্ষা করুন, অথবা আপনি ইন্দ্রের কি যমের ক্রোড়েই বসিয়া থাকুন, কিংবা আকাশে কি

পাতালতলেই অবস্থিতি করুন, রামের হস্ত হইতে জীবন লইয়া পরিত্রাণ পাইবেন না।

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহস্ত কহিল, দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, বা পতগ, আমরা কখন জানি নাই যে কাহা হইতেও ভয় আছে, তবে এখন একজন মনুষ্যরাজার পুত্র রাম হইতে যুদ্ধে আমাদিগের কি ভয় হইতে পারে?

ধর্ম্মার্থকামে বিভীষণের বুদ্ধি নিশ্চিত, এবং রাজার হিতসাধন করা তাঁহার কামনা, তিনি প্রহস্তের অহিত বাক্য শ্রবণ করিয়া যথার্থযুক্ত বাক্য কহিলেন, প্রহস্ত। পাপবুদ্ধি ব্যক্তির যেমন স্বার্থ লাভ হয় না, রাজা, মহোদর, কুম্ভকর্ণ এবং তুমি তেমনি, রামের প্রতি যে সকল কথা কহিলে, তাহা করিতে পারিবে না। প্রহস্ত! রাম কার্য্যবিশারদ, তুমি কি আমি তাঁহাকে কি করিয়া বধ করিতে সমর্থ হইব? নৌকা ভিন্ন কি কেহ মহাসাগর পার হইতে পারে? ধর্ম্মই রামের প্রধান, রাম মহারথ, ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ক্ষত্রিয়, এবং স্বকার্য্যসাধনে অতীব সমর্থ, হে প্রহস্ত! যুদ্ধে দেবগণও তাঁহার নিকট পরাভূত হন। রামপ্রক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্র দুঃসহ বাণ সকল এখনও তোমার শরীর ভেদ করিয়া প্রবেশ করে নাই, প্রহস্ত! সেই জন্যই আত্মশ্লাঘা করিতেছ। রাঘবনির্ম্মুক্ত প্রাণনাশক, বজ্রসমবেগ শাণিত শিলীমুখ সকল এখনও তোমার দেহ বিদ্ধ করিয়া প্রবিষ্ট হয় নাই, প্রহস্ত! সেই জন্যই অহঙ্কার করিতেছ। কি রাবণ, কি অতিবলশালী ত্রিশীষ, কি কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ, কি ইন্দ্রজিৎ, তোমরা কেহই যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রতুল্য রামকে সহ্য করিতে পারিবে না। মহান বলবান্ দেবান্তক, নরান্তক, অতিরথ, অতিকায় বা মহাত্মা অকম্পনও সমরে রাঘবের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারিবে না। স্বভাবতঃ এই রাজা তীক্ষ্ণ, অবিমৃশ্যকারী এবং ব্যসনে অভিরত, তোমরা মিত্র হইয়াও রাক্ষসকুল ধ্বংস করিবার জন্য নিরন্তর

শত্রুর ন্যায় ইহাকে পরামর্শ দান করিতেছ। অনন্তশরীর সহস্র মস্তক মহাবল ভীষণ সর্প এই রাজাকে বেষ্টন করিয়াছে, তোমরা ইঁহাকে তন্মধ্য হইতে আকর্ষণ করিয়া মুক্ত কর। প্রচণ্ডপরাক্রম ভূতগণ কোন ব্যক্তিতে আবিষ্ট হইলে যেমন তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে রক্ষা করে,যথেষ্ট ভোগে প্রতিপালিত বন্ধুজন তেমনি সকলে একমত হইয়া কেশগ্রহণ পর্য্যন্ত করিয়াও দমন করিয়া রাজাকে রক্ষা করিবে। রাম সাগর, সুচরিত্র তাহার জল; সেই রামসাগর বেগে প্লাবিত করিয়া এই রাজাকে পাতালতলে লইয়া যাইতেছে; তোমরা সেই কাকুৎস্থরূপ পাতালমুখ হইতে ইহাকে উদ্ধার কর। রাক্ষসকুলের সহিত এই নগরীর, এই রাজার এবং ইহাঁর আত্মীয় স্বজনের হিতের নিমিত্ত আমি নিজের মত বলিতেছি যে, রাজা রামকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন। শত্রুর বীর্য্য ও নিজের বল, স্থান, এবং স্বপক্ষের ক্ষয় ও বৃদ্ধি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে হিতোপদেশ দান করে; সেই মন্ত্রী।

পঞ্চদশ সর্গ।

বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ বিভীষণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষসগণের দলপতি মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, খুল্লতাত! আপনি এরূপ ভীত হইয়া কথা কহিতেছেন কেন? যে আমাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই, সেও এরূপ বলিতে বা করিতে পারে না। এই বংশে এক বলবান্ বীর্য্যশীল বীর তেজস্বী পুরুষ কেবল আমার এই খুল্লতাতই উৎপন্ন হইয়াছেন! আমাদিগের সমান একজন রাক্ষসের পক্ষে সেই দুই জন মানুষপুত্র কে? সামান্য একজন রাক্ষসেই তাহাদিগের দুইজনকেই বিনাশ করিতে পারে। হে ভীরো! আপনি কেন আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছেন। দেখুন, আমি ত্রিলোকনাথ দেবরাজ পুর-

ন্দ্রকেও পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম। তৎকালে দেবগণ আমার পীড়নে সকলেই নানাদিকে আশ্রয় লইয়াছিল। ঐরাবত ঘোরতর চীৎকার করিয়া আমার হস্তে ভূমিতলে পাতিত হইয়াছিল, আমি বলপূর্ব্বক তাহার দন্তদ্বয় উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা সকল দেবতাকেই ভীত করিয়াছিলাম। আমি সেই দেবগণেরও দর্পহারী, সেই দানবশ্রেষ্ঠদিগেরও খেদজনক; এতাদৃশ মহাবীর্য্য হইয়াও আমি কি সামান্য দুই মানুষ রাজপুত্রকে পারিব না!

ইন্দ্রকল্প দুর্জ্জয় মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ বিভীষণ মহার্থসম্পন্ন বাক্যে কহিলেন, বৎস! মন্ত্রণায় তোমার স্থির বুদ্ধি নাই, তুমি বালক; তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিপক্ক হয় নাই, সেই জন্যই তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্ত বিবিধ অনর্থক প্রলাপ করিলে। ইন্দ্রজিৎ! তুমি যখন রাঘবের হস্তে পিতা রাবণের মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়াও অজ্ঞান বশতঃ তাঁহার কার্য্যে অনুমোদন করিতেছ, তখন তুমি পুত্র এই নাম মাত্রে কেবল ইঁহার মিত্র; নতুবা বাস্তবিক শত্রু। তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত দুষ্ট, তোমাকে ত বধ করাই উচিত। যে এতাদৃশ দৃঢ় সাহসিক বালক তোমাকে মন্ত্রণাকারীদিগের সমক্ষে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে, সেও বধ্য। ইন্দ্রজিৎ! তুমি অজ্ঞান; বাচাল, অশিক্ষিত, উগ্রস্বভাব, অল্পবুদ্ধি, দুরাত্মা ও মূর্খ, বালক বলিয়াই তুমি কথা কহিতেছ। রাঘবনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিম প্রজ্বলিত কালসঙ্কাশ যমদণ্ড সদৃশ বাণ সকল দর্শন করিয়া কে যুদ্ধস্থলে অবস্থিতি করিতে পারে?

রাজন্! আসুন, আমরা রাঘবকে বিবিধ ধন, রত্ন, উৎকৃষ্ট ভূষণ, বিচিত্র মণি, বসন ও জানকী প্রদান করিয়া এই লঙ্কানগরীতে সুখে বাস করি।

ষোড়শ সর্গ।

বিভীষণ বিলক্ষণরূপে কর্ত্তব্যনিশ্চয় করিয়া হিত কথা কহিলেন; কিন্তু রাবণ কালপ্রেরিত হইয়া তাঁহাকে রূঢ়বাক্য বলিলেন। কহিলেন, বরং শত্রু, কি ক্রুদ্ধ বিষধরের সহিতও বাস করিবে, তথাপি শত্রুর উপাসনাকারী আত্মীয়ের সহিত বাস করিবে না। রাক্ষস! আমি জানি সকল লোকেই জ্ঞাতিদিগের এই প্রকার স্বভাব। জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতির বিপদে সর্ব্বদাই আহ্লাদিত হয়। রাক্ষস! জ্ঞাতি বিদ্বান্ ধর্ম্মশীল অভীষ্টসাধক প্রধান ব্যক্তিকেও অবজ্ঞা এবং বীরকেও পরাভব করে। জ্ঞাতিগণের হৃদয় প্রচ্ছন্ন, বাহ্যে তাহারা সর্ব্বদা পরস্পর আমোদ আহ্লাদ করে, কিন্তু বিপৎপাইলেই প্রচার করিয়া থাকে। অতএব জ্ঞাতি অতি ভয়ানক। শুনিয়াছি পূর্ব্বে পদ্মবনে মহাগজ সকল পাশহস্ত মনুষ্যদিগকে দর্শন করিয়া কয়েকটী শ্লোক গান করিয়াছিল, আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"অগ্নি, কি কোন প্রকার অস্ত্র বা পাশকে আমরা ভয় করি না; স্বার্থপরায়ণ ঘোর জ্ঞাতিদিগকেই আমার ভয়। আমাদিগকে ধরিবার উপায় ইহারাই বলিয়া দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা জানি, সকল ভয় হইতেই জ্ঞাতির ভয় আমাদিগের নিতান্ত কষ্টকর। গাভিগণে হোমসাধন দ্রব্য সামগ্রী, জ্ঞাতিগণে ভয়, স্ত্রীজনে চপলতা, আর ব্রাহ্মণে তপস্যা নিত্য বর্ত্তমান।" সর্ব্বলোক যে আমায় মান্য করে; আমি যে ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্য লাভ করিয়াছি এবং শত্রুগণের মস্তকে অবস্থিতি করিতেছি, জ্ঞাতি বলিয়াই তোমার তাহা ভাল লাগে না। যেমন বারিবিন্দু পদ্মপত্রে পতিত হইলে তাহার সহিত লিপ্ত হয় না, অসাধু জনে মিত্রতাও সেইরূপ। যেমন শরৎকালে মেঘ সকল গর্জ্জন এবং বর্ষণও করে, কিন্তু কর্দ্দম হয় না, অসাধু জনে মিত্রতাও সেইরূপ। যেমন মধুকর আসক্তি সহকারে মধুপান

সমাপন করিয়াই আর তথায় অবস্থিতি করে না; তুমিও সেই-রূপ; ক্রূর জনে মিত্রতাও সেইরূপ। যেমন মধুকর অভিলাষ সহকারে কাশপুষ্প পান করিয়াও মধুপ্রাপ্ত হয় না, ক্রূর জনে মিত্রতাও সেইরূপ। যেমন হস্তী স্নান করিয়া, শুণ্ড দ্বারা ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক আবার নিজদেহ কলুষিত করে, ক্রূরজনের মিত্রতাও সেইরূপ। হে নিশাচর! যদি আর কেহ এ কথা কহিত, তাহা হইলে, এই মুহূর্ত্তেই সে আর থাকিত না। রে কুলপাংশন! কেবল ধিক্কার দিয়াই তোর দণ্ড করিলাম।

ন্যায়বাদী বিভীষণ এই প্রকার রূঢ় বাক্য শ্রবণ করিয়া চারি জন মন্ত্রীর সমভিব্যাহারে গদা হস্তে আকাশে উত্থিত হইলেন। শ্রীমান্ বিভীষণ জাতক্রোধ হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিতি পূর্ব্বক ভ্রাতা রাক্ষসরাজকে কহিলেন, রাজন্! আপনি আমার ভ্রাতা, যাহা ইচ্ছা হয় বলুন। জ্যেষ্ঠ পিতার সমান, অতএব ধর্ম্মপথে না থাকিলেও তাঁহাকে মান্য করা উচিত। কিন্তু হে অগ্রজ! আপনার এইপ্রকার বাক্য আর সহ্য করিতে পারিলাম না। হে দশানন! হিত কামনা করিয়া লোকে সুনীতি উপদেশ করে, কিন্তু মৃত্যুর বশবর্ত্তী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহা গ্রাহ্য করে না। রাজন্! নিরন্তর মনের মত কথা বলে, এরূপ ব্যক্তি অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু অপ্রিয়, অথচ হিত কথা কহে এরূপ বক্তাও দুর্লভ, শ্রোতাও দুর্লভ। যে ব্যক্তি কালপাশে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বভূতের অপকার করিয়া নষ্ট হইতেছে, প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায়, তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। রাম আপনাকে প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ কাঞ্চনভূষিত শাণিত শরনিকর দ্বারা বিনাশ করিবেন, আমি তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি না। রণে শিক্ষিতাস্ত্র বলবান্ বীরগণও কাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, বালুকা-সেতুর ন্যায় অবসন্ন হয়। যাহা হউক, গুরু বলিয়া হিত কামনা করিয়া আপনাকে যে হিত কহিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। রাক্ষসগণের সহিত এই নগরীকে এবং আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে

রক্ষা করুন; আপনার মঙ্গল হউক; আমি চলিলাম; আমা ব্যতীত আপনি সুখী হউন।

হে নিশাচর! আমি আপনাকে নিবারণ করিলাম, কিন্তু আপনার রুচি হইল না। বুঝিলাম অন্তিমকালে অল্পায়ু ব্যক্তিগণ বন্ধুজনকথিত হিতবাক্য গ্রহণ করে না।

সপ্তদশ সর্গ।

রাবণানুজ রাবণকে এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। বানরযূথপতিগণ সুমেরুশিখরাকার তেজোদ্বারা যেন প্রদীপিত গগনস্থিত বিভীষণকে দেখিতে পাইল। তাঁহার যে চারিজন ভীমপরাক্রমশালী অনুচর ছিল, তাহারা সকলে উত্তম ভূষণে ভূষিত এবং বর্ম্ম ও আয়ুধধারী। ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মেঘসমবর্ণ বিভীষণও দিব্য আভরণে ভূষিত এবং উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী।

অনুচরচতুষ্টয় সহিত দুর্দ্ধর্ষ বিভীষণকে দর্শন করিয়া বানররাজ সুগ্রীব বানরগণের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া হনুমান্ প্রভৃতি সমস্ত বানরদিগকে যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, দেখ এই সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন রাক্ষস আমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য রাক্ষসচতুষ্টয়ের সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলে সাল বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিল, রাজন্! এই কয় দুরাত্মাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সত্বর আদেশ প্রদান করুন, এখনি ইহারা ক্ষীণচেতন হইয়া ধরণীতলে পতিত হইবে।

উহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল; বিভীষণ

সাগরের উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া আকাশে থাকিয়াই তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা প্রাজ্ঞ বিভীষণ আকাশে থাকিয়াই সুগ্রীব ও ঐ বানরদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে কহিলেন, রাবণ নামে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস রাক্ষসগণের রাজা; আমি তাঁহার অনুজ ভ্রাতা; আমার নাম বিভীষণ। সেই রাক্ষস জটায়ুকে বিনাশ করিয়া জনস্থান হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছে, কাতরা পরাধীনা সীতা রাক্ষসীগণেরক্ষিত হইয়া বদ্ধ রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে নানা যুক্তিযুক্ত বাক্যে প্রদর্শন করিলাম, রামকে সীতা প্রত্যর্পণ করাই উচিত। কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন ঔষধ গ্রহণ করে না, রাবণ তেমনি কালপ্রেরিত হইয়া আমার সেই কথিত হিত বাক্য গ্রাহ্য করিল না। প্রত্যুত আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ এবং আমাকে দাসের ন্যায় অপমান করিল। সেই হেতু আমি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া রামের শরণাগত হইলাম। তোমরা শীঘ্র যাইয়া সর্ব্বলোকের শরণ্য মহাত্মা রামকে সংবাদ দেও, বিভীষণ আগমন করিয়াছে।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লঘুবিক্রম সুগ্রীব লক্ষ্মণের সম্মুখে যাইয়া রামকে ত্রস্তে ব্যস্তে নিবেদন করিলেন, একজন শত্রু পূর্ব্বে শত্রুসৈন্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এক্ষণে অতর্কিত রূপে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে আগমন করিয়াছে; পেচক যেমন বায়সদিগকে, সে তেমনি অবসর পাইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। অতএব আপনি শত্রুনিগ্রহ ও বানরগণের মঙ্গল সাধনের জন্য মন্ত্রণা, ব্যূহরচনা, নীতি ও চর প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হউন। রাক্ষসগণ কামরূপী, অদৃশ্য ভাবে সঞ্চরণ করিয়া থাকে; এবং ইহারা বীর ও ছল দ্বারা গোপনে অনিষ্ট সাধন করিতে বিলক্ষণ পটু। অতএব ইহাদিগকে কখনই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের চর হইবে। অতএব আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রণা ভেদ করিবে, সন্দেহ নাই। অথবা এই বুদ্ধিমান্ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত হইয়া

ছিদ্র পাইলে স্বয়ংই প্রহার করিবে। মিত্রবল, নিজ নির্দ্দিষ্ট বল ও ভৃত্যবলই গ্রহণ করিবে; শত্রুবল কখনই গ্রহণ করিবে না। প্রভো! এই ব্যক্তি জাতিতে রাক্ষস, তাহাতে আবার শত্রুর ভ্রাতা; শত্রুদল হইতেই আগমনও করিয়াছে; অতএব ইহাকে কি করিয়া বিশ্বাস করিব। বিভীষণ নামে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চারি জন রাক্ষসের সহিত আপনার শরণাগত হইয়াছে। আপনি জানিবেন, রাবণই বিভীষণকে প্রেরণ করিয়াছে। হে ক্ষমাশীলশ্রেষ্ঠ! আমার বিবেচনায় তাহার দণ্ড করাই বিধেয়। রাক্ষস আজ্ঞা পাইয়া, আপনার বিশ্বাস উৎপাদন জন্য কুটিল-বুদ্ধি ক্রমে মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া মারিবার জন্য আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছে। নিষ্ঠুর রাবণের ভ্রাতা এই বিভীষণকে ইহার অনুচরদিগের সহিত কঠোর দণ্ড দ্বারা বিনাশ করুন।

সেনাপতি বাক্যবিৎ সুগ্রীব ব্যস্তে ব্যস্তে রামকে এই প্রকার কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মহাবল রাম সুগ্রীবের বাক্যশ্রবণ করিয়া সমীপস্থিত হনুমান প্রভৃতি বানরকে কহিলেন, বানর-রাজ রাবণের কনিষ্ঠসম্বন্ধে যে যুক্তিযুক্ত মহার্থসম্পন্ন বাক্য বলিলেন, তোমরা সকলে তাহা শ্রবণ করিলে। যে সমর্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আত্মীয়ের চিরস্থায়িহিতকামনা করেন, কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত হইলে, তাহাকে সদুপদেশ দান করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

অনলসপ্রকৃতি বানরগণ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, ইষ্টসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া, সম্মাননা পূর্ব্বক কহিল, রাঘব! ত্রিলোকে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। রাম! আপনি নিজেরই মান বৃদ্ধি করিয়া, আত্মপক্ষ বলিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন। আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, শূর ও দৃঢ় বিক্রমশালী; পরীক্ষা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকেন, পূর্ব্বাপর আপনার স্মরণ থাকে; এবং স্বপক্ষজনে আপনার বিশ্বাস আছে। অতএব আপনার বুদ্ধিমান সমর্থ সচিব সকল এক এক করিয়া কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্ব স্ব মত ব্যক্ত করুন।

মন্ত্রিগণ রাঘবকে এই প্রকার কহিলে পর বুদ্ধিমান অঙ্গদ বানর বিভীষণের পরীক্ষা বিষয়ে কহিলেন, বিভীষণ শত্রুর পক্ষ হইতে আগমন করিয়াছে, অতএব ইহাকে সন্দেহ করাই কর্ত্তব্য; সহসা বিশ্বাস করা উচিত নহে। ক্রূরবুদ্ধি শত্রুগণ হৃদগত ভাব গোপন করিয়া ব্যবহার এবং ছিদ্র পাইলেই প্রহার করে; যদি তাহা হয়, তাহা হইলে মহা অনর্থ হইবে। অতএব এবিষয়ে অর্থ ও অনর্থ পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হয়। গুণ দেখিলে স্বপক্ষে গ্রহণ, আর দোষ দেখিলে দূর করা কর্ত্তব্য। রাজন্! যদি বিভীষণে মহৎ দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর কোন উপরোধ না করিয়াই, ইহাকে দূর, আর যদি বহুগুণ জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে গ্রহণ করুন।

অনন্তর শরভ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়া, যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিল, হে নরব্যাঘ্র! সত্বর ইহার প্রতি চার নিযুক্ত করুন। সূক্ষ্মবুদ্ধি চার দ্বারা যথার্থরূপে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবার হয়, করিবেন।

অনন্তর শাস্ত্রবুদ্ধিনিপুণ জাম্ববান বিশেষ বিবেচনা করিয়া, দোষহীন গুণসম্পন্ন বাক্যে বিজ্ঞাপন করিলেন, বিভীষণ কৃতবৈর পাপাত্মা রাক্ষসরাজের নিকট হইতে অস্থানে ও অকালে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব ইহাকে সংপূর্ণ সন্দেহ করাই কর্ত্তব্য।

পরে নয়ানয় বিষয়ে সুপণ্ডিত সুবক্তা মৈন্দ অধিকতর যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, হে রাজরাজেশ্বর! সেই রাবণের অনুজ এই বিভীষণকে অল্পে অল্পে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করুন; ইহার মনের ভাব অবগত হইয়া শেষে যাহা উচিত হয় করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই ব্যক্তি শঠ কি অকপট, বুদ্ধি প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহা জ্ঞাত হউন।

অবশেষে সকলশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ সচিবশ্রেষ্ঠ হনুমান অল্পে অল্পে সুকোমল যুক্তিযুক্ত মধুর বাক্যে কহিলেন, আপনি বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ; সমর্থ ও বাগ্মিপ্রধান, বাক্যে বৃহস্পতিও আপ-

নাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। রাজন্! তর্কনৈপুণ্য প্রকাশ, স্পর্দ্ধা, অধিক বুদ্ধিমত্তা, কি বলিবার ইচ্ছায় আমি বলিতেছি না; রাম! যথার্থ অতি গুরু কার্য্য উপস্থিত বলিয়াই বলিতেছি। অর্থ আর অনর্থ বিষয়ে আপনার সচিবগণ যে সকল কথা কহিলেন, তাহাতে দোষ দৃষ্ট হইতেছে। সেরূপ কার্য্য করাও সাধ্য বোধ হইতেছে না। ইহার গুণ আছে কি না, কোন কার্য্যে ইহাকে নিয়োগ করা ভিন্ন তাহা জানিতে পারা যাইবে না। সহসা কোন কার্য্যে নিয়োগ করাও আমার মতে দোষ জ্ঞান হইতেছে। আপনার সচিবগণ যে বলিলেন, চার প্রয়োগ করা উচিত, তৎপক্ষে আমি কোন কারণই দেখিতেছি না; যেহেতু অপ্রত্যক্ষ বিষয়েই চার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিভীষণ অস্থানে অকালে আগমন করিয়াছে, এই যে কথা, তৎপক্ষে আমার এই বক্তব্য আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাবণে দুরাত্মতা, আর আপনাতে পরাক্রম দর্শন করিয়া, বুদ্ধি পূর্ব্বক সহজেই আগমন করিতে পারে। রাজন্! চার দ্বারা বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করা হউক, এই যে কথা হইয়াছে, এবিষয়ে আমি বিবেচনা করিয়া এক মত উদ্ভাবন করিয়াছি। বিভীষণ বুদ্ধিমান্, সহসা কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি যাইয়া ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে, যদি মিত্রভাবেই আগমন করিয়া থাকে ত মিথ্যা প্রশ্ননিবন্ধন এক জন মিত্র নষ্ট হইবে। রাজন্! শত্রুর ভাব সহসা জ্ঞাত হওয়া কঠিন। অতএব আপনি ব্যবহার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বর দ্বারা উহার সদসৎ ভাব অবগত হউন। সে যখন কথা কহিয়াছে, তখন আমি তাহার কোন দুষ্ট ভাব দেখিতে পাই নাই, প্রত্যুত তাহার প্রসন্ন বদন লক্ষ্য করিয়াছি। অতএব তাহার প্রতি আমার সন্দেহ নাই। শঠ ব্যক্তি কখনও নিঃশঙ্কভাবে নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করিতে পারে না। ইহার বাক্যও দুষ্ট নহে; সুতরাং আমার সন্দেহ নাই। মনুষ্য,

আকার গোপন করিলেও, মনোগত ভাব কখনই গোপন করিতে পারে না, অগত্যা প্রকাশ করিয়া ফেলে।

রাজন্! ইহার এই স্থানে আগমনরূপ কার্য্য দেশ এবং কালোচিতই হইয়াছে, এতাদৃশ কার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত হইলে, সত্বর কার্য্যকর্ত্তার ইষ্টসাধন করে।

আপনাকে উদ্যোগশীল ও রাবণের বৃথা গর্ব্ব দর্শন এবং আপনি বালীকে বিনাশ ও সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজ্য প্রার্থনায় বিভীষণ বুদ্ধি পূর্ব্বকই উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত হেতু বিবেচনা করিয়া ইহাকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

রাক্ষসের সরলতা সম্বন্ধে আমি যথাশক্তি যুক্তি প্রদর্শন করিলাম। হে বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ! আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এক্ষণে আপনি যাহা বলিবেন তাহাই সকলের গ্রাহ্য।

অষ্টাদশ সর্গ।

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনোমধ্যে আনন্দিত হইয়া, নিজের মনোগত মত ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, বিভীষণসম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, আমার ইচ্ছা, হিতৈষী তোমরা সকলে তাহা শ্রবণ কর। বিভীষণ যখন মিত্র ভাবে আগমন করিয়াছে, তখন তাহার অভিপ্রায় দুষ্ট হইলেও, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব না। ত্যাগ না করা পণ্ডিতদিগের নিন্দনীয় নহে।

এই বাক্য শ্রবণ ও পর্য্যালোচনা করিয়া, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তদপেক্ষাও প্রশংসনীয় বাক্যে কহিলেন, বিভীষণ দুষ্টই হউক, আর সরলই হউক, সে যখন এতাদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন, সে কাহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারে?

সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র বানরাধিপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যমুখে সুলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণকে কহিলেন, বানররাজ যে বাক্য বলিলেন, শাস্ত্রপাঠ এবং বিজ্ঞজনের উপসর্পণ না করিয়া এরূপ বলা অসম্ভব। কিন্তু আমি ইহা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর দর্শন করিতেছি; উহা সর্ব্ব রাজগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং সর্ব্বলোকের অন্তঃকরণপ্রসিদ্ধ। শত্রু দুই প্রকার, জ্ঞাতি ও প্রত্যন্ত রাজ্যবাসী। বিপৎকালে এই দুই শত্রু প্রহার করিয়া থাকে। অতএব জ্ঞাতির ভয়েই বিভীষণ এই স্থানে আগমন করিয়াছে। সরলচিত্ত জ্ঞাতিগণ স্বজাতির হিতকামনা করে, কিন্তু রাজার পক্ষে হিতৈষী জ্ঞাতিও অবিশ্বসনীয়। শত্রুবল গ্রহণ সম্বন্ধে যে দোষ কথিত হইল, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের মত বলিতেছি শ্রবণ কর। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতিও নহি, তাহাদিগের রাজ্যাকাঙ্ক্ষী রাক্ষসও নহি; অতএব নিজের হিতকামনা করিয়াই বিভীষণ এস্থানে আগমন করিয়াছে। পণ্ডিত সকল জাতিতেই আছে, অতএব বিভীষণকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেখ, উহার জ্ঞাতি সকল অনাকুল ভাবে একত্র আমোদ আহ্লাদ করিতেছে; আর ঐ শূর বিভীষণ চীৎকার করিতেছে, অতএব জ্ঞাতি হইতে বিভীষণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং পাছে শত্রুতা করে বলিয়াই বিভীষণ এস্থানে আগমন করিয়াছে। বৎস! সকল ভ্রাতা ভরতের ন্যায় হয় না; সকল পুত্রও আমার ন্যায় হয় না এবং সকল আত্মীয়ও তোমার ন্যায় হয় না।

এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক মহাপ্রাজ্ঞ সুগ্রীব লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, আপনি জানিবেন, রাক্ষসকে রাবণ চর প্রেরণ করিয়াছে। হে ক্ষমাশালিশ্রেষ্ঠ! আমার মতে তাহার দণ্ড করাই বিধেয়। রাক্ষস আজ্ঞা পাইয়া দুষ্ট অভিপ্রায়ে এই স্থানে আগমন করিয়াছে। প্রচ্ছন্নভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া আপনাকে এবং আমা-

কেও নাশ করিবে। লক্ষ্মণকেই বা নষ্ট করিবে। অতএব হে মহাবাহো! অনুচরগণের সহিত ইহাকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। এই বিভীষণ ক্রূর রাবণের ভ্রাতা। সেনাপতি সুগ্রীব বাক্য-নিপুণ রঘুশ্রেষ্ঠকে এই কথা কহিয়া, মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাম সুগ্রীবের সেই বাক্য শ্রবণ ও পর্য্যালোচনা করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর শুভতর বাক্যে উত্তর করিলেন, অতি-খলই হউক, আর সরলই হউক, এই রাক্ষস আমার কি করিবে। এ কি কখনও আমার অণুমাত্রও অহিত করিতে পারে। হে বানরগণেশ্বর! পিশাচগণ, দানবগণ এবং পৃথিবীতে যত রাক্ষস-গণ আছে,আমি অঙ্গুলির অগ্রে সকলকে সংহার করিতে পারি। শুনা যায়,শত্রু শরণাগত হইলে পর এক কপোত তাহার অভ্যর্থনা এবং নিজ মাংস আহার করিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিল। ভার্য্যাপহারী সেই শত্রু আগমন করিলেও কপোত তাহার আতিথ্য করিয়াছিল; তখন আমার ন্যায় ব্যক্তির আর কথা কি। কণ্ব ঋষির পুত্র সত্যবাদী পরমর্ষি কণ্ডু পূর্ব্বে যে গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। "পরন্তপ! শত্রুও যদি কৃতাঞ্জলিপুটে দীন ভাবে আসিয়া শরণ প্রার্থনা করে, দয়ালুতার অনুরোধে তাহাকে বধ করিবে না। কাতরই হউক, আর দর্পিতই হউক, শত্রু যদি শত্রুদিগের ভয়ে ভীত হইয়া, শরণাগত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি নিজ প্রাণ দান করিয়াও তাহাকে রক্ষা করিবেন। যদি তিনি ভয়, কি অজ্ঞান, কি লোভ বশতঃ তাহাকে স্বশক্তি অনুসারে যথাবিধি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সে পাপ; সর্ব্বলোক এই পাপের নিন্দা করিয়া থাকে। শরণাগত ব্যক্তি যদি রক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া রক্ষাকর্ত্তার সম্মুখে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সে তাঁহার সমুদায় পুণ্য লইয়া প্রস্থান করে। শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে, এইরূপ মহাদোষ ঘটে, তাহাতে স্বর্গ, যশ এবং বল ও বীর্য্যনাশ পায়।"

আমি কণ্ডুর এই উৎকৃষ্ট উপদেশের অনুরূপ কার্য্য করিব; ইহাতে ধর্ম্ম, যশ ও স্বর্গ ফল লাভ হইবে। যদি কেহ বিপন্ন-গ্রস্ত হইয়া আমি আপনার, এই নাম বলিয়া একবার মাত্র অভয় যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে, সে যে কোন প্রাণীই হউক, আমি তাহাকে অভয় দান করিব, এই আমার ব্রত। অতএব হে হরিশ্রেষ্ঠ! উপস্থিত ব্যক্তিকে আনয়ন কর। সুগ্রীব। এই ব্যক্তি বিভীষণই হউক, বা স্বয়ং রাবণই হউক, আমি ইহাকে অভয় দান করিলাম।

ককুৎস্থনন্দন রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানররাজ সুগ্রীব প্রণয়ে পরিপূরিত হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে পার্থিবচূড়ামণে। সত্ত্বগুণনিষ্ঠ সৎপথস্থিত আপনি যে সৎ কথা কহিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমারও অন্তঃকরণ জানিতেছে যে, বিভীষণের মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই। অনুমান এবং ভাব ভঙ্গি দ্বারা আমি সর্ব্বপ্রকারে বিলক্ষণ পরীক্ষাও করিয়াছি। অতএব রাঘব! মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ সত্বর আমাদিগের সমান হউক, এবং আমাদিগের বন্ধুত্ব লাভ করুক।

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণানন্তর রাম সত্বর বিভীষণের সহিত মিলিত হইলেন। পক্ষিরাজ যেমন উপেন্দ্রকে আনয়ন করিয়া দেবেন্দ্রের সহিত মিলন করাইয়া দেন, বানররাজ তেমনি বিভীষণকে আনিয়া, এই বলিয়া, রামের সহিত মিলন করাইয়া দিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

রাঘব অভয় দান করিলে পর, রাবণানুজ মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ ভক্তিনম্র হইয়া পৃথিবীতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা নিতান্ত আনন্দিত হইয়া অনুরক্ত অনুচরগণ

সমভিব্যাহারে রামসন্নিধানে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইয়া, বিভীষণ রাক্ষসচতুষ্টয়ের সমভিব্যাহারে রামের পাদযুগলে পতিত হইলেন। এবং রামকে ধর্ম্মসঙ্গত কালোচিত তুষ্টিজনক-যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, আমি রাবণের অনুজ, তিনি আমার অপমান করিয়াছেন, সেই জন্য আমি লঙ্কা বন্ধু বান্ধব ও ধনসম্পত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর শরণ্য আপনার শরণাগত হইলাম। এক্ষণে, আমার রাজ্য, প্রাণ ও সুখ সমস্ত আপনার আয়ত্ত।

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম বিবিধবচনে তাঁহার সান্ত্বনা এবং লোচনযুগল দ্বারা তাঁহাকে যেন পান করিতে করিতে কহিলেন, তুমি আমাকে রাক্ষসদিগের প্রকৃত বলাবলের কথা বল।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই কথা বলিলে পর, রাক্ষস রাবণের সমস্ত বলাবল বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে রাজপুত্র! দশগ্রীব ব্রহ্মার বরে গন্ধর্ব্ব, উরগ ও পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবেরই অবধ্য। রাবণের অব্যবহিত অনুজ ভ্রাতা আমার জ্যেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ বীর্য্যশালী ও মহা তেজস্বী এবং যুদ্ধে বাসবের প্রতিদ্বন্দ্বী। হে রাম! শুনিয়াছেন কি না জানি না, প্রহস্ত নামে রাবণের যে সেনাপতি আছে, সে কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে পরাজয় করিয়াছিল। ইন্দ্রজিৎ গাত্রে কবচ বন্ধন না করিয়া হস্তে গোধাঙ্গুলিত্রাণ পরিধান পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে অলক্ষিতভাবে শরাসনহস্তে অবস্থিতি করে। রাঘব! সমুচিত সেনা সন্নিবেশ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল, তাঁহারই অনুগ্রহে অন্তর্দ্ধান হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে। যুদ্ধে লোকপাল সদৃশ মহোদর, মহাপার্শ্ব এবং অকম্পন রাক্ষস রাবণের অনীকপতি।

দশকোটি সহস্র কামরূপী, মাংসশোণিতাহারী, রাক্ষস লঙ্কানগরীর অধিবাসী। রাজা রাবণ তাহাদিগের সমভিব্যাহারে লোকপালদিগকে যুদ্ধ দান করিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই দুরাত্মা

রাবণের নিকট পরাজিত হইয়া, দেববৃন্দসমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়াছিলেন।

বিভীষণের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রঘুশ্রেষ্ঠ মনোমধ্যে সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া উত্তর করিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের যে সকল অদ্ভুত কার্য্য উল্লেখ করিলে, আমি মনোমধ্যে সমস্ত অবধারণ করিলাম। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর; আমি প্রহস্ত ও পুত্রের সহিত দশগ্রীবকে বিনাশ করিয়া, তোমায় রাজা করিব। রাবণ রসাতল বা পাতালে প্রবেশ কিংবা পিতামহের সন্নিধানেই অবস্থিতি করুক, আমার হস্ত হইতে জীবন লইয়া মুক্তি পাইবে না। আমি আমার তিন ভ্রাতার দিব্য করিতেছি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবের সহিত রাবণকে সংহার না করিয়া, আমি অযোধ্যায় পুনঃপ্রবেশ করিব না।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন; রাক্ষসদিগের বিনাশ ও লঙ্কার ধ্বংসকরণ বিষয়ে আমি আপনার যথাশক্তি সাহায্য করিব; আপনার সেনামধ্যেও প্রবিষ্ট হইব।

এই কথা বলিলে পর রাম তুষ্ট হইয়া বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিলেন, সমুদ্র হইতে জল আনয়ন কর। হে মানদ! সেই জল দ্বারা এই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে সত্বর রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর; আমি ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞাক্রমে বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে অভিষেক করিলেন। রামের তাদৃশ অনুগ্রহ দর্শন করিবামাত্র বানরগণ কিলকিলা শব্দ এবং সাধু সাধু বলিয়া মহাত্মার প্রশংসা করিতে লাগিল। হনুমান ও সুগ্রীব বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কিপ্রকারে বরুণালয় অক্ষোভ্য সাগর উত্তীর্ণ হইব। কি কি উপায়ে আমরা পথপ্রাপ্তির জন্য সাগরে গমন করিব, যাহাতে আমরা সসৈন্যে বরুণালয় সাগর পার হইতে পারিব।

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ উত্তর করিলেন, রাজা রামের যাইয়া সমুদ্রের শরণাগত হওয়া উচিত। সগর এই অপ্রমেয় মহোদধি খনন করিয়াছিলেন। অতএব মহামতি সাগর জ্ঞাতি রামের কার্য্য অবশ্যই সাধন করিবেন।

পণ্ডিত বিভীষণ এই কথা কহিলে পর, সুগ্রীব, রাম লক্ষ্মণ যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া বিপুলগ্রীব সুগ্রীব সাগরের অর্চ্চনা বিষয়ে বিভীষণের সুন্দর উপদেশ নিবেদন করিলেন। স্বভাবত ধর্ম্মশীল রামের সে কথা মনে লাগিল। মহাতেজা ক্রিয়ানিপুণ লক্ষ্মণ ও বানররাজ সুগ্রীবকে সহাস্য বদনে অর্চ্চনার্থ কহিলেন, লক্ষ্মণ! বিভীষণের মন্ত্রণায় আমার অভিরুচি হইতেছে। সুগ্রীব পণ্ডিত; তুমিও সতত মন্ত্রণাবিষয়ে বিচক্ষণ; উভয়ে যুক্তি করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় বল।

বীর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ উভয়ে এইরূপ কথিত হইয়া, সম্মাননা পূর্ব্বক কহিলেন, হে নরব্যাঘ্র রাঘব! বিভীষণ যে কথা বলিলেন, ইহা উপস্থিত সময়ের ইষ্টসাধক অতএব ইহাতে আমাদিগের কেন না অভিরুচি হইবে। এই ঘোর মকরালয় সাগরে সেতু বন্ধন না করিয়া ইন্দ্র সহিত সুরাসুরগণও লঙ্কায় গমন করিতে পারে না। বীর বিভীষণের পরামর্শানুসারেই কার্য্য করুন; কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই। সাগরের নিকট প্রার্থনা করুন; যাহাতে আমরা সসৈন্যে রাবণপালিতা নগরীতে গমন করিতে পারি।

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বেদীতে হুতাশনের ন্যায়, নদনদীপতি সাগরের কুশবিস্তৃত তীরে উপবেশন করিলেন।

—০*০—

বিংশ সর্গ।

দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের চর শার্দ্দূল নামে রাক্ষস সাগর-তীরে সমাগত হইয়া, তথায় সন্নিবিষ্ট সুগ্রীবের পরিপালিত বানরবাহিনী সন্দর্শন করিল। সে সর্ব্বতোভাবে সেই বানরসৈন্য দর্শন করিয়া, ব্যগ্রচিত্তে প্রত্যাগমন ও সবেগে লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক রাবণকে নিবেদন করিল, এই ঋক্ষ ও বানরসৈন্য অগাধ ও অপ্রমেয় দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, লঙ্কার অভিমুখে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাই শ্রেষ্ঠগুণ-বিশিষ্ট, সাতিশয় রূপবান্ ও নিরতিশয় দ্যুতিসম্পন্ন, এবং সীতার উদ্ধার জন্য আগমন পূর্ব্বক সাগরতীরে বসতি করিয়াছেন। মহারাজ! বানরসৈন্য যথার্থই দশ যোজন আকাশ আবৃত করিয়াছে। সত্বর আপনার এ বিষয় যথাযথ পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! আপনার দূতগণেরও উচিত, ঝটিতি এ বিষয় অবগত হয়। হয় সীতাকে প্রদান, না হয়, সুগ্রীবের প্রতি সাম বা ভেদ প্রয়োগ করুন।

রাক্ষসরাজ রাবণ শার্দ্দূলের কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ আপনার তৎকালোচিত কর্ত্তব্য পরিকল্পন পূর্ব্বক ব্যগ্রচিত্তে অর্থবিদ্-বরিষ্ঠ শুকনামক নিশাচরকে কহিলেন, আমি যাহা বলিতেছি, তুমি আমার আদেশে আশু সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া, নিরতিশয় মধুর বাক্যে অকাতর ভাবে বল, মহারাজ! তুমি মহৎ বংশে জন্মিয়াছ; তোমার বলের সীমা নাই। স্বয়ং ঋক্ষ-রজা তোমার জনক। রামের সাহায্য করিয়া, তোমার অর্থ বা অনর্থ কিছুরই সম্ভাবনা নাই। আর যদিও কিছু ইষ্টাপত্তি থাকে, তথাপি তুমি আমার ভ্রাতার সমান। সুগ্রীব! আমি যদি ধীমান্ রাজপুত্র রামের ভার্য্যাহরণ করিয়া থাকি, তাহাতে তোমার কি? অতএব তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিগমন কর। বানর-

গণ কখনো লঙ্কা অধিকার করিতে পারিবে না। সামান্য নর-বানরের কথা কি, দেবগন্ধর্ব্বেরাও তদ্বিষয়ে সমর্থ নহেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই প্রকার আদেশ করিলে, নিশাচর শুক তৎক্ষণাৎ পক্ষিরূপে আকাশপথে বহুদূর গমন করিয়া, সাগর-সমীপস্থ ঊর্দ্ধদেশে অবস্থান পূর্ব্বক দুরাত্মা রাবণ যাহা বলিয়া দিয়াছিল, তৎসমস্তই সুগ্রীবের গোচর করিল। সে সুগ্রীবকে রাবণের কথা বলিতে লাগিলে, বানরেরা তৎক্ষণাৎ আকাশে উত্থান করিয়া, তাহার পক্ষ ছেদন ও মুষ্ট্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর তাহারা তাহাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিয়া আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতারিত করিলে, সে তাহাদের কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া, কহিতে লাগিল, কাকুৎস্থ! দূতকে কেহ বধ করে না; আপনি বানরদিগকে নিবারণ করুন। যে ব্যক্তি স্বামিমত পরিত্যাগ করিয়া, স্বমত প্রকাশ করে, তাদৃশ অনুক্ত-বাদী দূতই বধার্হ হইয়া থাকে।

রাম শুকের পরিদেবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে সকল শাখা-মৃগপ্রধান তাহাকে বধ করিতেছিল, তাহাদিগকে প্রতিষেধ করিলেন। তখন কপিগণ অভয় প্রদান করিলে, শুক পূর্ব্বে যে আকাশে লঘুপক্ষ সহায়ে সত্বরগতি হইয়া, রাবণের সন্দেশবার্ত্তা সুগ্রীবকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল, এক্ষণে সেই অন্তরীক্ষ আশ্রয় করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, মহাবল পরাক্রান্ত সত্বশালী সুগ্রীব! আমি লোকরাবণ রাবণকে গিয়া কি বলিব?

প্লবগপতি প্লবগশ্রেষ্ঠ মহাবল অদীনসত্ব সুগ্রীব এইপ্রকার অভি-হিত হইয়া, রাবণের চর দীনভাবাপন্ন শুককে কহিলেন, রাবণকে এই কথা বলিবে, যে, তুমি আমার মিত্র নও, দয়ার পাত্র নও, উপ-কারী নও, প্রিয়ও নও। তুমি রামের শত্রু। অতএব বালীর সমান তোমাকে অবশ্য বধ করিতে হইবে। আমি তোমাকে জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুর সহিত নিহত এবং সত্বর সুবিপুল সৈন্যসহ লঙ্কায় গমন করিয়া, উহা ভস্ম করিব। রে মূঢ় রাবণ! ইন্দ্র সহিত

সমুদায় লোক সমাগত হইয়া তোমাকে লুকাইয়া রাখুক; আর তুমি অন্তর্ধান, বা সূর্য্যপথে গমন কিংবা পাতালে প্রবেশ, অথবা মহাদেবের চরণেই শরণ গ্রহণ কর, কিছুতেই রামের হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না। বলিতে কি, তুমি অনুজগণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছ। এই তিন লোকে পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, বা অসুর কাহাকেই তোমার রক্ষাকর্ত্তা দেখিতেছি না। তুমি জরাজীর্ণ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে বধ করিয়াছ। যদি তোমার বল থাকিবে, তাহা হইলে, তুমি রাম লক্ষ্মণের সান্নিধ্যে সীতাকে হরণ করিলে না কেন? এক্ষণেও স্বকীয় বীর্য্যবত্তা বুঝিতে পারিতেছ না। রঘুশ্রেষ্ঠ মহাবল মহাত্মা রাম দেবগণেরও দুরাধর্ষ। তিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন, ইহা তুমি বুঝিতেছ না।

অনন্তর বালিনন্দন বানরসত্তম অঙ্গদ কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ! এই ব্যক্তি দূত নহে; গুপ্তচর বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে। দেখুন, এই নিশাচর এখানে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার সমস্ত সৈন্যই যথাযথ পরিদর্শন করিয়াছে। অতএব ইহাকে লঙ্কায় যাইতে না দিয়া, ধরিয়া রাখা হউক। ইহাই আমার অভিপ্রায়।

শুক অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতেছিল। রাজার আজ্ঞা পাইয়া, বানরগণ তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইয়া, তাহাকে গ্রহণ ও বন্ধন করিল। সে প্রচণ্ডস্বভাব বানরগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইয়া, চীৎকার করত মহাত্মা রামকে কহিতে লাগিল, বানরগণ বলপূর্ব্বক আমার পক্ষ ছিন্ন ও চক্ষু উৎপাটিত করিতেছে। আমি যদি জীবন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে, জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে অশুভ করিয়াছি, তৎসমস্ত আপনি প্রাপ্ত হইবেন। রাম এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, বানরদিগকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, এ ব্যক্তি দূতরূপে আগমন করিয়াছে, অতএব ইহাকে ছাড়িয়া দাও।

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম বেলাভূমিতে দর্ভাস্তরণ বিস্তারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্ব্বমুখে শয়ন করিলেন। ভুজগভোগসদৃশ সুবিশাল বাহু সেই অরাতিসূদনের উপাধান হইল। ঐ বাহু পূর্ব্বে মণি, কাঞ্চন, কেয়ূর ও মুক্তাপ্রবর ভূষিত, স্বর্ণময় বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, বরাঙ্গনাগণের ভুজপরম্পরায় নানা প্রকারে অভিমৃষ্ট, চন্দন ও অগুরুরাশিতে চর্চ্চিত, তরুণারুণদ্যুতি কুঙ্কুমে সুশোভিত, এবং শয়ন সময়ে সীতার মস্তকসংস্পর্শে বিরাজমান ছিল। অধিকন্তু ঐ বাহু তক্ষকদেহের ন্যায় বিশাল, গঙ্গাসলিলে পবিত্রিত, যুগবৎ দীর্ঘ, যুদ্ধে শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন, সুহৃদ্গণের সুখসম্পাদক, সাগর পর্য্যন্ত ভূচক্রের আশ্রয় এবং পুনঃ পুনঃ শরবিসর্জ্জনপুরঃসর জ্যার আঘাত প্রযুক্ত উহার ত্বক বিহত হইয়াছে। দাক্ষিণ্যগুণভূষিত মহাবাহু রাম ঐ পরিঘসন্নিভ দক্ষিণ বাহুতে সহস্র সহস্র গোদান করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে যথাবিধি প্রয়ত ও মৌনব্রত হইয়া, সেই ভুজোত্তম উপাধান পূর্ব্বক, হয় আজি মরিব, না হয়, সাগর পার হইব, এই প্রকার সংকল্প করিয়া, সাগরবেলায় শয়ন করিলেন। তিনি নিয়ম পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া, এইরূপ কুশাস্তীর্ণ মহীতলে শয়ন করত তিন রাত্রি যাপন করিলেন। অনন্তর সেই ধর্ম্মবৎসল নয়জ্ঞ রাম তিন রাত্রি বাস করত সরিৎপতি সাগরের উপাসনা করিলেন। তিনি প্রয়ত হইয়া, যথাবিধি পূজা করিলেও, মন্দমতি সাগর তাঁহাকে দর্শন দিলেন না।

তদ্দর্শনে রাম সাগরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, কষায়িত লোচনে সমীপস্থ শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাই! সাগরের গর্ব্ব হইয়াছে। সেই জন্য স্বয়ং দেখা দিতেছে না। যাহার গুণ নাই, তাহার নিকট শান্তি, ক্ষমা, ঋজুতা ও প্রিয়বাদিতা ইত্যাদি সদ্গুণ সমস্ত অশক্তির চিহ্ন বলিয়া প্রতীত হয়।

যে ব্যক্তি আপনার প্রশংসা করে, অধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে সাহসিকতা প্রদর্শন করে, নিজগুণ প্রখ্যাপনার্থ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করে এবং প্রাণিমাত্রেই দণ্ড প্রয়োগ করে, তাদৃশ দুষ্টপ্রকৃতি লোকই সর্ব্বত্র সৎকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ! সামপ্রয়োগ দ্বারা কীর্ত্তি, যশ বা সংগ্রামশিরে জয়লাভ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব অদ্য তুমি অবলোকন করিবে, আমার বাণে মকর সকল নির্ভিন্ন হইয়া, সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করাতে, জলনিধির জল নিরুদ্ধ, ভোগী ও মৎস্য সকলের প্রকাণ্ড দেহ সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন এবং জলহস্তী সকলের করসমূহ বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অদ্য আমি ঘোরতর প্রহার দ্বারা শংখ, শুক্তি, মীন ও মকর সহিত জলনিধি শুষ্ক করিতেছি; দেখ। আমি নিতান্ত ক্ষমাশীল। সেই জন্য এই মকরালয় সমুদ্র আমাকে সামর্থহীন জ্ঞান করিতেছে। ঈদৃশ জনে ক্ষমা করায় ধিক্। আমি সামপর হওয়াতে, সমুদ্র দেখা দিতেছ না। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি আমার ধনু ও আশীবিষসদৃশ শর সকল আনয়ন কর। আমি সাগর শোষণ করিব। বানরগণ পদব্রজে গমন করুক। সাগর কখনও ক্ষুব্ধ হয় না এবং বেলাভূমি লঙ্ঘন করে না। কিন্তু অদ্য আমি ক্রুদ্ধ হইয়া, সায়কপরম্পরা প্রয়োগ পূর্ব্বক এই মহাদানবসংকুল বরুণালয় সাগরকে ক্ষুব্ধ, নির্ম্মর্য্যাদ ও সহস্র সহস্র ঊর্ম্মিতে পরিপূর্ণ করিব।

এই বলিয়া তিনি ক্রোধবিস্ফারিত লোচনে ধনুর্গ্রহণ করিয়া, যুগান্তাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ঘোর শরাসন শনৈঃ সম্পীড়ন ও সমস্ত সংসার কম্পিত করিয়া, ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়, শর সকল মোচন করিলেন। সেই সকল বাণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া, নিরতিশয় বেগভরে সাগরমধ্যে প্রবেশ করিলে, তত্রত্য পন্নগ সকল বিত্রস্ত, এবং তৎক্ষণাৎ সাগর মধ্যে পবনশব্দ সহিত অতীব ভয়ঙ্কর তুমুল জলবেগ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই জলবেগ সহকারে মীন ও মকর সকল সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সরিৎপতি সহসা ঘূর্ণমান ঊর্ম্মিপর-

ধারা, ধূম ও শংখসমূহে পরিবৃত্ত এবং উত্তাল তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত হইয়া উঠিল। দীপ্তাস্য দীপ্তলোচন পন্নগ ও পাতালতলবাসী মহাবীর্য্য দানব সকল ব্যথিত হইল। বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায়, অভ্যুন্নত সহস্র সহস্র উর্ম্মি নক্র ও মকর-চক্রের সহিত সমুৎপতিত হইল। তরঙ্গ সকল ঘূর্ণিত, উরগ ও রাক্ষস সকল সংভ্রান্ত, মহাগ্রাহ সকল উদ্বর্ত্তিত ও ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর রাম নিশ্বাসভরে পরিহার করত সবেগে সেই উগ্র-বেগ অপ্রমেয় শরাসন আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, সৌমিত্রি তৎক্ষণাৎ উত্থান পূর্ব্বক বারংবার প্রতিষেধ করিয়া ঐ ধনু গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন, আপনি বীরগণের শ্রেষ্ঠ। সাগরকে এইরূপে ক্ষুভিত না করিয়াও, অন্য প্রকারে কার্য্য সাধন করিতে পারেন। এক্ষণে, তাহার সমীচীন উপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হউন। আপনার ন্যায় মহাত্মারা ক্রোধের বশীভূত হয়েন না। ঐ সময়ে ব্রহ্মর্ষি ও সুরর্ষিগণও আকাশে অন্তর্হিত হইয়া, তার স্বরে প্রতিষেধ করিয়া, হায়, কি কষ্ট, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করত হাহাকার করিতে লাগিলেন।

—৩৫—

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম দারুণ বাক্যে সাগরকে কহিলেন, অদ্য আমি পাতাল সহিত মহার্ণব শোষণ করিব। সাগর! আমার শরে জলরাশি দগ্ধ ও জলজন্তু সকল বিনষ্ট এবং তুমি শুষ্ক হইলে, বিপুল ধূলি সমুৎপন্ন হইবে। বানরগণ আমার কার্ম্মুকনিঃসৃষ্ট শরবৃষ্টি সহায়ে পদব্রজেই তোমার পরপারে গমন করিবে। হে দানবালয় সরিৎপতে! তুমি নিরতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছ। এই জন্যই আমার পুরুষকার বা বিক্রম অবগত নহ; এবং এই জন্যই মুক্ত হইয়া, প্রাণনাশনিবন্ধন শোকে

পতিত হইবে। এই বলিয়া মহাবল রাম উল্লিখিত ব্রহ্মদণ্ড অস্ত্র ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া, আকর্ষণ করিলেন। তিনি সহসা শরাসন আকর্ষণ করিলে, রোদোরন্ধ্র যেন বিদীর্ণ, পর্ব্বত সকল কম্পিত, লোক সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন, দিক্ সকল অপ্রকাশিত, সরিৎ ও সরোবর সকল সংক্ষোভিত এবং চন্দ্র ও দিবাকর নক্ষত্র সকলের সহিত তির্য্যক্‌ভাবে মিলিত হইলেন। ভাস্করকিরণে প্রদীপ্ত হইলেও, আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং পুনরায় শত শত উল্কায় উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশমান হইল। অন্তরীক্ষ হইতে অতুল নিস্বনে বজ্র সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। পরিবহাদি মারুতগণ পুনরায় আকাশে আবির্ভূত হইল। সমীরণ বারংবার জলদজাল উদ্বহন এবং শৈলাগ্র ও শিখর সকল বিশীর্ণ করিয়া, পাদপ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর বজ্র সকল মহাবেগে ও মহাস্বনে পরস্পর মিলিত হইয়া, বৈদ্যুত অনল বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। দৃশ্যমান ভূতসকল অশনি সমশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। অদৃশ্য প্রাণিগণ নিতান্ত ভীত, উদ্বিগ্ন ও অভিভূত হইয়া, ভয়ঙ্কর ধ্বনি করত শয়ন করিল। এবং ভয়ে স্পন্দনশক্তিশূন্য ও একান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। ভয়ঙ্কর বেগ প্রাদুর্ভূত হওয়াতে, প্রলয় না হইলেও, মহোদধি নাগ, রাক্ষস, জল, ঊর্ম্মি ও ভুজগগণের সহিত সহসা এক যোজন বেলা অতিক্রম করিল। আমত্রনিসূদন রাম নদনদীপতি সমুদ্রকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, বাণমোচনে নিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দিবাকর যেমন উদয়াচল মহাশৈল হইতে, স্বয়ং সাগর তেমনি সমুদ্রমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া, দীপ্তাস্য পন্নগগণের সহিত প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। তিনি দেখিতে স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যের ন্যায়। এবং জাম্বূনদময় ভূষণ, রক্তমাল্য ও অম্বর পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার লোচনযুগল পদ্মপত্রসদৃশ, মস্তকে সর্ব্বপুষ্পময় দিব্যমালা; অলঙ্কার সকল সুবর্ণময় ও তপ্তকাঞ্চন

ময়; এবং আপনার উদরজাত রত্নখচিত উৎকৃষ্ট ভূষণ সকল পরিধান করাতে, বিবিধ ধাতুমণ্ডিত হিমালয়ের ন্যায়, তাঁহার শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তিনি ঘূর্ণমান তরঙ্গ, মেঘমালা, বায়ু, এবং গঙ্গা সিন্ধুপ্রধান নদী সকলে সমাবৃত হইয়া, নিকটে আগমন ও প্রথমেই আমন্ত্রণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে শরপাণি রামকে কহিতে লাগিলেন, রাঘব! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই সকল পদার্থ বিধাতৃবিহিত মর্য্যাদা অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাবে অবস্থিতি করে। সুতরাং, আমিও যে অগাধ ও অপার হইয়াছি, ইহা আমার স্বভাব। আর, ঐরূপ না হওয়াই আমার বিকার বা স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্ম। এই জন্য আপনাকে উপায় বলিতেছি। হে পার্থিবাত্মজ! কাম, লোভ, ভয় বা রাগবশতঃ কখনো আমি এই নক্রসংকুল সলিল স্তম্ভিত করিতে পারি না। যাহা হউক, আপনি যে উপায়ে লঙ্কায় গমন করিতে পারেন,আমি তাহা বিধান ও সমুদায় সহ্য করিব। বানরগণ যাবৎ সমুদ্র পার হইবে, তাবৎ মকরাদি হিংস্র জল-জন্তুরা তাহাদিগের অনিষ্ট করিবে না। আমি বানরগণের পার হইবার জন্য স্থলও বিধান করিব।

রাম কহিলেন, বরুণালয়! আমার এই মহাবাণ ব্যর্থ হইবার নহে; অতএব কোন্ স্থানে ইহা মোচন করি, বল।

রামের বাক্য শ্রবণ ও উল্লিখিত শর সন্দর্শন করিয়া, পরম-তেজস্বী মহাসাগর তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যেমন লোকমধ্যে পরমপ্রসিদ্ধ, আমার উত্তরে দ্রুমকুল্য নামে সেইরূপ বিখ্যাত পরম পবিত্র কোন স্থান আছে। আভীরপ্রমুখ উগ্রকর্ম্মা উগ্রদর্শন পাপাচার বহুসংখ্য দস্যু মদীয় সলিল পান করত ঐ প্রদেশে অবস্থিতি করে। সেই পাপকর্ম্মাদিগের পাপ-সংস্পর্শ আমার সহ্য হয় না। অতএব রাম! আপনি এই অমোঘ শররত্ন তথায় মোচন করুন।

রঘুনন্দন সাগরের এই কথা শুনিয়া, তদীয় উপদেশানুসারে

সেই প্রদীপ্ত সায়ক ঐ স্থানে মোচন করিলেন। বজ্রাশনি-সমপ্রভ উল্লিখিত বাণ যেস্থানে নিপতিত হইল, সেই স্থান অদ্যাবধি পৃথিবীতে মরুকান্তার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তত্রত্য বসুমতী শরপীড়িত হইয়া, শব্দ করিয়া উঠিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ শরমুখ দ্বারা রসাতল হইতে সলিল সমুৎপতিত হইল। তৎকালে এক কূপও সমুদ্ভূত হইল। উহা ব্রণকূপ নামে বিখ্যাত। ঐ কূপে সর্ব্বদাই সমুদ্রের ন্যায়, প্রভূত সলিল সমুত্থিত হইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সময়ে যে দারুণ ভূ-বিদারণশব্দ উত্থিত হইল, তাহাতে এবং বাণপাত করিয়া, রাম ঐ প্রদেশের কুক্ষিস্থ তাবৎ সলিল শোষণ করিলেন। তদবধি ঐ স্থান মরুকান্তার বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে। অমরবিক্রম দশরথাত্মজ রাম কুক্ষিশোষণানন্তর ঐ মরুকে বর দিলেন, তুমি পশুগণের হিতকর, রোগশূন্য, ফলমূলরসসম্পন্ন, এবং বহু স্নেহ, বহু ক্ষীর, বিবিধ ঔষধি ও সুগন্ধ ইত্যাদিতে অলঙ্কৃত হইবে। এইরূপে রামের বরদানপ্রযুক্ত ঐ মরু ঐ সকলে সংযুক্ত এবং সুশোভন দেশ রূপে পরিণত হইয়াছে।

সরিৎপতি সমুদ্র উল্লিখিত প্রদেশে কুক্ষিমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ রামকে বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন, সৌম্য! এই শ্রীমান্ নল বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ ও তাঁহার নিকট বর লাভ করিয়াছে। এবং তোমার প্রতি প্রীতিমান্। এই মহোৎসাহ কপি আমার উপরে সেতু বন্ধন করুক। আমি ঐ সেতু ধারণ করিব। পিতা বিশ্বকর্ম্মার ন্যায়, এই নলও সেতু-বন্ধনবিষয়ে সর্ব্বথা শক্তিসম্পন্ন। এই বলিয়া সমুদ্র অন্তর্দ্ধান করিলে, বানরশ্রেষ্ঠ নল তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, মহাবল রামকে কহিল, মহোদধি যথার্থই বলিয়াছেন, আমি পিতৃদত্ত বর প্রভাবে এই বিস্তীর্ণ সাগর মধ্যে সেতু নির্ম্মাণ করিব। যাহারা অকৃতজ্ঞ, তাহাদের প্রতি ক্ষমা, সান্ত্ববাদ বা দান, এ সকলে ধিক্! এরূপ স্থলে একমাত্র দণ্ডপ্রয়োগ দ্বারা লোকে বিশিষ্টরূপ

কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। আমার এইপ্রকার প্রতীতি আছে। দেখুন, প্রচণ্ডস্বভাব এই সাগর দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া, সেতুকার্য্য দর্শনবাসনায়, সুপ্রাপ্তর হইবেন বলিয়া আপনার নিকটে অঙ্গীকার করিলেন।

যাহা হউক, বানরগণ! মহোদধি যথার্থই বলিয়াছেন; আমারও এই ঘটনায় মনে পড়িল, বিশ্বকর্ম্মা মন্দর পর্ব্বতে আমার জননীকে বর দিয়াছিলেন, দেবি! তোমার পুত্র আমার সদৃশ হইবে। আমি বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র, সর্ব্বাংশেই তাঁহার সমান। তোমরা কেহ এতদিন কোন কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা কর নাই, আমিও আত্মগুণ বর্ণন করি নাই। আমি বরুণালয় সাগরে সেতুনির্ম্মাণ করিতে সমর্থ। অতএব বানরপুঙ্গবগণ! অদ্যই তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

অনন্তর রাম আজ্ঞা করিলে, শত সহস্র বানরপুঙ্গব হৃষ্টচিত্তে মহারণ্য লক্ষ্য করিয়া উৎপতিত হইল। সেই সকল পর্ব্বতপ্রতিম কপিসত্তম পর্ব্বত হইতে পাদপপুঞ্জ ভগ্ন করিয়া, সমুদ্রতীরে আকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করিতে লাগিল। তাহাদের আনীত ভূরি ভূরি সাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জ্জুন, তাল, তিলক, তিনিশ, বিল্ব, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, চূত ও অশোকবৃক্ষে জলনিধি পূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা সমূল ও নির্ম্মূল বৃক্ষ সকল উন্মূলন ও ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উত্তোলন করিয়া, চারিদিক্ হইতে আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাল, দাড়িম, নারিকেল, বিভীতক, করীর, বকুল, নিম্ব ইত্যাদি পাদপ সকল তথায় আহৃত হইল। তাহারা যেমন মহাকায় ও মহাবল, সেইরূপ, হস্তির ন্যায় প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড ও পর্ব্বত সকল উৎপাটন পূর্ব্বক যন্ত্র সহায়ে বহন করিতে লাগিল। পর্ব্বত সকল অনবরত প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে, সাগরের জল উদ্ধৃত হইয়া, আকাশে উত্থিত ও পুনরায় তথা হইতে অধঃপতিত হইতে লাগিল। চারিদিক্ হইতে পর্ব্বতপাতনে সমুদ্র ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। কোন কোন বানর পর্ব্ব-

দি আকর্ষণ করিবার জন্য সূত্র সকল গ্রহণ করিল। নল নদনদীপতি সাগর মধ্যে শত যোজন ব্যাযত মহাসেতু নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরকর্ম্মা বানরগণ এ বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ দণ্ড গ্রহণ, কেহ বা বৃক্ষাদি আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। মেঘ ও পর্ব্বতপ্রতিম শত শত বানর রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত তৃণ, কাষ্ঠ ও পুষ্পিতাগ্র পাদপপুঞ্জ দ্বারা সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। সেই সকল বারণসন্নিভ বানর পর্ব্বতসন্নিভ পাষাণ ও ভূধরশেখর সকল গ্রহণ করিয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল, দেখিতে পাওয়া গেল। শৈল ও শিলা সকল নিক্ষিপ্ত ও নিপাতিত হওয়াতে, মহাসাগরে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। হনুমান হেলায় যে যে মহাশৈল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, নলও হেলায় বামহস্তে সেই সেই পর্ব্বত গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

মহাকায়, মহাবল, হস্তিসঙ্কাশ, ভীমাকৃতি, ক্ষিপ্রকারী ও মহাবেগ কপিগণ হৃষ্টচিত্তে এই রূপে প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন, এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু বন্ধন করিল। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বানরশ্রেষ্ঠ বলবান্ শ্রীমান্ নল পিতার ন্যায় সাগরগর্ভে সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। নল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত উল্লিখিত সুভগ ও শ্রীমান্ সেতু, আকাশে ছায়াপথের ন্যায়, মকরালয় সমুদ্রমধ্যে শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ হৃষ্টচিত্তে সমাগত হইয়া, আকাশে অবস্থান করত, সেই দশ যোজন বিস্তীর্ণ শত যোজন ব্যায়ত সুদুষ্কর অদ্ভুত সেতু দেখিতে লাগিলেন। বানরগণও প্লবন, আপ্লবন ও গর্জ্জন করিতে করিতে উহা অবলোকন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সেতুর গঠনপ্রণালী চিন্তা করিয়া, স্থির করা যায় না। উহা নির্ম্মাণ করাও কাহার সাধ্য নহে। এবং উহা দর্শন করিলে, শরীর লোমাঞ্চিত হয়। সমুদায় প্রাণী

সাগরমধ্যস্থ সেই সেতু দর্শনে প্রবৃত্ত হইল। সহস্র সহস্র [illegible] পরমতেজস্বী বানর সাগরে সেতুবন্ধন করত তাহা পার হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সুকৃত, সুভূমি, সুসমাহিত, বিশাল, শ্রীমান্ মহাসেতু সাগরে সীমন্তবৎ বিরাজমান হইল। এ দিকে, বিভীষণ রাক্ষসগণের নামাদি নির্দ্দেশ জন্য গদা হস্তে মন্ত্রিগণের সহিত সাগর পারে অধিষ্ঠান করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব সত্য-পরাক্রম রামকে কহিলেন, আপনি হনুমানের ও লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। হে বীর। এই মকরালয় সমুদ্র অতি বিস্তৃত। হনুমান ও অঙ্গদ ইহারা দুই জনেই আকাশে গমন করিতে সমর্থ। ইহারা আপনাদের দুই জনকে বহন করিবে।

ধর্ম্মাত্মা শ্রীমান্ রাম শরাসন হস্তে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত সৈন্যগণের অগ্রসর হইলেন। অন্যান্যেরা কেহ মধ্যে, কেহ পার্শ্বে ও কেহ বা সলিলমধ্যে গমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পথ না পাইয়া, সুপর্ণের ন্যায়, আকাশ পথে সাগর পার হইতে লাগিল। ভয়ঙ্কর বানরসৈন্য সমুদ্র তরণে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের তুমুল কোলাহলে সরিৎপতির অত্যুচ্চ ভীষণ নির্ঘোষ অন্তর্হিত হইয়া গেল। অনন্তর বানরসৈন্য সাগরোপরে নলনির্ম্মিত সেতুপার হইলে, রাজা সুগ্রীব তাহাদিগকে সমুদ্রের ফল, মূল ও সলিলভূয়িষ্ঠ পরতীরে সন্নিবিষ্ট করিলেন। দেবগণ রামের এই অত্যাশ্চর্য্য দুষ্করকার্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণের সহিত তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইয়া, পরম পবিত্র সলিলে সেই নরদেবসংক্রান্ত রামের অভিষেক ক্রিয়া সমাধান করিলেন এবং হে নরদেব তুমি শত্রু জয় করিয়া, চিরকাল সসাগরা বসুন্ধরার পালন কর ইত্যাদি বিবিধ শুভ বাক্যে তাঁহার পূজা করিলেন।

— —

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর নিমিত্তজ্ঞ রাম নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! সুশীতল জল ও ফলভূয়িষ্ঠ অরণ্য আশ্রয় এবং সৈন্যদিগকে বিভাগানুসারে ব্যূহিত করিয়া আমাদিগকে অবস্থিতি করিতে হইবে। ঐ দেখ, লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর ভয়নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে। ঋক্ষ, বানর, ও রাক্ষসবীরগণের বিনাশ হইবে। ঐ দেখ, সমীরণ রজোভারে মলিন হইয়া প্রবাহিত, পৃথিবী কম্পিত, পর্ব্বতশেখর সকল বিচলিত ও পাদপপুঞ্জ পতিত হইতেছে। গৃধ্র ও গোমায়ু প্রভৃতির ন্যায় ধূসর বর্ণ ক্রূর মেঘ সকল দৃষ্টি প্রতিহত করিয়া, শ্রুতিকটু নিনাদে শোণিত বিন্দু মিশ্রিত ক্রূর বর্ষণ করিতেছে। সন্ধ্যা রক্তচন্দনবৎ প্রতিভা বিস্তার করত অতীব দারুণ ভাবে আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত পাবকমণ্ডলে প্রপতিত হইতেছে। চতুর্দিকেই ক্রূর মৃগ সকল নিরতিশয় ভয় সমুদ্ভাবন করিয়া, ব্যাকুলভাবে ক্ষীণ স্বরে সূর্য্যের অভিমুখে শব্দ করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্র যেন প্রলয় কালে সমুদিত ও অপ্রকাশিত হইয়া, সকলের সন্তাপ সমুদ্ভাবন করিতেছেন। ইহাঁর পর্য্যন্তপ্রদেশ কৃষ্ণলোহিত বর্ণ অংশুমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! বিমল আদিত্যমণ্ডলেও হ্রস্ব, রুক্ষ, সুস্পষ্ট দৃশ্যমান ও লোহিত বর্ণ পরিবেশ এবং নীল চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। নক্ষত্র সকল নিতান্ত মলিন হওয়াতে, রাত্রিযোগে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, নক্ষত্রগণের এই প্রকার ঘটনায় বোধ হইতেছে যেন, প্রলয় উপস্থিত হইবে। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ সর্ব্বদাই অধঃপতিত হইতেছে। গোমায়ুগণ কর্কশস্বরে নিরতিশয় ভয়াবহ শব্দ করিতেছে। পৃথিবী অচিরাৎ কপি ও রাক্ষসগণের বিমুক্ত শৈল, শূল ও খড়্গপরম্পরায় পরিবৃত ও মাংসশোণিতে কর্দ্দমাক্ত হইবেন। আমরা অদ্যই কালবিলম্ব পরি-

হার পূর্ব্বক সমস্ত বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাবণরক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কায় সবেগে অভিনির্যাণ করিব। সংগ্রামদর্পণ ধন্বী রাম এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সকলের অগ্রণী হইয়া, লঙ্কার অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। তখন সুগ্রীবপ্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠগণ গভীর গর্জ্জন পুরঃসর তাঁহার অনুগামী হইল। নিরতিশয় বীর্য্য-বিশিষ্ট বানরগণ রামের প্রিয়ানুষ্ঠান জন্য তৎকালে যে কার্য্য ও চেষ্টা করিয়াছিল, তদ্দর্শনে রঘুনন্দন সন্তুষ্ট হইলেন।

—০:০—

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

শরৎ সময়ে শশাঙ্কযোগসহকারে সুনির্ম্মল নক্ষত্রশালিনী পৌর্ণমাসী নিশীথিনীর যেমন শোভা হয়, রাম কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হওয়াতে, বানরবাহিনীও তদ্রূপ বিরাজমান হইল। সাগরসদৃশ সুবিপুল সৈন্যে পীড্যমান হইয়া বসুমতী ভীত ও সবেগে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর বানরবল লঙ্কায় পদার্পণ পূর্ব্বক ভেরী ও মৃদঙ্গনিনাদসংক্রান্ত, তুমুল লোমহর্ষণ চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিল। বানরযূথপতিগণ ঐ শব্দ শ্রবণে অতিমাত্র আহ্লাদিত ও অসহমান হইয়া, নিরতিশয় উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিল। আকাশে শব্দায়মান উদ্দাম জলদসমূহের ন্যায়, বানর-গণের উল্লিখিত গর্জ্জনশব্দ রাক্ষসদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

দশরথনন্দন রাম বিচিত্রধ্বজপতাকামালিনী লঙ্কানগরী দর্শন করিয়া, দূয়মানহৃদয়ে জানকীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, রাবণ এই স্থানেই সেই মৃগশাবলোচনা জানকীকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অঙ্গারক গ্রহ কর্ত্তৃক অভিভূতা রোহিণীর ন্যায়, তাঁহার শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর বীর্য্যশালী রাম দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত আপনার তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে